পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কথাসার—পঞ্চম পরিচ্ছেদে পঞ্চশ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম। প্রকৃতির অতীত 'পরব্যোম'-নামে একটী চিন্ময় ধাম আছে, সেই চিন্ময়ধামের সর্ব্বোপরিভাগে 'কৃষ্ণলোক'। কৃষ্ণলোকে দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল; তথায় আদিচতুর্ব্যূহ কৃষ্ণ, বলদেব, প্রদ্যুম্ন অর্থাৎ কামদেব ও অনিরুদ্ধ। সেই কৃষ্ণলোকে 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া বৃন্দাবনস্থ ধাম। কৃষ্ণলোকের অধোভাগে 'পরব্যোম'-নামক বৈকুণ্ঠ; তথায় কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ভুজ নারায়ণ বিরাজমান। কৃষ্ণলোকে যিনি বলদেব, তিনি মূল-সঙ্কর্ষণ। তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ। সেই মহাসঙ্কর্ষণের চিচ্ছক্তিক্রমে পরব্যোমস্থ সমস্ত শুদ্ধসত্ত্ব-প্রকাশ; জীবশক্তিক্রমে শুদ্ধজীবসকল তথায় বর্ত্তমান, মায়া-শক্তির তথায় অবস্থিতি নাই। নারায়ণধামে দ্বিতীয় কায়ব্যূহ। সেই পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময়ধামরূপ 'ব্রহ্মলোক'। তাহার বাহিরে চিন্ময়জলবিশিষ্ট কারণসমুদ্র। কারণ-সমুদ্রের অপরপারে অসংস্পৃষ্টরূপে মায়ার অবস্থিতি। কারণ-সমুদ্রে মূল-সঙ্কর্ষণের অংশরূপ আদিপুরুষাবতার মহাবিষ্ণু। তিনিই দূর হইতে মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন; এক অঙ্গাভাসে (অর্থাৎ তাহা অঙ্গের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু অঙ্গ নয়) মায়ার উপাদান-কারণে মিলিত হন। মায়াই উপাদান-কারণরূপে 'প্রধান' ও নিমিত্ত-কারণরূপে 'প্রকৃতি'। মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণই জড়রূপা প্রকৃতির মূল-নিমিত্তকারণ, সুতরাং প্রকৃতি গৌণনিমিত্তকারণ মাত্র। সেই কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুই সমষ্টিজগতে প্রবিষ্টরূপে গর্ভোদশায়ী এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে, প্রত্যেক জীবে প্রবিষ্টরূপে ক্ষীরোদশায়ী। সেই ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এক একটী বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া তাহাতে বিষ্ণু-পরমাত্মা-ঈশ্বরাদিরূপে বিরাজমান এবং ব্রহ্মাণ্ডের জলাংশে শেষশয্যায় শয়ন করেন; তিনিই ব্রহ্মার পিতা; তাঁহারই এক অংশকে বিরাট্‌রূপে কল্পনা করা যায়। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে এক একটী 'শ্বেতদ্বীপ' প্রকট হইয়াছে, তাহাতে বিষ্ণু অবস্থান করেন। সুতরাং শ্বেতদ্বীপ দুইটী—একটী কৃষ্ণলোকে আর একটী প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীরোদ-সমুদ্রে। কৃষ্ণলোকের 'শ্বেতদ্বীপ' তত্রস্থ বৃন্দাবন হইতে অভিন্ন-রূপে কৃষ্ণের কোন পরিশিষ্ট-লীলার ভূমি। ব্রহ্মাণ্ডগত 'শেষ'-মূর্ত্তি বিষ্ণুকে ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ইত্যাদিরূপে সেবা করেন। কৃষ্ণলোকস্থ বলদেবই প্রভু নিত্যানন্দ, অতএব তিনি মূল-সঙ্কর্ষণ; পরব্যোমের মহাসঙ্কর্ষণ এবং তাঁহার পুরুষাবতারগণ সুতরাং নিত্যানন্দপ্রভুর অংশকলা।

এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নিজের বৃন্দাবন-যাত্রা ও তথায় তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি-সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন। তাহাতে পাওয়া যায়,—তাঁহার পূর্ব্বনিবাস কাটোয়া-প্রদেশে নৈহাটীর নিকট 'ঝামটপুর' গ্রামে। তাঁহারা দুই ভাই। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পারিষদ শ্রীমীনকেতনরামদাস তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া পূজারি গুণার্ণবমিশ্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতা তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া শ্রীনিত্যানন্দের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন নাই। (এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার ভ্রাতাকে তিরস্কার করেন।) রামদাস নিজের বংশী ভাঙ্গিয়া সেইস্থান হইতে চলিয়া যান, তাহাতে কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার তৎক্ষণাৎ সর্ব্বনাশ হয়। সেই রাত্রে কবিরাজ গোস্বামী স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রসন্নতা ও আদেশ লাভ করিয়া পরদিবসেই বৃন্দাবন যাত্রা করেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

নিত্যানন্দ-কৃপাবলে নিত্যানন্দস্বরূপ-জ্ঞান ঃ—

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্ ।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অনন্ত-অদ্ভুত-ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ঈশ্বর নিত্যানন্দকে বন্দনা করি। মূর্খলোকেও তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ।

অনুভাষ্য

১। যস্য (নিত্যানন্দস্য) ইচ্ছয়া (অনুকম্পয়া) অজ্ঞেন (শাস্ত্র-জ্ঞানানভিজ্ঞেন) অপি [ময়া] তৎস্বরূপং (নিত্যানন্দতত্ত্বং) নিরূপ্যতে (বর্ণ্যতে), তম্ অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যম্ (অনন্তম্ অদ্ভুতম্ ঐশ্বর্য্যং যস্য তং দেশকালপাত্রাতীতৈশ্বর্য্যসম্পন্নম্) ঈশ্বরং (দেবদেবং) শ্রীনিত্যানন্দম্ অহং বন্দে।

ছয় শ্লোকে গৌর-তত্ত্ব, পাঁচ শ্লোকে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ঃ—

এই ষট্‌শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমা ।
পঞ্চশ্লোকে কহি নিত্যানন্দতত্ত্ব-সীমা ॥ ৩ ॥

বলদেব-তত্ত্ব ঃ—

সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪। তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-দেহ।

একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায় ।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায় ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ—গৌর, বলরাম—নিতাই ঃ—

সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ।
সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥ ৬ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ৭ম শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

সঙ্কর্ষণ ও কারণ-গর্ভ-ক্ষীর-বারিশায়িগণ এবং শেষের অংশী নিত্যানন্দ বা বলদেব ঃ—

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী ।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥

মূল-সঙ্কর্ষণ বলদেবের পঞ্চরূপে কৃষ্ণসেবা ঃ—

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল-সঙ্কর্ষণ ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৮ ॥
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায় ।
সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করে ধরি' চারি কায় ॥ ৯ ॥

চিদচিৎসর্গ, স্থিতি ও অনুপ্রবেশাদি-কার্য্যে চারিরূপ এবং শেষরূপে দশদেহে সেবা ঃ—

সৃষ্ট্যাদিক সেবা,—তাঁর আজ্ঞার পালন ।
'শেষ'-রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥ ১০ ॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ ।
সেই বলরাম—গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ ১১ ॥

নিত্যানন্দতত্ত্ব-বর্ণনমুখে চারিশ্লোকে সপ্তমশ্লোক ব্যাখ্যা ঃ—

সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারিশ্লোকে ।
যাতে নিত্যানন্দতত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে ॥ ১২ ॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে ।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১৩॥

অপ্রাকৃত-ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত 'পরব্যোম' ঃ—

প্রকৃতির পার 'পরব্যোম'-নামে ধাম ।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি-গুণবান্ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্ম ও তদূর্দ্ধলোক এবং কৃষ্ণ ও তদবতারাবলীর ধাম ঃ—

সর্ব্বগ, অনন্ত, ব্রহ্ম-বৈকুণ্ঠাদি ধাম ।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫-৬। শ্রীবলদেবই কৃষ্ণের আদ্যকায়ব্যূহ অর্থাৎ কায়-বিস্তৃতি, তিনিই কৃষ্ণলীলার সহায়। সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং আদ্যকায়ব্যূহ সেই শ্রীবলরাম তাঁহার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ।

৭। সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দরাম আমার শরণস্বরূপ হউন্।

৮-১১। আদ্যকায়ব্যূহ শ্রীবলরামকে মূল-সঙ্কর্ষণ বলা যাইতে পারে ; যেহেতু তিনি তদীয় দ্বিতীয়স্বরূপগত অংশরূপে 'মহাসঙ্কর্ষণ' এবং কলাস্বরূপে 'কারণাব্ধিশায়ী', 'গর্ভোদশায়ী', 'পয়োব্ধিশায়ী' ও 'শেষ'—এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণলীলার সহায় থাকিয়া মহাসঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও পয়োব্ধিশায়ী—এই চারিরূপে সৃষ্টিলীলাদি কার্য্য করেন। 'শেষ'-সংজ্ঞক 'অনন্ত'-রূপে কৃষ্ণের বিবিধ সেবা করেন। এই সর্ব্বরূপে সেই বলরাম কৃষ্ণসেবানন্দ আস্বাদন করেন।

১২। সপ্তম শ্লোকের অর্থ—৭ম শ্লোকে যাহা কথিত হইয়াছে, ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ শ্লোকে তাহার অর্থ করিতেছি।

১৩। মায়াতীত, সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্যূহতত্ত্বে যাঁহার সঙ্কর্ষণাখ্য-রূপ বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দস্বরূপ রামের প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

১৪-১৬। চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব প্রকৃতির উপরে 'পরব্যোম'-নামে একটী চিন্ময় ধাম আছে। সেই ধাম শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ন্যায় সমস্ত বিভূত্যাদি গুণযুক্ত। সেই ধামে সর্ব্বগত, অনন্ত ব্রহ্মধাম ও

অনুভাষ্য

৭। সঙ্কর্ষণঃ (পরব্যোমস্থো মহাসঙ্কর্ষণঃ), কারণতোয়শায়ী (আদিপুরুষাবতারঃ), গর্ভোদশায়ী (দ্বিতীয়-পুরুষাবতারঃ হিরণ্যগর্ভঃ সমষ্টিবিষ্ণুঃ), পয়োব্ধিশায়ী (তৃতীয়পুরুষাবতারঃ ক্ষীরশায়ী ব্যষ্টিবিষ্ণুঃ), শেষঃ (অনন্তদেবঃ) যস্য অংশকলাঃ, সঃ নিত্যানন্দাখ্যরামঃ (নিত্যানন্দনামা বলদেবঃ) মম শরণম্ অস্তু।

৮। শ্রীবলরামের পঞ্চরূপ—১। মহাসঙ্কর্ষণ, ২। কারণোদশায়ী, ৩। গর্ভোদশায়ী, ৪। ক্ষীরোদশায়ী ও ৫। শেষশায়ী।

১৩। মায়াতীতে (গুণময়দেশবহির্ভাগে) ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে (মায়ারহিতাসঙ্কুচিতাখণ্ডাধারে) পূর্ণৈশ্বর্য্যে (পরিপূর্ণশক্তিসমন্বিতে) শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে (বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-বিষ্ণুচতুষ্টয়স্য মধ্যে) যস্য (নিত্যানন্দরামস্য) সঙ্কর্ষণাখ্যং রূপম্ উদ্ভাতি (বিরাজতে), তং নিত্যানন্দরামম্ অহং প্রপদ্যে।

১৪-১৮। শ্রীজীবঃ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১০৬ সংখ্যা)—"অথ

পরব্যোমের উর্দ্ধলোকে ত্রিবিধ কৃষ্ণলোক ঃ—

তাহার উপরিভাগে 'কৃষ্ণলোক' খ্যাতি ।
দ্বারকা-মথুরা-গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বোর্দ্ধস্তরে ব্রজ, গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ ঃ—

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোক-ধাম ।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন-নাম ॥ ১৭ ॥

গোলোক-বৃন্দাবন সম্পূর্ণ কৃষ্ণাভিন্ন ধাম ঃ—

সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসমা ।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক সীমা ॥ ১৮ ॥

উহা স্বপ্রকাশ, কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ঃ—

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।
একই স্বরূপ তাঁর, নাহি দুই কায় ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বৈকুণ্ঠাদি ধাম বিরাজমান। সেই সমস্ত ধামে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার অবতার বিশ্রাম করেন। সেই ধামের উপরি তৃতীয়ভাগে যে সর্ব্বোত্তম চিন্ময়লোক, তাহার নাম 'কৃষ্ণলোক'—সেই কৃষ্ণলোক দ্বারকা, মথুরা এবং গোকুল-ভেদে তিনরূপে বিচিত্র।

অনুভাষ্য

কতমত্তৎ পদং যত্রাসৌ বিহরতি? তত্রোচ্যতে—'যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতাঃ।।' ইতি স্কান্দবচনানুসারেণ বৈকুণ্ঠে যৎস্থানং বর্ত্ততে, তত্তদেবেতি মন্তব্যম্। তচ্চাখিলবৈকুণ্ঠোপরিভাগ এব। ** স্বায়ম্ভুবাগমে চ স্বতন্ত্রতয়ৈব সর্ব্বোপরি তৎস্থানমুক্তম্ ; যথা ঈশ্বরদেবীসংবাদে চতুর্দ্দশাক্ষরধ্যানপ্রসঙ্গে পঞ্চাশীতিতমে পটলে —'নানাকল্পলতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেৎ। অধঃ সাম্যং গুণানাঞ্চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বকারণম্।।" ** তস্মাদ্ যা যথা ভুবি বর্ত্তন্ত ইতি ন্যায়াচ্চ স্বতন্ত্র এব দ্বারকামথুরাগোকুলাত্মকঃ শ্রীকৃষ্ণলোকঃ স্বয়ংভগবতো বিহারাস্পদত্বেন ভবতি সর্ব্বোপরীতি সিদ্ধম্। অতএব বৃন্দাবনং গোকুলমেব সর্ব্বোপরি বিরাজমানং গোলোকত্বেন প্রসিদ্ধম্। ব্রহ্মসংহিতায়াং—'সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্। ** চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতম্।।" ** তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধাম নন্দযশোদাভিঃ সহ বাসযোগ্যং মহান্তঃপুরম্, তস্য স্বরূপমাহ—অনন্তস্য শ্রীবলদেবস্যাংশাৎ সম্ভবো নিত্যাবির্ভাবো যস্য তৎ। তথা তন্ত্রেণ তদপি বোধ্যতে—অনন্তোঽংশো যস্য তস্য শ্রীবলদেবস্যাপি সম্ভবো নিবাসো যত্র তদিতি। ** অথ গোকুলাবরণান্যাহ—তদ্বহিশ্চতুরস্রং তস্য গোকুলস্য বহিঃ সর্ব্বতশ্চতুরস্রং চতুষ্কোণাত্মকং স্থলং শ্বেতদ্বীপাখ্যম্, ইতি তদংশে গোকুলমিতি নাম-বিশেষাভাবাৎ। কিন্তু চতুরস্রাভ্যন্তর-মণ্ডলং বৃন্দাবনাখ্যং, বহির্মণ্ডলং কেবলং শ্বেতদ্বীপাখ্যং জ্ঞেয়ং; গোলোক ইতি যৎপর্য্যায়ঃ। ** ব্রহ্মলোকঃ বৈকুণ্ঠাখ্যঃ। ** নারদ-পঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যানে—'তৎ সর্ব্বোপরি গোলোকে শ্রীগোবিন্দঃ সদা স্বয়ম্। বিহরেৎ পরমানন্দী গোপীগোকুলনায়কঃ।।' ইতি। তদেবং সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণলোকোঽস্তীতি সিদ্ধম্। স চ লোকস্তত্তল্লীলাপরিকরভেদেনাংশভেদাৎ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭। সেই পরব্যোম-ধামের সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল অর্থাৎ ব্রজলোক ধাম, শ্রীগোলোক অর্থাৎ স্বকীয়ভাবযুক্ত কৃষ্ণধাম, শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন।

১৯-২১। সেই চিন্ময় ব্রজধাম কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জড়-ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হইয়াও একই স্বরূপে বিরাজমান। কেহ কেহ

অনুভাষ্য

দ্বারকামথুরাগোকুলাখ্যস্থান-ত্রয়াত্মক ইতি নির্ণীতম্। অন্যত্র তু ভুবি প্রসিদ্ধান্যেব তত্তদাখ্যানি স্থানানি তদ্রূপত্বেন শ্রূয়ন্তে, তেষামপি বৈকুণ্ঠান্তরবৎ প্রপঞ্চাতী-তত্বনিত্যত্বালৌকিকরূপত্ব-ভগবন্নিত্যাস্পদত্বকথনাৎ।"

কি-প্রকার ধামে এই ভগবান্ বিচরণ করেন? তদ্বিষয়ে উক্ত হইতেছে—'এই প্রপঞ্চে ভগবানের যেরূপ প্রিয় পুরীসমূহের অবস্থিতি আছে, সেইপ্রকার প্রিয় পুরীত্রয় তাঁহার সেই সেই লীলার উদ্দেশ্যে বৈকুণ্ঠেও বিরাজিত'—স্কন্দপুরাণের এই বাক্যানুসারে বৈকুণ্ঠে যে-সকল স্থান বর্ত্তমান, সেই সেই স্থানই প্রপঞ্চে—এরূপ জানিতে হইবে। প্রাকৃতসৃষ্টির উপরিভাগে অখিল বৈকুণ্ঠের স্থান। স্বায়ম্ভুবতন্ত্রেও—স্বতন্ত্রভাবেই সকলের উপরে বৈকুণ্ঠের স্থান—কথিত হইয়াছে। যথা,—ঐ গ্রন্থে চতুর্দ্দশাক্ষর-ধ্যানপ্রসঙ্গে ৮৫ পটলে দেবী-মহেশ্বর-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—'নানা কল্পলতাকীর্ণ, ব্যাপক, অখণ্ড বৈকুণ্ঠ স্মরণ করিবে। তাহার অধোভাগে সর্ব্বজড়-কারণের কারণ গুণসাম্যাবস্থা প্রকৃতি অবস্থিত।' সেজন্য 'যে-প্রকারে পৃথিবীতে হরিধামসমূহ বর্ত্তমান, তথায়ও সেইপ্রকার'—এই ন্যায় হইতেও দ্বারকা, মথুরা এবং গোকুলাত্মক শ্রীকৃষ্ণলোকের স্বতন্ত্রতারই উপলব্ধি হয়, স্বয়ং ভগবানের বিহারক্ষেত্র বলিয়া ঐ ধামসমূহ যে সর্ব্বোপরি—ইহাই সিদ্ধ হয়। অতএব বৃন্দাবন-গোকুলই সর্ব্বোপরি বিরাজমান 'গোলোক' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মসংহিতায়—'সহস্রপত্রবিশিষ্ট, পদ্মাত্মক, মহৎপদ স্থান 'গোকুল' বলিয়া খ্যাত, তাহার চারিদিকে চতুরস্র অর্থাৎ চারি ঋজুরেখাদ্বারা বেষ্টিত অদ্ভুত ক্ষেত্র 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া সংজ্ঞিত।' সেই কৃষ্ণের ধামে নন্দ-যশোদাদির সহিত বাসযোগ্য কৃষ্ণের মহা-অন্তঃপুর আছে । তাহার স্বরূপ এরূপ কথিত হইয়াছে—বলদেবপ্রভুর অনন্তাংশ হইতে সেই ধাম নিত্য

ভোগনেত্রে প্রপঞ্চসদৃশ হইলেও ভক্তিনেত্রে কৃষ্ণবিলাসক্ষেত্র চিন্ময়ী চিন্তামণি-ভূমি ঃ—

চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম ॥ ২০ ॥
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ-গোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস ॥ ২১ ॥

গোলোকে গোবিন্দ ঃ—

ব্রহ্মসংহিতা (৫।২৫)—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২২ ॥

আদি চতুর্ব্ব্যূহ ঃ—

মথুরা-দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্ব্যূহ হৈঞা ॥ ২৩ ॥

সকল চতুর্ব্ব্যূহের অংশী ঃ—

বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্ব্যূহ-অংশী, তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥ ২৪ ॥

গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় দ্বিভুজরূপে লীলা ঃ—

এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥ ২৫ ॥

পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ-নারায়ণরূপে আধিপত্য ঃ—

পরব্যোম-মধ্যে করি' স্বরূপ-প্রকাশ।
নারায়ণরূপে করেন বিবিধ বিলাস ॥ ২৬ ॥

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ—দ্বিভুজ, ঐশ্বর্য্যবিলাস নারায়ণ—চতুর্ভুজ ঃ—

স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥ ২৭ ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী-ভূ-নীলা-শক্তি যাঁর চরণ সেবয় ॥ ২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মনে করেন যে, পরব্যোমস্থ গোলোকাদি-ধাম প্রপঞ্চে প্রকাশিত ব্রজধাম হইতে পৃথক্, কিন্তু তাহা নয় অর্থাৎ একই স্বরূপ,—একই সময়ে পরব্যোমে ও প্রপঞ্চে প্রকাশিত থাকেন, এই মাত্র। প্রপঞ্চে প্রকাশিত ব্রজেও ভূমি চিন্তামণি, বন কল্পবৃক্ষ-ময়,—তাহার স্বরূপ-প্রকাশ প্রেম-নেত্রে দৃষ্ট হয়, চর্ম্মচক্ষে তাহা প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

২২। লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষদ্বারা আবৃত, চিন্তামণিসমূহ-নির্ম্মিত স্থানে, কামদুঘ-গোসমূহ-পালনকারী শতসহস্র লক্ষ্মীগণকর্ত্তৃক সম্ভ্রমদ্বারা সেবিত সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দচন্দ্রকে আমি ভজনা করি।

২৩। সেই কৃষ্ণধামের মথুরা-দ্বারকাখণ্ডে কৃষ্ণ, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ—এই আদিচতুর্ব্ব্যূহ প্রকাশ করত নানারূপে বিলাস করেন। দ্বারকাগত চতুর্ব্ব্যূহ অন্য সমস্ত চতুর্ব্ব্যূহের অংশী ও বিশুদ্ধচিন্ময়।

অনুভাষ্য

উদ্ধৃত। তন্ত্রশাস্ত্রেও সেইপ্রকার বুঝা যায়। অনন্তদেব যাহার অংশ, সেই বলদেবের যথায় সম্ভব ও নিবাস, তাহাই ভগবদ্ধাম। গোকুলের আবরণসমূহ এরূপ কথিত হয়—সেই গোকুলের বহির্ভাগে সর্ব্বদিক্‌স্থিত চতুরস্র স্থল (চতুষ্কোণাত্মক ক্ষেত্র) 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্বেতদ্বীপাংশে 'গোকুল' এই নাম নাই, কিন্তু চতুঃষ্কোণের অভ্যন্তর-মণ্ডল 'বৃন্দাবন'-নামে খ্যাত; কেবল বাহিরের মণ্ডল 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া জানিতে হইবে; ইহার অপর নাম 'গোলোক'। 'ব্রহ্মলোক'-শব্দে 'বৈকুণ্ঠ'কে বুঝায়। নারদ-পঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যান-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—সেই ধাম

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭-২৮। কৃষ্ণের স্বরূপবিগ্রহ সর্ব্বদা দ্বিভুজ। পরব্যোমে তাঁহার স্বরূপ-প্রকাশ নারায়ণরূপে চতুর্ভুজ এবং শ্রী, ভূ ও নীলা-শক্তিসেবিত। শ্রীসম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে এই ত্রিবিধ শক্তির বিশেষ বর্ণন আছে।

অনুভাষ্য

সকলের উপরিভাগে গোলোকে সর্ব্বদা স্বয়ং গোপীনাথ গোকুলাধিপতি গোবিন্দদেব পরমানন্দে বিহার করেন। তাহা হইলে সর্ব্বলোকোপরি কৃষ্ণলোকের স্থিতিই সিদ্ধ হয়। সেই কৃষ্ণলোকই যে সেই সেই লীলা ও পরিকরভেদে এবং অংশ-ভেদে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠাত্মক 'দ্বারকা', 'মথুরা' ও 'গোকুল' নামক স্থানত্রয়-বিশিষ্ট, তাহাই নির্ণীত হইল। অন্যত্র—প্রপঞ্চাগত পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ সেই সেই নামবিশিষ্ট স্থানসমূহও তদ্রূপই বলিয়া শুনা যায়; যেহেতু তাহাদিগকেও অন্য বৈকুণ্ঠের ন্যায় প্রপঞ্চের অতীত, নিত্য, অলৌকিক রূপবিশিষ্ট ও ভগবানের নিত্যাস্পদ বলিয়া কথিত হওয়ায় অভিন্ন জানিতে হইবে।

২২। কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু (কল্পবৃক্ষাণাং প্রার্থনোচিতাভীষ্ট-ফলপ্রদবৃক্ষাণাং লক্ষৈঃ অসংখ্যৈঃ আবৃতেষু মণ্ডিতেষু) চিন্তামণি-প্রকরসদ্মসু (চিন্তামণীনাম্ অভীষ্টফলদানসমর্থরত্নানাং প্রকরেণ সমূহেন রচিতানি সদ্মানি হর্ম্ম্যাণি তেষু) সুরভীঃ (কামধেনূঃ) অভিপালয়ন্তম্ (অভি সর্ব্বতোভাবেন গোপোচিত-গো-পরি-চর্য্যাপ্রকারেণ পালয়ন্তং) লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং (লক্ষ্ম্যঃ গোপরামাঃ তাসাং সহস্রাণাং শতৈঃ সম্ভ্রমেণ সেব্যমানং) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

২৫। তিন লোকে—গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায়।

কৃষ্ণ কেবল-লীলাময় হইলেও জীবে অহৈতুক-কৃপাময় ঃ—

যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম ।
তথাপি জীবেরে কৃপায় করে এক কর্ম্ম ॥ ২৯ ॥

চতুর্ব্বিধ মুক্তিদ্বারা জীবের উদ্ধার-সাধন বা বৈকুণ্ঠে আনয়ন ঃ—

সালোক্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-প্রকার ।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবেরে নিস্তার ॥ ৩০ ॥

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানীর বৈকুণ্ঠের বাহিরে স্থিতি ঃ—

ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তের তাঁহা নাহি গতি ।
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে হয় তা'সবার স্থিতি ॥ ৩১ ॥

পরব্যোমের বাহিরে চিন্ময় ব্রহ্মলোক ঃ—

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল ।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯। কেবল ক্রীড়ামাত্র তাঁহার ধর্ম্ম হইলেও জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ জীবনিস্তাররূপ একটী লীলা করেন।

৩২-৩৪। 'বৈকুণ্ঠ'-শব্দে 'কৃষ্ণধাম' ও 'পরব্যোম' বুঝিতে হয়। সেই পরব্যোমের বাহিরে কৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা বিস্তীর্ণ হইয়া

অনুভাষ্য

২৮। শ্রী-ভূ-নীলা—নীলাকে বঙ্গীয়পাঠে কেহ কেহ 'লীলা-শক্তি' বলেন। এই তিন শক্তি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট বিরাজমানা। যেকালে ভূতযোগী, সরযোগী ও ভ্রান্তযোগী (আল্‌বারগণ) নিশীথে গেহলীগ্রামে ব্রাহ্মণালয়ে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালে নারায়ণ তাঁহাদের গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিজরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। 'প্রপন্নামৃত'—৭৭ অধ্যায় ৬১-৬২ শ্লোক—

"তার্ক্ষ্যাধিরূঢ়ং তড়িদম্বুদাভং লক্ষ্মীধরং বক্ষসি পঙ্কজাক্ষম্।
হস্তদ্বয়ে শোভিতশঙ্খচক্রং বিষ্ণুং দদৃশুর্ভগবন্তমাদ্যম্।।
আজানুবাহুং কমনীয়গাত্রং পার্শ্বদ্বয়ে শোভিতভূমিনীলম্।
পীতাম্বরং ভূষণভূষিতাঙ্গং চতুর্ভুজং চন্দনরুষিতাঙ্গম্।।"

সীতোপনিষদি,—"মহালক্ষ্মীর্দেবেশস্য ভিন্নাভিন্নরূপা-চেতনাঽচেতনাত্মিকা। সা দেবী ত্রিবিধা ভবতি—শক্ত্যাত্মনা ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ সাক্ষাচ্ছক্তিরিতি। ইচ্ছাশক্তিস্ত্রিবিধা ভবতি—শ্রী-ভূ-নীলাত্মিকা।"

শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বকৃত গীতা-টীকায় ৪র্থ অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোকে শাস্ত্রোদ্ধার করিয়াছেন—"মহদাদেস্তু মাতা যা শ্রী-ভূ-নীলেতি কল্পিতা। বিমোহিকা চ দুর্গাখ্যা তাভির্বিষ্ণুরজোঽপি হি। জাতবৎ প্রথতে হ্যাত্মচিদ্বলান্মূঢ়-চেতসাম্।।" ** "শ্রীভূদুর্গেতি যা ভিন্না মহামায়া তু বৈষ্ণবী। তচ্ছক্ত্যনন্তাংশহীনাথাপি তস্যাশ্রয়াৎ প্রভোঃ।। অনন্তব্রহ্মরুদ্রাদের্নাস্যাঃ শক্তিকলাপি হি। তেষাং দুরত্যয়াপ্যেষা বিনা-বিষ্ণুপ্রসাদতঃ।।'—ব্যাসযোগে, ৭ম অধ্যায়, ১৪ সংখ্যা। গীতার ১৪ অধ্যায় ৩য় শ্লোকের মাধ্ব-ভাষ্য—"মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতিঃ। সা চ শ্রী-ভূ-দুর্গেতি ভিন্না। উমা-সরস্বত্যাদ্যস্তু তদংশযুতা অন্যজীবাঃ।।" তথা চ কার্য্যায়ণ-শ্রুতিঃ—"শ্রীর্ভূর্দুর্গা মহতী তু মায়া, সা লোকসূতির্জগতো বন্ধিকা চ। উমা বাগাদ্যা অন্যজীবাস্তদংশাস্তদাত্মনা সর্ব্ববেদেষু গীতাঃ।।" ইতি।

শ্রীজীবপ্রভু, ভগবৎসন্দর্ভে (৮০ সংখ্যায়)—"যথা পাদ্মে—'নিত্যং তদ্রূপমীশস্য পরং ধাম্নি স্থিতং শুভম্। নিত্যং সম্ভোগ্যামীশ্বর্য্যা শ্রিয়া ভূম্যা চ সংবৃতম্।।' নামস্বরূপয়োর্নিরূপণেন মহাসংহিতায়ামপি বিবিক্তং ; তৎত্রিশক্তিঃ—শ্রীর্ভূর্দুর্গেতি যা ভিন্না জীবমায়া মহাত্মনঃ। আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ গুণমায়া জড়াত্মিকা।।" (ঐ ২২ সংখ্যায়)—'শ্রীরত্র জগৎপালনশক্তিঃ, ভূস্তৎসৃষ্টিশক্তিঃ, দুর্গা তৎপ্রলয়শক্তিঃ। তত্তদ্রূপেণ যা ভেদং প্রাপ্তা, সা জীববিষয়া তচ্ছক্তির্জীবমায়েত্যুচ্যতে। পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা-সংবাদে—'অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রৈবিধৈর্গুণৈঃ' ইত্যেতদ্বাক্যানন্তরং 'ততঃ সর্ব্বেঽপি দেবাঃ শ্রুত্বা তদ্বাক্য-চোদিতাঃ। গৌরীং লক্ষ্মীং ধরাঞ্চৈব প্রণেমুর্ভক্তি-তৎপরাঃ।।' ইতি।*

** প্রপন্নামৃতে—তাঁহারা (আল্‌বারগণ) গরুড়-পৃষ্ঠে আরূঢ় চতুর্ভুজ আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যুৎ-সমন্বিত মেঘবর্ণ কমনীয় গাত্র, কমল-নয়ন, আজানুলম্বিত বাহু, হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র শোভমান্। তাঁহার পীতবর্ণ-বস্ত্র, শ্রীঅঙ্গ বিবিধ অলঙ্কার-বিভূষিত ও চন্দনচর্চ্চিত, বক্ষঃস্থলে 'লক্ষ্মী' (শ্রী) ও পার্শ্বদ্বয়ে 'ভূ' ও 'নীলা' অবস্থিতা।*

সীতা-উপনিষদে—"পরমেশ্বরের ভিন্নাভিন্ন-রূপা, চেতনাচেতনাত্মিকা মহালক্ষ্মী নিজ-শক্তিদ্বারা ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও সাক্ষাৎশক্তি-রূপে তিনপ্রকারে হইয়া থাকেন। ইচ্ছাশক্তি পুনঃ শ্রী, ভূ ও নীলা-ভেদে ত্রিবিধা হইয়া থাকেন।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪।৬) মধ্ব-ভাষ্যে—"মহৎতত্ত্বাদির মাতা যিনি শ্রী-ভূ-নীলারূপে নিরূপিতা এবং বিমোহনকারিণী 'দুর্গা'-রূপেও কথিতা, তাঁহাদিগের সহিত জন্মরহিত শ্রীবিষ্ণুও স্বীয় চিদ্বল-প্রভাবে মূঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণের নিকট উৎপত্তিশীল বস্তুরূপে খ্যাত হন।" গীতা (৭।১৪) মধ্ব-ভাষ্যে—"শ্রী, ভূ, দুর্গা—এই তিনরূপে ভিন্না যে বৈষ্ণবী (বিষ্ণুর অংশরূপা) মহামায়া, তিনি অনন্তাংশ-হীন হইলেও সেই প্রভুর আশ্রয়হেতু তাঁহার কলাভাগ শক্তিও অনন্ত ব্রহ্মা-রুদ্রাদির নাই। বিষ্ণুর অনুগ্রহ-বিনা তাঁহাদের জন্যও এই মায়া দুরতিক্রমনীয়া।" গীতা (১৪।৩) মধ্ব-ভাষ্যে—"মহদ্ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি আবার শ্রী, ভূ, দুর্গা—এই তিনরূপে ভিন্না। উমা, সরস্বতী প্রভৃতি কিন্তু সেই শক্তির অংশযুক্তা অন্য জীব। তাহাই কার্য্যায়ণ-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—শ্রী, ভূ, দুর্গা কিন্তু মহামায়া—তিনি ব্রহ্মাণ্ডলোক প্রসবকারিণী ও জগতের বন্ধনকারিণী। উমা, বাক্ আদি অন্য জীবগণ তাঁহার অংশ এবং সেই প্রভাববলে তাঁহারা সর্ব্ব বেদশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।"

মায়াতীত হইলেও উহা চিদ্বিলাসহীন, কেবল চিন্মাত্র ঃ—

'সিদ্ধলোক' নাম তার প্রকৃতির পার ।
চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মধামের দৃষ্টান্ত ঃ—

সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১।২৯)—

কামাদ্দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥ ৩৫ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৭৮)—

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্ ।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমা-জুষোঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মলোকের উর্দ্ধে চিদ্বিলাসময় পরব্যোম ঃ—

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস ।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥ ৩৭ ॥

নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানীর চিন্মাত্র-ব্রহ্মলোকই প্রাপ্য—

নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময় ।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥ ৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

একটী জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল করিয়াছে। তাহাকে 'সিদ্ধলোক', 'ব্রহ্মলোক' ইত্যাদি বলে। ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তির তাহাই একমাত্র স্থান। ঐ ধাম চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু তাহাতে চিচ্ছক্তিগত বিকার অর্থাৎ বিচিত্রতা নাই। সূর্য্যমণ্ডল যেমন বাহিরে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ বিচিত্রতারহিত জ্যোতির্ম্ময় মাত্র, কিন্তু মণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যের রথাদি সবিশেষ অর্থাৎ অনেক বিচিত্রতা লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। সূর্য্যমণ্ডলের বহিরংশ ব্রহ্মধামের সদৃশ।

৩৫। অনেকেই ভক্তির ন্যায় কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহক্রমে তাঁহাতে মন আবিষ্ট করিয়া সেই পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার গতি লাভ করেন। পাঠান্তরে এই অধিক শ্লোকটী দৃষ্ট হয়,—

কামাদ্গোপ্যো ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো।।

অনুভাষ্য

৩৫। শিশুপাল কৃষ্ণবিদ্বেষফলে কেন সাযুজ্য-মুক্তির যোগ্য, —ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনারদ বলিলেন,—

যথা [বিহিতয়া] ভক্ত্যা (সেবনেন) ঈশ্বরে মনঃ আবেশ্য [তদ্গতিং গচ্ছন্তি], তথা কামাদ্ [যথা গোপ্যঃ], দ্বেষাৎ [যথা দন্তবক্র-শিশুপালাদয়ঃ], ভয়াৎ [যথা কংসাদ্যাঃ], স্নেহাৎ [যথা পাণ্ডবাঃ] [এতাদৃশঃ] বহবঃ তদঘং (কামাদিনিমিত্তং পাপং) হিত্বা তদ্গতিং (মোক্ষপ্রকারভেদং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ)।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম-স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন ও তদুত্তরে শ্রীনারদের উক্তি ২২-৪৬ শ্লোক এবং ৩।৩০, ৩২, ৩৪ শ্লোকের গৌড়ীয়-ভাষ্যের তথ্যে বিভিন্ন-টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৬। যৎ (যস্মিন্ শাস্ত্রে) অরীণাং (ভগবদ্বিদ্বেষিণাং)

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। শাস্ত্রে যে যে স্থলে ভগবৎ-শত্রু ও প্রিয়ব্যক্তিদিগের একত্বপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে, সে-সকল কিরণস্থলীয় ব্রহ্ম ও সূর্য্যস্থলীয় কৃষ্ণের একত্ববিচার-স্থলে কথিত হইয়াছে মাত্র। ফলকথা,—ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণ বৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য এবং ভগবৎ-শত্রুগণ বিলাসশূন্য 'সিদ্ধলোক' প্রাপ্ত হন।

অনুভাষ্য

প্রিয়ানাঞ্চ (ভগবদ্ভক্তানাং) একং প্রাপ্যম্ উদিতং (কথিতং), তৎ (তু) কিরণার্কোপমাজুষোঃ ব্রহ্মকৃষ্ণয়োঃ ঐক্যাৎ (অর্থাৎ কিরণ-স্থানীয়-নির্ব্বিশেষব্রহ্মণঃ, অর্কস্থানীয়-কৃষ্ণস্য চ তত্ত্বতোঽভেদাৎ) [বোদ্ধব্যং ইত্যর্থঃ]।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২।৩২) শ্লোকে,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।

শ্রীরূপপ্রভু লঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণমহিমার বর্ণনপ্রসঙ্গে (২৫-৩৭) "তত্র মৈত্রেয়প্রশ্নঃ, চতুর্থেঽংশে (বিঃ পুঃ ৪।১৫।১-১০)—"হিরণ্যকশিপুত্বে চ রাবণত্বে চ বিষ্ণুনা। অবাপ নিহতো ভোগান্ অপ্রাপ্যান্ অমরৈরপি।। নালভৎ তত্র চৈবেহ সাযুজ্যং স কথং পুনঃ। সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সাযুজ্যং শাশ্বতে হরৌ।।" শ্রীপরাশরোত্তরং—"দৈত্যেশ্বরস্য বধায়াখিললোকোৎপত্তিস্থিতি-বিনাশকারিণা অপূর্ব্বতনুগ্রহণং কুর্ব্বতা নৃসিংহরূপমাবিষ্কৃতম্। তত্র হিরণ্যকশিপোর্বিষ্ণুরয়মিত্যেতৎ ন মনস্যভূৎ। নিরতিশয়-পুণ্যজাত-সমুদ্ভূতমেতৎ সত্ত্বমিতি রজোদ্রেক-প্রেরিতৈকাগ্রমতি-স্তদ্ভাবনাযোগাৎ ততোঽবাপ্তবধহেতুকীং নিরতিশয়ামেবাখিল-ত্রৈলোক্যাধিক্যধারিণীং দশাননত্বে ভোগসম্পদমবাপ।। নাত-

ভক্তিসন্দর্ভে—"পরমধামে স্থিত ঈশ্বরের সেই রূপ নিত্য, শুভ এবং শ্রী, ভূ, নীলাশক্তি-সংবৃত হইয়া নিত্য সম্ভোগ্য।" "নাম ও স্বরূপের নিরূপণদ্বারা মহাসংহিতায়ও সেই তিনশক্তি বিবেচিত হইয়াছেন ; যথা,—'মহাত্মা ভগবানের যে (১ম) জীবমায়া, তাহা শ্রী, ভূ, দুর্গা—এই তিনরূপে ভিন্না। তাঁহার (২য়) আত্মমায়া তাঁহার ইচ্ছা এবং (৩য়) গুণমায়া জড়াত্মিকা।' ইহার অর্থ—শ্রী—জগৎপালনশক্তি, ভূ—তাঁহার সৃষ্টিশক্তি এবং দুর্গা—তাঁহার প্রলয়শক্তি। এই তিনরূপে যিনি ভেদপ্রাপ্তা, সেই জীববিষয়া শক্তিকেই জীবমায়া বলা হয়। পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা-সংবাদে পাওয়া যায়,—'আমিই তিনপ্রকারে বিভেদ প্রাপ্ত হইয়া তিনপ্রকার গুণের সহিত বর্ত্তমান থাকি।' এই বাক্যের পর দেখা যায়—'তখন সমস্ত দেবগণ ইহা শুনিয়া তাঁহার বাক্যদ্বারা প্রেরিত হইয়া ভক্তি-তৎপরতাসহ গৌরী, লক্ষ্মী ও পৃথিবীকে প্রণাম করিলেন।"

অনুভাষ্য

স্তস্মিন্ননাদিনিধনে পরব্রহ্মভূতে ভগবত্যনালম্বনীকৃতে মনসস্তল্লয়ম্। দশাননত্বেঽপ্যনঙ্গপরাধীনতয়া জানকীসমাসক্তচেতসো দাশরথিরূপধারিণস্তদ্রূপদর্শনমেবাসীৎ। নায়মচ্যুত ইত্যাসক্তির্বিপদ্যতোঽন্তঃকরণে মানুষবুদ্ধিরেব কেবলমস্যাভূৎ। পুনরপ্যচ্যুতবিনিপাতনমাত্রফলমখিলভূমণ্ডল-শ্লাঘ্যং চেদিরাজকুলে জন্ম অব্যাহতৈশ্বর্য্যং শিশুপালত্বে চাবাপ।। তত্র ত্বখিলানামেব ভগবন্নাম্নাং কারণান্যভবন্। ততশ্চ তৎকারণকৃতানাং তেষামশেষাণামেবাচ্যুতনাম্নামনবরতানেক-জন্ম-সম্বন্ধি-তদ্বিদ্বেষানু-বন্ধিচিত্তো বিনিন্দন-সন্তর্জ্জনাদিষূচ্চারণমকরোৎ। তচ্চ রূপমতি-প্ররূঢ়-বৈরানুভাবাদটন-ভোজন-স্নানাসন-শয়নাদিষ্বশেষাবস্থান্তরেষু নৈবাপযযাবস্যাত্মচেতসঃ।। ততস্তমেবাক্রোশেষূচ্চারয়ন্ তমেব হৃদয়েনাবধারয়ন্নাত্মবিনাশায় ভগবদস্তচক্রাংশুমালোজ্জ্বলমক্ষয়-তেজঃস্বরূপং পরমব্রহ্মভূতমপগতদ্বেষাদিদোষো ভগবন্তমদ্রাক্ষীৎ। তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশুব্যাপাদিতস্তৎস্মরণদগ্ধাখিলাঘ-সঞ্চয়ো ভগবতা তেনান্তমুপনীতস্তস্মিন্নেব লয়মুপযযৌ।। এতচ্চ তবাখিলং ময়াভিহিতম্। অয়ং হি ভগবান্ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্।।" ইতি। নোক্তং পরাশরেণাত্র স্থিতৌ তৌ পার্ষদাবিতি। কিন্তুভয়োস্তয়োরাসীজ্জন্মত্রয়মিতীরিতম্।। অতঃ সর্ব্বেষু কল্পেষু ন তৌ পার্ষদজৌ মতৌ। অন্যথা ন তয়োঃ পাতঃ প্রতিকল্পং সমঞ্জসঃ।। নৃসিংহরূপং হরিণা যদাবিষ্কৃতমদ্ভুতম্। হিরণ্যকশিপোরস্মিন্ বিষ্ণুবুদ্ধির্ন নিশ্চিতা।। কিন্ত্বেষ পুণ্যসম্পন্নঃ কোঽপীতি কৃতনিশ্চয়ঃ। রজ-উদ্রিক্ততা নুন্নমতিস্তদ্ভাবযোগতঃ।। ততোঽবাপ্তবিনাশৈকহেতুকামখিলোত্তমাম্। অবাপ ভোগসম্পত্তিং রাবণত্বে সুদুর্ল্লভাম্।। বিষ্ণুত্বানিশ্চয়ান্নাতিদ্বেষান্নাবেশসন্ততিঃ। তাং বিনা চ ভবেদ্ দ্বেষো নরকায়ৈব বেণবৎ।। কিন্ত্বস্য সম্পৎ-সম্প্রাপ্তিস্তৎকরেণ মৃতেঃ পরম্। এবমাহৈব-শব্দেন তৎসাদ্‌গুণ্য-মনুস্মরন্।। আবেশাভাবতো দোষানাশাচ্ছুদ্ধমপশ্যতঃ। প্রকটেঽপি পরব্রহ্ম-রূপে তত্রাস্য নো লয়ঃ।। রাবণত্বে মহাকাম-পরাধীনীকৃতাত্মনঃ। তদ্বন্মনুষ্যধীরস্য শ্রীরামেঽভূন্মৃতাবপি।। অতোঽসৌ চেদিরাজত্বে পুনরাপোত্তমাং শ্রিয়ম্।। তত্র কৃষ্ণে সমস্তানামেব নাম্নাং রমাপতেঃ। কারণানি প্রবৃত্তেস্তু নিমিত্তান্যভবংস্তদা।। তেন নিশ্চিত্য তং বিষ্ণুং স্বস্য দ্বির্মরণং যতঃ। অতিদ্বেষান্মহাবেশাৎ তানি নামানি সর্ব্বশঃ। জজল্প সততং শশ্বন্নিন্দা-সন্তর্জ্জনাদিষু।। রূপঞ্চ তাদৃশং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুরেবেতি নিশ্চয়াৎ। নামবৎ তচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা চৈব সংস্মরন্।। দগ্ধতদ্দ্বেষজাঘৌঘঃ ক্ষিপ্তে চক্রে চ তদ্রুচা। অপেতদৈত্যভাবোঽন্তে তথা সংস্কৃতদৃষ্টিকঃ। তদা তূজ্জ্বলমদ্রাক্ষীৎ পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি।। তদৈব চক্রঘাতেন দৈত্য-দেহে বিনাশিতে। তদেব ব্রহ্ম পরমমনুলীনত্বমাযযৌ।। ইত্যুক্ত্বা-

অনুভাষ্য

প্যত্র বক্ত্যাদের্মোক্ষমপ্যর্ভলীলয়া। অমোক্ষং কালনেম্যাদেরন্যত্রাপীশচেষ্টয়া। মুনিঃ স্মৃত্বা পুনঃ প্রাখ্যৎ 'অয়ং হি ভগবান্' ইতি।। 'হি' প্রসিদ্ধং অয়ং কৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়মেব যৎ। প্রীণতাং দ্বিষতাং চাতশ্চেতাংস্যাকর্ষতি দ্রুতম্। তস্মাৎ কীর্ত্তিত ইত্যাদি মাহাত্ম্যং চিত্রমত্র ন।।"

মর্ম্মানুবাদ—"বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থ অংশে পরাশরের প্রতি মৈত্রেয়-প্রশ্ন—'হিরণ্যকশিপু ও রাবণের দেহ ধারণপূর্ব্বক যে দৈত্য অমরগণেরও দুষ্প্রাপ্য ভোগসমূহ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মুক্তি লাভ করে নাই, সেই দৈত্য আবার শিশুপালদেহে কি-প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য লাভ করিল?' পরাশরের উত্তর—শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলে হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবকে 'ইনি বিষ্ণু' এই বুদ্ধি না করিয়া কোন পুণ্যরাশিসমুদ্ভূত প্রাণিবিশেষ বলিয়া মনে করিয়াছিল। রজোগুণের উদ্রেকহেতু মরণকালে তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহার হস্তে নিধনফলে রাবণদেহে ত্রৈলোক্যাধিকারিণী নিরতিশয় ভোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। এই কারণে ভগবান্‌কে আলম্বন অর্থাৎ সেব্য বিষয়-বিগ্রহ বুদ্ধি না করায় তাহার মন ভগবানে বিলীন হয় নাই। সে রাবণদেহে কামপরবশত্বহেতু জানকীতে আসক্তচিত্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দর্শনমাত্র করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে শ্রীরামে বিষ্ণুবুদ্ধি না হইয়া, তাহার অন্তঃকরণে কেবল তৎপ্রতি মনুষ্যবুদ্ধি হইয়াছিল। পুনরায় শ্রীরামহস্তে পতনফলে শিশুপাল-দেহে শ্লাঘ্য চেদিরাজ-বংশে জন্ম এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু-জ্ঞানে বহুজন্মপর্য্যন্ত বিদ্বেষফলে তাহার চিত্তে সেই বিদ্বেষ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকায় নিন্দন-তর্জ্জনাদিতেও সে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিত। আর বদ্ধমূল বিদ্বেষপ্রভাবে ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, উপবেশন ও শয়নাদি কোন অবস্থায়ই কিছুতেই সেই সুন্দর ভগবদ্রূপ শিশুপালের কৃষ্ণাবিষ্ট চিত্ত হইতে অপসৃত হয় নাই। আক্রোশাদিতে সেই নামের উচ্চারণ এবং হৃদয়ে সেই রূপের অবধারণ করিতে করিতে অন্তিমকালে দ্বেষাদি অপরাধ দূর হওয়ায় নিজবিনাশ-নিমিত্ত আগত সুদর্শন-চক্রের কিরণচ্ছটায় পরমব্রহ্ম ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছিল। (প্রতিকূল হইলেও) ভগবৎস্মরণপ্রভাবে অভদ্ররাশি দগ্ধ হওয়ায় শিশুপাল ভগবচ্চক্রে নিহত হইয়া ভগবৎসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে মৈত্রেয়, ইহাই তোমার প্রশ্নের উত্তর। প্রতিকূল-অনুশীলন-ফলে কৃষ্ণদ্বেষিগণ যখন বৈরানুবন্ধদ্বারাও সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে, তখন অনুকূল অনুশীলন-ফলে শুদ্ধভক্তগণ যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমগতি কৃষ্ণপাদপদ্ম বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই দুই দৈত্য পূর্ব্বে

জ্ঞানী, যোগী ও হরিদ্বেষীর গতি ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৮০)-ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি ।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। তমঃ অর্থাৎ মায়িকজগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ 'সিদ্ধলোক'। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন মায়াবাদিগণ ও ভগবৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন ; পাতঞ্জল-যোগিগণ কৈবল্য লাভ করিয়াও সেই লোক প্রাপ্ত হইবেন।

৪০-৪৫। দ্বারকায় যে কৃষ্ণ-বলদেবাদি চতুর্ব্ব্যূহ, তাঁহারই

অনুভাষ্য

ভগবৎপার্ষদ জয় ও বিজয় ছিলেন,—পরাশর এই কথা না বলিয়া তাহারা তিনবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল,—এইমাত্র বলিয়াছেন, অতএব এই ভগবৎপার্ষদদ্বয় যে সকল কল্পেই অসুররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা পরাশরের অভিপ্রায় নহে। তাহা না হইলে প্রতিকল্পেই ভগবৎপার্ষদের পতন হয়, একথা বড়ই অসঙ্গত (অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুতে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা-শক্তির ন্যায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা-শক্তিও নিত্য বর্ত্তমান। ক্রীড়ামোদী মহারাজ যেমন প্রতিকূল-বৃত্তিবিশিষ্ট ক্রীড়কগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন, আবার ক্রীড়কগণের অনুপস্থিতি হইলে স্বীয় পারিষদ বা অনুচর-গণকে প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তাহাদিগের সহিত ক্রীড়ামোদ করেন এবং সেই অনুচরগণও প্রতিকূল-ভাবের সহিত ক্রীড়া করিয়া প্রভুর সন্তোষবিধান করে, তদ্রূপ ভগবান্ বিষ্ণুও প্রতিকূলভাবাপন্ন অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব অথবা স্বীয় কোন পার্ষদকে প্রতিকূল-ভাবযুক্ত করিয়া এবং তাহারাও প্রতিকূল-ভাববিশিষ্ট হইয়া পরস্পরের যুদ্ধক্রীড়াবৃত্তি চরিতার্থ করেন, এজন্য প্রতিকল্পে ভগবৎপার্ষদের পতন অসঙ্গত)।

ভগবান্ যে অলৌকিক নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুবুদ্ধি হয় নাই, কিন্তু কোন পুণ্যরাশি-জাত প্রাণিমাত্র মনে হইয়াছিল। রজোগুণের উদ্রেকহেতু বুদ্ধি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নৃসিংহকে 'ইহা একটী তেজস্বী প্রাণী' এইরূপ ভাবনা করায়, সে অন্তিমকালে তাঁহার রূপের ভাবনা করিতে পারে নাই। সুতরাং কেবল নৃসিংহ-হস্তে বিনাশহেতু রাবণ-দেহে সুদুর্ল্লভ ভোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় ধারণার অভাবে এবং অতিদ্বেষের অভাবে ভগবানে আবেশবুদ্ধি হয় না ; বেণ রাজার ন্যায় ভগবানে এই আবেশ-বৃদ্ধি ব্যতীত যে দ্বেষ, তাহা কেবল নরকের কারণ। অত্যন্ত আবেশ না হইলে নিন্দাদি-জনিত অপরাধের বিনাশ হইতে পারে না।

অপরাধ-নাশের অভাবে ভগবানের শুদ্ধস্বরূপ দর্শন না করায় পরব্রহ্ম নৃসিংহদেব প্রকট থাকিতেও হিরণ্যকশিপু তাঁহাতে লীন

পরব্যোমস্থ ২য় চতুর্ব্ব্যূহ দ্বারকার আদি-চতুর্ব্ব্যূহেরেই প্রকাশ—

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে ।
দ্বারকার চতুর্ব্ব্যূহ দ্বিতীয় প্রকাশে ॥ ৪০ ॥

অনুভাষ্য

হইতে পারে নাই। রাবণদেহেও তাহার চিত্ত অত্যন্ত কামপরতন্ত্র হওয়ায় শ্রীরামে তাহার হিরণ্যকশিপুর ন্যায় মনুষ্যবুদ্ধি ছিল। এই কারণে সেই দৈত্য শিশুপালরূপে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় উত্তম ভোগসম্পদ্ লাভ করিল। শ্রীকৃষ্ণে বাসুদেবত্ব থাকায় সেই নামযোগহেতু সে তৎকালে তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মদ্বয়ের মৃত্যুর কারণ নিশ্চয় করিয়া অত্যন্ত দ্বেষ ও পরম আবেশবশতঃ সতত নিন্দা-তর্জ্জনাদিতেও সেইসকল নাম কীর্ত্তন করিত এবং তাঁহাতে চতুর্ভুজাদিরূপ দর্শন করিয়া ও বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় হওয়ায় নামকীর্ত্তনের ন্যায় সেইরূপেরও অনুক্ষণ চিন্তা করিত। তজ্জন্য দ্বেষজনিত পাপরাশি দগ্ধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ-নিক্ষিপ্ত চক্রের দীপ্তিদ্বারা তাহার দৈত্যভাব দূর হইয়াছিল এবং শুদ্ধ-সংস্কৃত দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সে তাঁহার পরব্রহ্ম নরাকৃতি দর্শন করে। তৎকালে সুদর্শন-চক্রাঘাতে তাহার দৈত্যদেহ বিনষ্ট হইলে সে পরব্রহ্মে লীন হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষজনিত অতিশয় আবেশ-হেতু শিশুপাল তাঁহাতে সাযুজ্য-লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই কথা বলিয়া নিজের বাল্যলীলায় নিহত পূতনাদির মোক্ষ, কিন্তু অন্যাবতারে এবং ঈশ্বরচেষ্টাক্রমে নিহত কালনেমি প্রভৃতির মোক্ষাভাব আলোচনা করিয়া এই গদ্য কীর্ত্তন করিলেন। 'হি'—প্রসিদ্ধি অর্থে। অন্যান্য অবতার অপেক্ষা অবতারীকে বিদ্বেষ অর্থাৎ প্রতিকূলভাবেও কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলে তাদৃশ অসুরেরও সদ্গতি লাভ হয়।" শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্যও দ্রষ্টব্য।

শ্রীসনাতন প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে' (গোলোক-মাহাত্ম্য-নামক ২য় খণ্ড ৩০-৩১ সংখ্যা)—'অহো শ্লাঘ্যঃ কথং মোক্ষো দৈত্যানামপি দৃশ্যতে। তৈরেব শাস্ত্রৈর্নিন্দ্যন্তে যে গো-বিপ্রাদি-ঘাতিনঃ।। সর্ব্বথা প্রতিযোগিত্বং যৎ সাধুত্বাসুরত্বয়োঃ। তৎ-সাধনেষু সাধ্যে চ বৈপরীত্যং কিলোচিতম্।।"

শ্রীসজ্জনতোষণী ১০ম খণ্ডে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত অনুবাদ,—যে-সকল দৈত্যগণকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য মোক্ষলাভ করিয়াছে, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায়? ভগবদ্ভক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্বিদ্বেষিগণই অসুর। সাধুত্ব ও অসুরত্বে যেরূপ সর্ব্বদা বৈপরীত্য-ধর্ম্ম আছে, তাহাদের সাধন ও সাধ্য-বিষয়েও সেইরূপ বৈপরীত্য-ভাব থাকা আবশ্যক। অসুরদের সাধুবিদ্বেষ ও গো-বিপ্রহননই সাধন এবং মোক্ষই সাধ্য ; ভক্তদিগের ভক্তিই

ইঁহারা তুরীয়—বিরাট্, গর্ভ ও কারণের অতীত ঃ—

বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ননিরুদ্ধ ।
'দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহ' এই—তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥ ৪১ ॥

দ্বিতীয়-চতুর্ব্ব্যূহগত মহাসঙ্কর্ষণই চিচ্ছক্তির মূল-আশ্রয় ঃ—

তাঁহা যে রামের রূপ—মহাসঙ্কর্ষণ ।
চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিঁহো, কারণের কারণ ॥ ৪২ ॥

চিচ্ছক্তি-সন্ধিনী-পরিণত তদ্রূপবৈভব ঃ—

চিচ্ছক্তি-বিলাস এক—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম ।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি-ধাম ॥ ৪৩ ॥

ষড়ৈশ্বর্য্যাদি সমস্তই মহাসঙ্কর্ষণের চিদ্বৈভব ঃ—

ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময় ।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব, জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দ্বিতীয়প্রকাশ পরব্যোমে। এই চতুর্ব্ব্যূহের নাম 'দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহ'; ইহাও চিন্ময় বিশুদ্ধ। তথায় বলরামের স্বরূপ মহাসঙ্কর্ষণ। সেই পরব্যোমে 'শুদ্ধসত্ত্ব' নামে চিচ্ছক্তির সন্ধিনী-বিলাস, যদ্দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি শুদ্ধসত্ত্বময় ধাম ও ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য—এ সমস্তই মহাসঙ্কর্ষণের বিভূতি। মহাসঙ্কর্ষণই সকল জীবের আশ্রয়, সুতরাং তটস্থাখ্য জীব-শক্তির আশ্রয়। চিৎকণ-জীবসত্তা জীবশক্তিসম্ভূত হইয়াও মায়াশক্তির অভিভাব্য-রূপে নির্ম্মিত হওয়ায় 'মায়া' ও 'চিৎ' এই উভয়তটস্থ-ধর্ম্মজনিত 'তটস্থ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

সাধন ও প্রেমই সাধ্য। যাঁহারা সেই মোক্ষপ্রয়াসী, তাঁহারা সুতরাং অসাধুদিগের ন্যায় কেবল-জ্ঞানচেষ্টারূপ অসাধু সাধন আশ্রয় করেন।

৩৯। তমসঃ পারে (ত্রিগুণাতীতে প্রদেশে) তু সিদ্ধলোকঃ [বর্ত্ততে], যত্র সিদ্ধাঃ (নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধাঃ, কৈবল্যযোগ-সিদ্ধাশ্চ) হরিণা (কৃষ্ণেন) হতাঃ দৈত্যাঃ চ, ব্রহ্মসুখে (নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মেশ্বর-সাযুজ্যে) মগ্নাঃ [সন্তঃ] বসন্তি হি।

পূর্ব্বোল্লিখিত ৩৫-৩৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৪০। শ্রীরূপপ্রভু লঘুভাগবতামৃতে (চতুর্ব্ব্যূহবর্ণন-প্রসঙ্গে ৮৩-৮৪ সংখ্যায়)—"পাদ্মে তু পরমব্যোম্নঃ পূর্ব্বাদ্যে দিক্-চতুষ্টয়ে। বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাশ্চত্বারঃ কথিতাঃ ক্রমাৎ।। তথা পাদবিভূতৌ চ নিবসন্তি ক্রমাদিমে। জলাবৃতিস্থ-বৈকুণ্ঠস্থিত-বেদবতীপুরে।। সত্যোর্দ্ধে বৈষ্ণবে লোকে নিত্যাখ্যে দ্বারকাপুরে। শুদ্ধোদাদুত্তরে শ্বেতদ্বীপে চৈরাবতীপুরে। ক্ষীরাম্বুধিস্থিতানন্ত-ক্রোড়-পর্য্যঙ্ক-ধামনি।।"

পরব্যোমের পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে বাসুদেবাদি চতুর্ব্ব্যূহ ক্রমান্বয়ে অবস্থান করেন, ইহাই পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে।

মহাসঙ্কর্ষণই জীবশক্তির আশ্রয় ঃ—

'জীব'-নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয় ।
মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয় ॥ ৪৫ ॥

সঙ্কর্ষণেরই অংশ—কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু ঃ—

যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয় ।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় ॥ ৪৬ ॥
সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাদ্ভুত, ঐশ্বর্য্য অপার ।
'অনন্ত' কহিতে নারে মহিমা যাঁহার ॥ ৪৭ ॥
তুরীয়, বিশুদ্ধসত্ত্ব, 'সঙ্কর্ষণ' নাম ।
তিঁহো যাঁর অংশ, সে-ই নিত্যানন্দ-রাম ॥ ৪৮ ॥
অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপ বিবরণ ।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৮। মহাসঙ্কর্ষণ—চিন্ময়বিশুদ্ধসত্ত্ব ; তিনি নিত্যানন্দ-রামের অঙ্গ অর্থাৎ 'প্রকাশ'।

অনুভাষ্য

আর একপাদবিভূতিতে অর্থাৎ প্রপঞ্চমধ্যে ক্রমে চারিস্থানে এই বাসুদেবাদি চারি মূর্ত্তি বাস করিতেছেন। জলাবরণস্থ বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে বাসুদেব, সত্যলোকের উপরিভাগে বিষ্ণুলোকে সঙ্কর্ষণ, নিত্যাখ্য দ্বারকাপুরে প্রদ্যুম্ন এবং শুদ্ধজলনিধির উত্তর-তীরস্থিত ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপস্থ ঐরাবতীপুরে অনন্তশয্যায় অনিরুদ্ধ বাস করিতেছেন।

৪১। সঙ্কর্ষণ—অপর নাম 'মহাসঙ্কর্ষণ' (পরবর্ত্তী ৪২-৪৮ সংখ্যায় বর্ণিত)।

৪৮। মূলে 'অংশ'-পাঠ, প্রবাহভাষ্যে 'অঙ্গ'-পাঠ—উভয়ই একার্থ-প্রতিপাদক।

৪১-৪৮। ব্রহ্মসূত্রের ২য় পাদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'উৎপত্ত্য-সম্ভবাধিকরণে" শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যমধ্যে চতুর্ব্ব্যূহের বিষয়ে যে ভ্রমপূর্ণ বিচার উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা-স্বরূপে গ্রন্থকার ৪১-৪৭ সংখ্যায় উক্ত মতবাদ নিরাস করিয়া দেখাইয়াছেন। অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুবস্তুকে দৃশ্যজগতের অন্যতম বস্তুজ্ঞানে শ্রীপাদের যে ভ্রান্তি, তাহা পঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণ স্বয়ং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু বদ্ধ ও আসুর-প্রকৃতি জীবের মোহের জন্য তাঁহাকে যে বিপ্রলিপ্সা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তৎফলেই অপ্পয়দীক্ষিতাদি অদ্বৈতপন্থী ভ্রান্তির চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছেন। বদ্ধজীবগণের যোগ্যতায় চতুর্ব্ব্যূহজ্ঞান সম্ভবপর নহে। তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা-বর্দ্ধনের জন্য আচার্য্যের এইপ্রকার দুরুক্তি। চতুর্ব্ব্যূহ শুদ্ধসত্ত্বময়, চিচ্ছক্তিবিলাসী ও ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। তাঁহাদিগকে দরিদ্র ও নিঃশক্তিক বলা ও বোধ করা—মূঢ় জীবের ধর্ম্ম। তাদৃশ জীব মায়ামোহিত হইবারই

অনুভাষ্য

যোগ্য। বৈকুণ্ঠ ও মায়িকদেশকে বুঝিতে না পারিলে এইপ্রকার ভ্রান্তিরই সম্ভাবনা। শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের ৪২-৪৫ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে এই 'চতুর্ব্ব্যূহ-বাদ' নিরাস করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য হইতে 'চতুর্ব্ব্যূহ'-সম্বন্ধে তাঁহার বিকৃত ধারণামূলক বাক্য (নিম্নে) উদ্ধৃত হইতেছে।

"উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" (৪২)—(শঃ ভাঃ)— *** "তত্র ভাগবতা মন্যন্তে, ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জনো জ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থ-তত্ত্বম্। স চতুর্দ্ধাত্মানং প্রবিভজ্য প্রতিষ্ঠিতো বাসুদেবব্যূহ-রূপেণ সঙ্কর্ষণব্যূহরূপেণ প্রদ্যুম্ন-ব্যূহরূপেণাহনিরুদ্ধব্যূহরূপেণ চ। বাসুদেবো নাম পরমাত্মোচ্যেতে, সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ, প্রদ্যুম্নো নাম মনঃ, অনিরুদ্ধো নামাহঙ্কারঃ। তেষাং বাসুদেবঃ পরা প্রকৃতিঃ, ইতরে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ কার্য্যম্। তত্র যত্তাবদুচ্যতে, যোঽসৌ নারায়ণঃ পরঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা, স আত্মানাত্মনমনেকধা ব্যূহ্যাবস্থিত ইতি, তন্ন নিরাক্রিয়তে। যৎ পুনরিদমুচ্যতে,—বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণ উৎপদ্যতে, সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নঃ, প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধ ইতি, অত্র ব্রূমঃ—ন বাসুদেবসংজ্ঞকাৎ পরমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞস্য জীবস্যোৎ-পত্তিঃ সম্ভবতি, অনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। উৎপত্তিমত্ত্বে হি জীবস্যানিত্যত্বাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্, ততশ্চ নৈবাস্য ভগবৎ-প্রাপ্তির্মোক্ষঃ স্যাৎ, কারণাপ্রাপ্তৌ কার্য্যস্য প্রবিলয়প্রসঙ্গাৎ। প্রতিষেধিষ্যতে চাচার্য্যো জীবস্যোৎপত্তিং 'নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ' ইতি। তস্মাদসঙ্গতৈষাং কল্পনা।"

ভাষ্যার্থ এই—"ভাগবতগণ মনে করেন যে, ভগবান্ বাসুদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই পরমার্থতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং আপনাকে চতুর্দ্ধা বিভাগ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই চারিপ্রকার ব্যূহ এই—১ম বাসুদেব-ব্যূহ, ২য় সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ, ৩য় প্রদ্যুম্ন-ব্যূহ, ৪র্থ অনিরুদ্ধ-ব্যূহ, এই চারিপ্রকার ব্যূহই তাঁহার শরীর। বাসুদেবের অপর নাম 'পরমাত্মা', সঙ্কর্ষণের অন্য নাম 'জীব', প্রদ্যুম্নের নামান্তর 'মন', এবং অনিরুদ্ধের আর একটী নাম 'অহঙ্কার'। এই ব্যূহচতুষ্টয়মধ্যে বাসুদেব-ব্যূহই পরা প্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ। সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বাসুদেব-ব্যূহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, সেই পরা প্রকৃতির কার্য্য। জীব দীর্ঘকাল ভগবদ্‌গৃহে গমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগসাধনে রত থাকিয়া নিষ্পাপ হয় এবং পুণ্যশরীরী হইয়া পরা প্রকৃতি ভগবানকে লাভ করে। মহাত্মা ভাগবতগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির পর এবং পরমাত্ম-নামে প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বাত্মা, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে এবং তিনি যে আপনা আপনি অনেক-প্রকার ব্যূহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা স্বীকার করি। অতএব ভাগবত-মতের ঐ অংশ এই সূত্রের নিরাকরণীয় নহে। ভাগবতগণ যে বলেন, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, এতদংশের নিষেধার্থই আচার্য্য এই সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন।

অনিত্যত্বাদি-দোষগ্রস্ত বলিয়া বাসুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি একান্ত অসম্ভব। জীব যদি উৎপত্তিমান হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি-দোষ অপরিহার্য্য হইবে। জীব নশ্বর স্বভাব হইলে তাহার ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতেই পারে না। কারণ-বিনাশে কার্য্য-বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আচার্য্য বেদব্যাস জীবের উৎপত্তি ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের "নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" এই সূত্রদ্বারা নিষেধ করিয়াছেন এবং উৎপত্তিনিষেধদ্বারা নিত্যতা প্রমাণিত করিবেন। অতএব এই কল্পনা অসঙ্গত।"

"ন চ কর্ত্তুঃ করণম্" (৪৩)—(শঃ ভাঃ)—'ইতশ্চাসঙ্গ-তৈষাং কল্পনা, যস্মান্ন হি লোকে কর্ত্তুর্দেবদত্তাদেঃ করণং পরশ্বা-দ্যুৎপদ্যমানং দৃশ্যতে। বর্ণয়ন্তি চ ভাগবতাঃ—কর্ত্তুর্জীবাৎ সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞকাৎ করণং মনঃ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকমুৎপদ্যতে, কর্ত্তৃজাচ্চ তস্মাদ-নিরুদ্ধ-সংজ্ঞকোঽহঙ্কার উৎপদ্যত ইতি। ন চৈতদ্দৃষ্টান্তমন্তরেণা-ধ্যবসিতুং শক্লুমঃ। ন চৈবম্ভূতাং শ্রুতিমুপলভামহে।'

ভাষ্যার্থ এই—'এতাদৃশী কল্পনা যে অসঙ্গত, তাহার কারণ আছে। লোকমধ্যে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে দাত্রাদি (কুঠারাদি) করণের উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না ; অথচ ভাগবতগণ বর্ণনা করেন—সঙ্কর্ষণ-নামক কর্ত্তা-জীব হইতে প্রদ্যুম্ন-নামক করণ-মন জন্মিয়াছে, আবার সেই কর্ত্তৃজাত প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ-অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ভাগবতেরা এই কথা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে না পারিলে কি-প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে? এই তত্ত্বের অববোধক শ্রুতি-বাক্যও শুনা যায় না।'

"বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ" (৪৪)—(শঃ ভাঃ)—'তথাপি স্যান্ন চৈতে সঙ্কর্ষণাদয়ো জীবাদিভাবেনাভিপ্রায়ন্তে, কিং তর্হি, ঈশ্বরা এবৈতে সর্ব্বে জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভি-রৈশ্বর্য্যধর্ম্মৈরন্বিতা অভ্যুপগম্যন্তে, বাসুদেবা এবৈতে সর্ব্বে নির্দ্দোষা নিরধিষ্ঠানা নিরবদ্যাশ্চেতি, তস্মান্নায়ং যথাবর্ণিত উৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ প্রাপ্নোতীতি, অত্রোচ্যতে—এবমপি তদ-প্রতিষেধ উৎপত্ত্যসম্ভবস্যাপ্রতিষেধঃ প্রাপ্নোত্যেব। অয়মুৎপত্ত্য-সম্ভবো দোষঃ প্রকারান্তরেণেত্যভিপ্রায়ঃ। কথম্? যদি তাবদয়ম-ভিপ্রায়ঃ—পরস্পরভিন্না এবৈতে বাসুদেবাদয়শ্চত্বার ঈশ্বরাস্তুল্য-ধর্ম্মাণো নৈষামেকাত্মকত্বমস্তীতি, ততোঽনেকেশ্বর-কল্পনানর্থক্যং, একেনৈবেশ্বরেণেশ্বরকার্য্যসিদ্ধেঃ ; সিদ্ধান্তহানিশ্চ—ভগবানেকো বাসুদেবঃ পরমার্থতত্ত্বমিত্যভ্যুপগমাৎ। অথায়মভিপ্রায়—একস্যৈব

অনুভাষ্য

ভগবত এতে চত্বারো ব্যূহাস্তুল্যধর্ম্মাণ ইতি, তথাপি তদবস্থ এবোৎপত্ত্যসম্ভবঃ। ন হি বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণস্যোৎপত্তিঃ সম্ভবতি, সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নস্য, প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধস্য, অতিশয়াভাবাৎ। ভবিতব্যং হি কার্য্যকারণয়োরতিশয়েন যথা মৃদ্ঘটয়োঃ। ন হ্যসত্যতিশয়ে কার্য্যং কারণমিত্যবকল্পতে। ন চ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিষ্বেকৈকস্মিন্ সর্ব্বেষু বা জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিতারতম্যকৃতঃ কশ্চিদ্ভেদোঽভ্যুপগম্যতে। বাসুদেবা এব হি সর্ব্বে ব্যূহা নির্ব্বিশেষা ইষ্যন্তে। ন চৈতে ভগবদ্ব্যূহাশ্চতুঃসংখ্যায়ামেবাবতিষ্ঠেরন্, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য সমস্তস্যৈব জগতো ভগবদ্ব্যূহত্বাবগমাৎ।'

ভাষ্যার্থ এই—'ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে উক্ত সঙ্কর্ষণাদি জীবভাবান্বিত নহেন ; তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তিযুক্ত, বল, বীর্য্য ও তেজঃসম্পন্ন, সকলেই বাসুদেব, সকলেই নির্দ্দোষ, নিরধিষ্ঠিত, নিরবদ্য। সুতরাং, তাঁহাদের সম্বন্ধে উৎপত্ত্যসম্ভব-দোষ নাই। এই অভি-প্রায়ের উপর বলা যাইতেছে যে, এইপ্রকার অভিপ্রায় থাকিলেও উৎপত্ত্যসম্ভবদোষ নিবারিত হয় না, অন্যপ্রকারে এই দোষ থাকিয়া যায়। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—ইঁহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন ; অথচ সকলেই সমধর্ম্মী ও ঈশ্বর। এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। অনেক ঈশ্বর-স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। কেননা, এক ঈশ্বরদ্বারাই ঈশ্বর-কার্য্য সিদ্ধ হয়। আরও, ভগবান্ বাসুদেব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও পরমার্থ-তত্ত্ব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্তহানি-দোষও প্রসক্ত হইতেছে। অভিপ্রায় এই—এই চতুর্ব্যূহ একটী মাত্র ভগবানেরই এবং তাঁহারা সকলেই সমধর্ম্মী। এইরূপ হইলেও উৎপত্ত্যসম্ভব-দোষ পরিহার করা যায় না ; কেননা, কোনরূপ আতিশয্য (ন্যূনতাধিক্য) না থাকিলে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে না। কার্য্য-কারণ-মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে ; যেমন, মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়। অতিশয় না থাকিলে কোন্‌টী কার্য্য, কোন্‌টী কারণ, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। আরও দেখ, পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তীরা বাসুদেবাদির জ্ঞানাদি-তারতম্যকৃত কোন ভেদ মানেন না, প্রত্যুত ব্যূহচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাসুদেব মান্য করেন। ভগবানের ব্যূহ কি চতুঃসংখ্যায় পর্য্যাপ্ত? অবশ্যই তাহা নহে। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ ভগবদ্ব্যূহ—ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, উভয়ত্র প্রমাণিত হইয়াছে।'

'বিপ্রতিষেধাচ্চ'' (৪৫)—(শঃ ভাঃ)—''বিপ্রতিষেধশ্চাস্মিন্ শাস্ত্রে বহুবিধ উপলভ্যতে গুণগুণিত্ব-কল্পণাদিলক্ষণঃ। জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজাংসি গুণাঃ, আত্মান এবৈতে ভগবন্তো বাসুদেবা ইত্যাদিদর্শনাৎ।'

অনুভাষ্য

ভাষ্যার্থ এই—'ভাগবতদিগের পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে গুণগুণি-ভাব প্রভৃতি অনেকপ্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা দেখা যায়। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, ইহা কোনওপ্রকারে সম্ভাব্য নহে। ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ—এইসকল গুণ, এবং প্রদ্যুম্নাদি ভিন্ন হইলেও ইঁহারা আত্মা এবং ভগবান্ বাসুদেব।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের এই মতবাদের উত্তরে শ্রীরূপপ্রভু লঘুভাগবতামৃতে (চতুর্ব্যূহ-বর্ণন-প্রসঙ্গে ৮০-৮৩ শ্লোকে)—''মহাবস্থাখ্যয়া খ্যাতং যদ্ব্যূহানাং চতুষ্টয়ম্। তস্যাদ্যোঽয়ং তথোপাস্যশ্চিত্তে তদধিদৈবতম্। তথা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য যশ্চাধিষ্ঠান-মুচ্যতে।। নিজাংশো যস্য ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ ইষ্যতে। যস্তু সঙ্কর্ষণো ব্যূহো দ্বিতীয় ইতি সম্মতঃ। জীবশ্চ স্যাৎ সর্ব্বজীব-প্রাদুর্ভাবাস্পদত্বতঃ।। পূর্ণশারদ-শুভ্রাংশুপরার্দ্ধমধুরদ্যুতিঃ। উপাস্যোঽয়মহঙ্কারে শেষন্যস্তনিজাংশকঃ।। স্মরারাতেরধর্ম্মস্য সর্পান্তকসুরদ্বিষাম্। অন্তর্যামিত্বমাস্থায় জগৎসংহারকারকঃ।। ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নো বিলাসো যস্য বিশ্রুতঃ। যঃ প্রদ্যুম্নো বুদ্ধিতত্ত্বে বুদ্ধিমদ্ভিরুপাস্যতে।। স্তুবত্যা চ শ্রিয়া দেব্যা নিষেব্যত ইলাবৃতে। শুদ্ধজাম্বুনদপ্রখ্যঃ ক্বচিন্নীলঘনচ্ছবিঃ।। নিদানং বিশ্বসর্গস্য কামন্যস্তনিজাংশকঃ। বিধেঃ প্রজাপতীনাঞ্চ রাগিণাঞ্চ স্মরস্য চ। অন্তর্যামিত্বমাপন্নঃ সর্গং সম্যক্ করোত্যসৌ।। ব্যূহস্তুর্য্যোঽনিরুদ্ধাখ্যো বিলাসো যস্য শস্যতে। যোঽনিরুদ্ধো মনস্তত্ত্বে মনীষিভিরুপাস্যতে।। নীলজীমূতসঙ্কাশো বিশ্বরক্ষণতৎপরঃ। ধর্ম্মস্যায়ং মনূনাঞ্চ দেবানাং ভূভুজাং তথা। অন্তর্যামিত্বমাস্থায় কুরুতে জগতঃ স্থিতিম্।। মোক্ষধর্ম্মে তু মনসঃ স্যাৎ প্রদ্যুম্নোঽধিদৈবতম্। অনিরুদ্ধস্ত্বহঙ্কারস্যেতি তত্রৈব কীর্ত্তিতম্।। সর্ব্বেষাং পঞ্চরাত্রাণামপ্যেষা প্রক্রিয়া মতা। পাদ্মে তু পরমব্যোম্নঃ পূর্ব্বাদ্যে দিক্‌চতুষ্টয়ে। বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাশ্চত্বারঃ কথিতা ক্রমাৎ।।''

পরব্যোম-মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের 'মহাবস্থ'-নামক বিখ্যাত ব্যূহচতুষ্টয়ের মধ্যে এই বাসুদেব 'আদিব্যূহ' এবং চিত্তে উপাস্য; যেহেতু ইনি চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত। (ভাঃ ৪।৩।২৩) শ্রীসঙ্কর্ষণ ইহার স্বাংশ অর্থাৎ বিলাস। সঙ্কর্ষণকে 'দ্বিতীয়ব্যূহ' এবং সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ্ বলিয়া 'জীব'ও বলিয়া থাকে। অসংখ্য শারদীয় পূর্ণ শশধরের শুভ্রকিরণ অপেক্ষাও তাঁহার অঙ্গকান্তি সুমধুর। তিনি অহঙ্কারতত্ত্বে উপাস্য; তিনি অনন্তদেবে স্বীয় আধারশক্তি নিধান করিয়াছেন এবং তিনি স্মরারাতি রুদ্র এবং অধর্ম্ম, অহি, অন্তক ও অসুরদিগের অন্তর্যামিরূপে (থাকিয়া) জগতের সংহারকার্য্য সম্পাদন করেন। সেই সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্ত্তি প্রদ্যুম্ন তৃতীয়ব্যূহ। বুদ্ধিমান্‌গণ বুদ্ধি-তত্ত্বে এই প্রদ্যুম্নের উপাসনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবী ইলাবৃত-

অনুভাষ্য

বর্ষে তাঁহার গুণগান করিতে করিতে পরিচর্য্যা করিতেছেন। কোন স্থানে তপ্ত জাম্বুনদের (সুবর্ণের) ন্যায়, কোন স্থানে বা নবীন-নীল-জলধরের ন্যায় তাঁহার অঙ্গকান্তি। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং স্বীয় স্রষ্টৃত্ব-শক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন। যিনি বিধাতা, সমস্ত প্রজাপতি, বিষয়ানুরক্ত দেবমানবাদি প্রাণিগণ এবং কন্দর্পের অন্তর্যামিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। চতুর্থ-ব্যূহ অনিরুদ্ধ ইঁহার (সঙ্কর্ষণের) বিলাসমূর্ত্তি। মনীষিগণ মনস্তত্ত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীল-নীরদের সদৃশ। তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎপর। তিনি ধর্ম্ম, মনু, দেবতা এবং নরপতিগণের অন্তর্যামিরূপে জগতের পালন করেন। মোক্ষধর্ম্মে প্রদ্যুম্নকে মনের অধিদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া (অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন যে বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ যে মনের অধিদেবতা, ইহা) সর্ব্ববিধ পঞ্চরাত্রের সম্মত।

ভগবানের বিলাস ও অচিন্ত্যশক্তি-সম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃতে (৪৪-৪৬ সংখ্যা)—

"নন্বিদং শ্রূয়তে শাস্ত্রে মহাবারাহ-বাক্যতঃ। 'সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ।। পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ।।' ইতি। কিঞ্চ শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে—'মণির্যথা বিভাগেন নীল-পীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথাচ্যুতঃ।।' ইতি। তস্মাৎ কথং তারতম্যং তেষাং ব্যাখ্যায়তে ত্বয়া।। অত্রোচ্যতে—'একত্বঞ্চ পৃথকত্বঞ্চ তথাংশত্ব-মুতাংশিতা। তস্মিন্নেকত্র নাযুক্তমচিন্ত্যানন্তশক্তিতঃ।।' তত্রৈকত্বে-ঽপি পৃথক্‌প্রকাশিতা, যথা—(ভাঃ ১০।৬৯।২) 'চিত্রং বতৈত-দেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদা-বহৎ।।' ইতি। পৃথক্‌ত্বেঽপ্যেকরূপতাপত্তিঃ, যথা পাদ্মে—'স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ। একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দ্দোষো হরিরাদিকৃৎ।।' ইতি। একস্যৈব অংশাংশিত্বং বিরুদ্ধ-শক্তিত্বঞ্চ, যথা (ভাঃ ১০।৪০।৭)—'যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্।।' ইতি। কৌর্ম্মে চ—'অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ। অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্ত-লোচনঃ। ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।। তথাপি দোষা পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন। গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ।।" ইতি। শ্রীষষ্ঠস্কন্ধে মিথো বিরুদ্ধাচিন্ত্য-শক্তিত্বং যথা গদ্যেষু (ভাঃ ৬।৯।৩৪-৩৭)—"দুরববোধ ইবায়ং তব বিহারযোগো যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎসমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি হরসি পাসি।। অথ তত্রভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণবিসর্গপতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ স্বকৃত-

অনুভাষ্য

কুশলাকুশলং ফলমুপাদদাতি? আহোস্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শন উদাস্তে? ইতি হ বাব ন বিদামঃ।। ন হি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিগণিতগুণগণে ঈশ্বরে অনবগাহ্যমাহাত্ম্যে-ঽর্ব্বাচীন-বিকল্প-বিতর্ক-বিচার-প্রমাণাভাসকুতর্ক-শাস্ত্রকলিতান্তঃ-করণাশয়-দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসরে।। উপরতসমস্তমায়া-ময়ে কেবল এবাত্মমায়ামন্তর্দ্ধায় কো ন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি, স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ সম-বিষমমতীনাং মতমনুসরসি যথা রজ্জুখণ্ডঃ সর্পাদিধিয়াম্।" ইতি। অত্র কারিকাঃ—"বিনা শরীরচেষ্টত্বং বিনা ভূম্যাদিসংশ্রয়ম্। বিনা সহায়াংস্তে কর্ম্মাবিক্রিয়স্য সুদুর্গমম্।। উক্তো গুণবিসর্গেণ দেবাসুরনরাদিকঃ।। তস্মিন্ পতিত আসক্তঃ পারতন্ত্র্যস্ত তদ্ভবেৎ। যদাশ্রিতেষু দেবেষু পারবশ্যং কৃপাকৃতম্।। তেন স্বকৃতমাত্মীয়কৃতং শুভশুভেতরৎ। সুখদুঃখাদিরূপং কিং ফলং স্বীকুরুতে ভবান্। আত্মারামতয়া কিংবা তত্রোদাস্তেতরামিতি। ন বিদ্মঃ কিন্তু নৈবেদং বিরুদ্ধমুভয়ং ত্বয়ি।। তত্র হেতুর্ভগবতীত্যাদি প্রোক্তং পদদ্বয়ম্। তথৈবেশ্বর-ইত্যাদিপদানাং পঞ্চকং মতম্।। ভগবত্ত্বেন সার্ব্বজ্ঞ্যং সদ্‌গুণত্বং তথান্যতঃ। ব্রহ্মত্বং কেবলত্বেন লভ্যতে তত্র চ স্ফুটম্।। যদ্যপি ব্রহ্মতাহেতোঃ সর্ব্বত্র স্যাৎ তটস্থতা। তথাপ্যাদিগুণদ্বয্যা ভবেদ্ভক্তানুকূলতা।। নন্বেকস্য স্বরূপস্য দ্বৈরূপ্যং কথমেকদা। তত্রাহ অর্ব্বাচীনেতি তাদৃশানাং হি বাদিনাম্। বিবাদস্যানবসরে তস্য তাবদগোচরে।। অতোঽচিন্ত্যাত্ম-শক্তিং তাং মধ্যেকৃত্যাত্র দুর্ঘটঃ। কো ন্বর্থঃ স্যাদ্ বিরুদ্ধোঽপি তথৈবাস্যা হ্যচিন্ত্যতা। সা চ নানাবিরুদ্ধানাং কার্য্যাণামাশ্রয়াত্মতা।। 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' ইতি চ ব্রহ্মসূত্রকৃৎ। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।' ইতি স্কান্দবচস্তচ্চ মণ্যাদিষ্বপি দৃশ্যতে।। তাদৃশীঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিদ্ধেৎ পরমেশতা। যতশ্চানবগাহ্য-ত্বেনাস্য মাহাত্ম্যমুচ্যতে।। অজ্ঞানমিন্দ্রজালং বা বীক্ষ্যতে যত্র-কুত্রচিৎ। অতো ন পারমৈশ্বর্য্যং তেন তস্য প্রসিদ্ধ্যতি।। তচ্চ ন হীত্যাহ স্ফুটঞ্চোপরতেত্যদঃ।। তথা ভগবতীত্যাদিপদানাং ষট্‌তয়স্য চ। ভবেৎ প্রয়োগতাৎপর্য্যমত্র নিষ্ফলমেব হি।। তস্মান্ন শাস্ত্রযুক্তিভ্যামুভয়ং তদ্‌বিরুদ্ধ্যতে। তথাপ্যুচ্চাবচধিয়ামনেবং-তত্ত্ববেদিনাম্। মতানুসারতো ভাসি রজ্জুবৎ ত্বং তথা তথা।। ননু ভোঃ কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্ম স্যাদ্ ভগবান্ পুনঃ। নানাধর্ম্মেতি তত্রাপি স্বরূপদ্বয়মীক্ষ্যতে।। ইতি প্রাহ স্বরূপেতি তৎস্বরূপস্য নৈব হি। কদাপি দ্বৈতমেকস্য ধর্ম্মদ্বয়মিদং ধ্রুবম্।। ততো বিরোধস্তচ্ছক্তি-বিলাসানাং যদীক্ষ্যতে। তদেবাচিন্ত্যমৈশ্বর্য্যং ভূষণং ন তু দূষণম্।। ইয়মেব বিরোধোক্তিস্তৃতীয়েঽপি চ দৃশ্যতে।। (ভাঃ ৩।৪।১৬) —'কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে, দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্। কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ, স্বাত্মন্‌রতেঃ খিদ্যতি

অনুভাষ্য

ধীর্ব্বিদামিহ।।' ইতি। তত্তন্ন বাস্তবং চেৎ স্যাৎ বিদাং বুদ্ধিভ্রমস্তদা। ন স্যাদেবেত্যচিন্ত্যৈব শক্তির্লীলাসু কারণম্।। যথা যথা চ তস্যেচ্ছা সা ব্যনক্তি তথা তথা।।"

এই স্থানে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে,—মহাবরাহপুরাণে ইহাই শুনিতে পাওয়া যায়—"সেই পরমাত্মা হরির সর্ব্ববিধ দেহই নিত্য এবং সর্ব্ববিধ দেহই জগতে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে ; ঐ সকল দেহ হানোপাদানশূন্য, সুতরাং কখনও প্রকৃতির কার্য্য নহে। সকল দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, চিদেকরসস্বরূপ, সর্ব্ববিধ চিন্ময়গুণযুক্ত এবং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত।" আবার নারদপঞ্চরাত্রেও বলিয়াছেন,—"বৈদূর্য্যমণি যেমন স্থানভেদে নীল-পীতাদিচ্ছবি ধারণ করে, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুত উপাসনাভেদে স্ব-স্বরূপকে বিবিধাকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন।" অতএব কি নিমিত্ত সেইসকল অবতারের তারতম্য ব্যাখ্যা করিতেছেন? উক্ত আশঙ্কার উত্তরে ইহাই বলিতে পারা যায় যে,—অচিন্ত্য-অনন্তশক্তির প্রভাবে, একাধারে (সেই একই পুরুষোত্তমে) একত্ব ও পৃথকত্ব, অংশত্ব ও অংশিত্ব, ইহার কিছুই অসম্ভব ও অযুক্ত নহে। তন্মধ্যে, একত্ব-সত্ত্বেও পৃথক্ প্রকাশ, যথা শ্রীদশমে (নারদের উক্তি)—"বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, একই শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে যোড়শ-সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।" পৃথকত্বেও একরূপত্বাপত্তি, যথা পদ্মপুরাণে—"সেই নির্গুণ, নির্দ্দোষ, আদিকর্ত্তা, পুরুষোত্তম দেব হরি বহুরূপ হইয়া পুনর্ব্বার একরূপে শয়ন করেন।" একেরই অংশাংশিত্ব ও বিরুদ্ধশক্তিত্ব, যথা শ্রীদশমে—"তুমি বহুমূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তি, অতএব ভক্তগণ তোমাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া তোমার পূজা করিয়া থাকেন।" আর কূর্ম্মপুরাণে বলিয়াছেন,—"তিনি সর্ব্বতোভাবে অস্থূল হইয়াও স্থূল, অনণু হইয়া অণু, অবর্ণ হইয়াও শ্যামবর্ণ ও রক্তান্তলোচন। এইসকল গুণ পরস্পর-বিরুদ্ধ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ভগবানে নিত্যই অবস্থিত। তথাপি পরমেশ্বরে অনিত্যত্ব প্রভৃতি কোনরূপ দোষ আহরণ কর্ত্তব্য নহে ; অথচ ঐ সকল গুণ পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে অপহৃত হইতে পারে।" ইতি। শ্রীষষ্ঠস্কন্ধীয় গদ্যেও পরস্পরবিরুদ্ধ-অচিন্ত্যশক্তির কথা কথিত হইয়াছে, যথা—"হে ভগবন্, তোমার অপ্রাকৃত লীলাবিহার বা ক্রীড়া দুর্ব্বোধের ন্যায় প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাধারণ কার্য্য-কারণ-ভাব তোমাতে দেখা যায় না ; যেহেতু, তুমি আশ্রয়শূন্য, শরীরচেষ্টা-রহিত ও স্বয়ং নির্গুণ হইয়া এবং আমাদিগের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া, স্ব-স্বরূপদ্বারাই এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কর, অথচ তাহাতে তোমার কোনরূপ বিকার নাই। হে প্রভো! তুমি কি দেবদত্ত-নামধারী প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় এই সংসারে দেবাসুর-

অনুভাষ্য

রূপ গুণবিসর্গমধ্যে পতিত হইয়া পরাধীনতাবশতঃ স্বীয় দেবতা-কৃত সুখদুঃখাদি-ফল নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া থাক? অথবা, অপ্রচ্যুত-চিচ্ছক্তিমান্ থাকিয়াই আত্মারাম এবং উপশমশীলরূপে ঐ সমস্ত ব্যাপারে উদাসীন অর্থাৎ সাক্ষিরূপেই অবস্থান কর? ইহা আমরা জানি না। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ, যাঁহার গুণরাশি গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, যিনি সকলের শাসনকর্ত্তা, যাঁহার মাহাত্ম্য কাহারও বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না এবং বস্তু-স্বরূপাবোধক বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস এবং কুতর্কজালে আচ্ছাদিত শাস্ত্রদ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, সেই বাদিগণের বিবাদ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ, সেই অচিন্ত্যশক্তিশালী তোমাতে পূর্ব্বোক্ত উভয়গুণই অবিরোধী। সমস্ত প্রাকৃত-জ্ঞানাতীত কেবল-শুদ্ধজ্ঞানময় তোমাতে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ অথবা চিদ্‌গুণময় ও নির্গুণ, এই দুইটী যে তোমার দুইটী ভিন্ন স্বরূপ, তাহা নহে ; ভাবনা-ভেদে তোমার একই স্বরূপের দুইপ্রকার প্রতীতিমাত্র। তবে যাহাদিগের বুদ্ধির বিষয় সর্পাদি, তাহাদিগের নিকট যেমন এক রজ্জুখণ্ডই সর্পাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের বুদ্ধি, সম এবং বিষম অর্থাৎ অনিশ্চিত, তুমি তাহাদিগের অভিপ্রায়ের অনুসরণ বা তাহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রকাশিত করিয়া থাক।" ইতি। এইস্থানে কারিকা—শরীরের চেষ্টা, ভূম্যাদি আশ্রয় এবং দণ্ড-চক্রাদি সহায় ব্যতীত বিকারশূন্য তোমার কর্ম্ম অতিশয় দুর্গম। 'গুণ-বিসর্গ'-শব্দদ্বারা দেবাসুরের যুদ্ধাদি উক্ত হইয়াছে। তাহাতে পতিত—আসক্ত, ইহাকেই পারতন্ত্র্য অর্থাৎ পরাধীনতা বলে ; যেহেতু আশ্রিত দেবগণের নিকট তোমার পারতন্ত্র্য—কৃপাজনিত (অর্থাৎ তাহাতে তোমার স্বতন্ত্রতার হানি হয় না) তুমি সেইজন্য স্বকৃত—আত্মীয়কৃত অর্থাৎ স্বীয় দেবগণকর্ত্তৃক অর্জ্জিত সুখ-দুঃখাদিরূপ শুভাশুভ ফলকে কি আপনার বলিয়া মনে কর? অথবা আত্মারামতা-প্রযুক্ত তাহাতে একেবারে ঔদাসীন্য অবলম্বন কর? ইহা আমরা জানি না। কিন্তু (বিরুদ্ধ-গুণশালী) তোমাতে এতদুভয়ই অসম্ভব নহে। 'ভগবতি' ইত্যাদি বিশেষণদ্বয় এবং 'ঈশ্বরে' ইত্যাদি পঞ্চ বিশেষণ তাহাতে হেতু; তন্মধ্যে 'ভগবৎ'-শব্দদ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা, 'অপরিগণিত' ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা সদ্‌গুণশালিতা এবং 'কেবল'-পদদ্বারা ব্রহ্মত্বের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। ব্রহ্মত্বহেতু সর্ব্বত্র ঔদাসীন্যের সম্ভাবনা হইলেও, 'ভগবতি' ইত্যাদি গুণদ্বয়দ্বারা ভক্তপক্ষ-পাতিত্বের সম্ভাবনা আছে। যদি বল, একই স্বরূপের যুগপৎ দ্বিরূপতা কিরূপে সম্ভাবিত হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন,—"অর্ব্বাচীন" ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহারা বস্তুস্বরূপ অবগত হইতে

অনুভাষ্য

পারে না, তুমি সেই বাদিগণের বিবাদের অনবসর অর্থাৎ অগোচর। অতএব অচিন্ত্য আত্মশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া, বিরুদ্ধ হইলেও তোমাতে কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? তোমার স্বরূপ অভক্ত বিবাদিগণের অচিন্ত্য, শক্তিও সেইরূপ অচিন্ত্যা। নানাপ্রকার বিরুদ্ধ-কার্য্যসমূহের আশ্রয় হইতে দেখিয়াই অনুমান করা যায় যে, তোমার সেই শক্তি অচিন্ত্যা। ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন,—"অচিন্ত্য সেব্য বিষয় একমাত্র শ্রুতি অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণের গোচর হইয়া থাকে।" আর স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন,—'অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের উদ্ভাবনা করিতে নাই।" প্রাকৃত মণি-মহৌষধাদিতেও এই অচিন্ত্যপ্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাদৃশ অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য দুরবগ্রাহ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অজ্ঞান এবং ইন্দ্রজালবিদ্যা যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব অজ্ঞান ও ইন্দ্রজালাদি-দ্বারা পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য্য প্রতিপন্ন হয় না। যেহেতু 'উপরত' ইত্যাদি বিশেষণ-দ্বারা ঈশ্বরে ঐ উভয়ের অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বরে অজ্ঞান ও ইন্দ্রজাল স্বীকার করিলে 'ভগবতি' ইত্যাদি ষড়্‌বিধ বিশেষণ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য নিষ্ফল হইয়া উঠে। অতএব অচিন্ত্যশক্তি-নিরূপক শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা, বিশ্বপালকত্ব এবং তাহাতে ঔদাসীন্য, এই দুই গুণ বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহাদিগের চিত্ত অজ্ঞানবশতঃ সর্পাদিভাবে ভাবিত, তাহাদিগের বুদ্ধিতে রজ্জুখণ্ড যেমন সর্পাদিরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের মতি নানাভাবে ভাবিত, সুতরাং যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, তুমিও তাহাদিগের মতানুসারে সেই সেই ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাক। যদি বল কেবল-জ্ঞানকে ব্রহ্ম এবং নানাধর্ম্মাশ্রয় বস্তুকে 'ভগবান্' বলায়, তাঁহাতে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে? এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য বলিয়াছেন,—'স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ'। এতদ্দ্বারা কখনই তাঁহার স্বরূপের দ্বৈতত্ব বলা হয় নাই, কেবল একই স্বরূপের ধর্ম্মদ্বয় নির্ণয় করা হইয়াছে। অতএব তাঁহার শক্তিবিলাসের যে বিরোধ প্রতীতি হয়, তাহাকেই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বলে ; ইহা তাঁহার ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে। তৃতীয়স্কন্ধেও এতাদৃশ বিরোধ কথিত হইয়াছে— "প্রাকৃত-চেষ্টাহীনতা ও কর্ম্ম, অজের জন্ম, কালস্বরূপ হইয়াও শত্রুভয়ে দুর্গাশ্রয় ও মথুরা হইতে পলায়ন এবং আত্মারামের ষোড়শসহস্র রমণীর সহিত বিলাস, এই সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়।" সেই সকল কর্ম্মাদি বাস্তব না হইলে কখনই তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধি ভ্রান্ত হইত না। অতএব ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই

অনুভাষ্য

লীলার হেতু। তাঁহার যেমন যেমন ইচ্ছা প্রকটিত হয়, অচিন্ত্য-শক্তিও সেই সেই রূপেই লীলার আবিষ্কার করিয়া থাকেন।'

পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র সম্পূর্ণ বেদানুমোদিত উপাসনাকাণ্ডময় বেদ-বিস্তার-গ্রন্থ। ইহা রাজস বা তামস তন্ত্র নহে, পরন্তু 'সাত্বত-সংহিতা' নামে সূরিগণের নিকট পরিচিত। ইহার বক্তা স্বয়ং শ্রীনারায়ণ, ইহা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বে ৩৪৯ অঃ ৬৮ শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীনারদাদি ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টয়-রহিত দিব্যসূরিগণ ইহার প্রবর্ত্তক। শ্রীভাগবতগ্রন্থও 'সাত্বত-সংহিতা' নামে পরিচিত। এই পাঞ্চ-রাত্রিক-মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুদ্ধ কথাকে পাঞ্চরাত্রিক-মতরূপে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন-প্রয়াস—ন্যায় ও সত্যের নিরতিশয় অপলাপমাত্র, তাহা সংক্ষেপে খণ্ডনমুখে প্রদর্শিত হইতেছে,—

(১) ৪২ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর সঙ্কর্ষণকে 'জীব' বলিয়াছেন ; বাস্তবিক ভাগবতগণ সঙ্কর্ষণকে কখনও 'জীব' বলেন নাই, তিনি স্বয়ং অধোক্ষজ, অচ্যুত, বিষ্ণুবস্তু, জীবের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, পূর্ণ, অংশী, বিভুচৈতন্য, যাবতীয় প্রাকৃতা-প্রাকৃত-সর্গের কারণ ;—অণুচৈতন্য, অংশ জীব নহেন। জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু নাই—ইহা ভাগবতগণ এবং যে কোন শ্রৌতপন্থী শাস্ত্রদ্রষ্টা ও শাস্ত্রশ্রোতা স্বীকার করিবেন।

(২) ৪৩ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যের উত্তরে মূল-সঙ্কর্ষণ হইতে অন্যান্য যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের প্রাকট্যের বিষয় 'ব্রহ্মসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে—"দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা । যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।" অর্থাৎ 'দীপরশ্মি যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমানধর্ম্ম, তদ্রূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ বিষ্ণু হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।'

(৩) ৪৪ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে 'ইহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন'—শ্রীপাদের এই পূর্ব্বপক্ষকে পাঞ্চরাত্রিকগণ কখনই নিজ মত বলিয়া স্বীকার করেন না। শ্রীপাদ শঙ্করের নিজেরই ৪২ সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত স্বীকৃতমত ("স আত্মা-ত্মানমনেকধা ব্যূহ্যাবস্থিত ইতি, তন্ন নিরাক্রিয়তে" অর্থাৎ "তিনি যে আপনা আপনিই অনেকপ্রকার ব্যূহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা শ্রুতিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি।) তাঁহার এই সূত্রের পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির বিরোধী অর্থাৎ তাঁহার ৪৪ সূত্রের ভাষ্য ও ৪২ সূত্রের ভাষ্যের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী —যাহা তিনি পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহাই এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষরূপে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভাগবতগণ

অনুভাষ্য

নারায়ণের চতুর্ব্ব্যূহ স্বীকার করায় 'বহ্বীশ্বরবাদ' স্বীকার করেন নাই—তাঁহারা তত্ত্ব-বস্তুকে অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বলিয়াই জানেন—কখনই বেদবিরোধী বহ্বীশ্বরবাদী নহেন। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের অচিন্ত্য-মহাশক্তিমত্তায় দৃঢ়বিশ্বাসী। লঘুভাগবতামৃতের মর্ম্মানুবাদ দ্রষ্টব্য। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই তত্ত্বচতুষ্টয়-মধ্যে কারণ-কার্য্য-ভাব নাই—"নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্" ; "দেহ-দেহি-বিভেদোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ" (কূর্ম্ম-পুঃ), তাঁহারা সকলেই মায়াধীশ-তত্ত্ব, শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, তুরীয়, তাঁহাদের প্রকাশে মায়ার কোন বিক্রম বা বিকার অথবা পরিণাম বা খণ্ডত্ব থাকিতে পারে না। তাঁহারা একই অদ্বয়জ্ঞান, অধোক্ষজ ও পূর্ণ-বস্তু ; শ্রুতিপ্রমাণ—"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।" (বৃঃ আঃ ৫।১) আব্রহ্ম-স্তম্ব বা ভগবান্ বিষ্ণুর স্থূল বহিরঙ্গকে শক্তিত্রয়াধীশ শ্রীচতু-র্ব্ব্যূহের সহিত এক বা সমজ্ঞান—চিদচিৎ-সমন্বয়বাদীর বৃথা-প্রয়াস এবং নিতান্ত ভগবদ্-বিরোধমূলক নাস্তিক্যবাদ মাত্র। আব্রহ্মস্তম্ব বা বিশ্বরূপ বিষ্ণুর বহিরঙ্গবৈভব—একপাদবিভূতি, মায়া বা প্রকৃতি-সম্বন্ধি, সুতরাং প্রাকৃত, উহার সহিত চিদচিতের ঈশ্বর চতুর্ব্ব্যূহের সাম্যজ্ঞান বা প্রয়াস—মায়াবাদীর ধর্ম্ম।

(৪) ৪৫ সংখ্যক ভাষ্যের উত্তরে লঘুভাগবতামৃতে ভগবদ্-গুণের অপ্রাকৃতত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে (৯৭-৯৯ সংখ্যা) উদ্ধৃত বাক্যের মর্ম্মানুবাদ, যথা—'যদি বল, গুণমাত্রই প্রকৃতিকার্য্য, অতএব মরীচিকাসদৃশ, তাহার গণনা করা যায় না, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি এ কথা বলিতে পার না। ভগবানের গুণ কখনই প্রাকৃত হইতে পারে না ; তাঁহার সমস্ত গুণই তাঁহার স্বরূপভূত, সুতরাং সেইসকল গুণ নিশ্চয়ই সুখস্বরূপ। যথা ব্রহ্মতর্কে—"ভগবান্ হরি স্ব-স্বরূপভূত গুণে গুণবান্, অতএব বিষ্ণু এবং মুক্তজীবের গুণ কদাপি স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"যে পরমেশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণের সংসর্গ নাই, সেই পরম-শুদ্ধ আদিপুরুষ হরি প্রসন্ন হউন্।" যথা, সেই বিষ্ণুপুরাণেই—"হেয় অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণ ব্যতীত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং তেজঃ—ইহারা ভগবৎ-শব্দের অভিধেয়।" পদ্ম-পুরাণেও—"পরমেশ্বর যে শাস্ত্রে 'নির্গুণ' বলিয়া কীর্ত্তিত আছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুণের অভাবই বলা হইয়াছে।" প্রথম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়েও—"হে ধর্ম্ম, যে-সকল গুণ কীর্ত্তন করিলাম, সেই গুণপরম্পরা এবং অন্য মহাগুণরাশি যে শ্রীকৃষ্ণে নিত্যরূপে বিরাজমান, মহত্ত্বাভিলাষী ব্যক্তিগণ যে-সকল গুণ প্রার্থনা করেন, সেইসকল গুণাবলী কখনই শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিযুক্ত হয় না।" ইতি। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য-অপ্রাকৃত-গুণশালী,

অনুভাষ্য

অপরিমিতশক্তিবিশিষ্ট এবং পূর্ণানন্দ-ঘনবিগ্রহ। ভাঃ ৩।২৬।২১, ২৫, ২৭, ২৮ দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামানুজ তৎকৃত শ্রীভাষ্যে যে শাঙ্কর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ,—

'ভগবদুক্ত পরমমঙ্গলসাধন পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রেরও কোন কোন অংশকে কপিলাদি-শাস্ত্রের ন্যায় শ্রুতিবিরুদ্ধ-জ্ঞানে অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া শ্রীশঙ্কর নিরাস করিয়াছেন। পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে কথিত আছে যে,—পরমকারণ ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে 'সঙ্কর্ষণ'-নামক জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ষণ হইতে 'প্রদ্যুম্ন'-নামক মনের উৎপত্তি এবং মন হইতে 'অনিরুদ্ধ'-নামক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে।' কিন্তু এস্থলে জীবের উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না; কেন না, উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। "চিন্ময় জীবাত্মা কখনও জন্মে না, বা মরে না" (কঠ ২।১৮) এইবাক্যে সকল শ্রুতিই জীবের অনাদিত্ব বা উৎপত্তিরাহিত্য বলিয়াছেন ; অতএব জীব, মন ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃদেবের আবির্ভাবই উদ্দিষ্ট হইয়াছে (৪২ সূঃ)।

সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন-নামক মনের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এস্থলেও কর্ত্তা-জীব হইতে করণ-মনের উৎপত্তি সম্ভব হয় না; কারণ, "পরমাত্মা হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি হয়" ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। অতএব যদি জীব হইতে মনের উৎপত্তি কথিত হয়, তবে পরমাত্মা হইতেই উহাদের উৎপত্তি" এতাদৃশ শ্রুতিবচনের সহিত উহার বিরোধ ঘটে। অতএব এই বাক্য শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া ইহার প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে (৪৩ সূঃ)।

সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ,—ইহাদের পরব্রহ্মভাব বিদ্য-মান থাকায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না, অর্থাৎ এই সঙ্কর্ষণাদিব্যূহ সাধারণ জীবের ন্যায় মায়াবশযোগ্যরূপে অভিপ্রেত নহেন—ইঁহারা সকলেই ঈশ্বর—সকলেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, অতএব পঞ্চরাত্রের মত অপ্রামাণ্য নহে। যাহারা পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-প্রক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই 'জীবোৎপত্তিরূপা বিরুদ্ধকথা অভিহিত হইয়াছে'—এইরূপ অশাস্ত্রীয় কথা বলা সম্ভব। ভাগবতপ্রক্রিয়া এইরূপ—যিনি স্বাশ্রিতভক্তবৎসল, বাসুদেব-নামক পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্বাশ্রিত ও সমশ্রেণীয়তার জন্য চারিপ্রকারে অবস্থান করেন ; যথা পৌষ্কর-সংহিতায় এইরূপ কথিত আছে—'যে স্থলে (শাস্ত্রে) ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক ক্রমাগত সংজ্ঞাসমূহদ্বারা অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে চাতুরাত্ম্য (চতুর্ব্ব্যূহ) উপাসিত হন, সেই শাস্ত্রই 'আগম'। ঐ চাতুরাত্ম্যের উপাসনা যে বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মেরই

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ৯ম শ্লোকের অর্থ ঃ—

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধি-মধ্যে ।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৫০ ॥

কারণ-বারির বর্ণন ঃ—

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে সেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম ।
তাহার বাহিরে 'কারণার্ণব' নাম ॥ ৫১ ॥

পরব্যোম-সীমায় কারণ-সাগর ঃ—

বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি ।
অনন্ত, অপার—তার নাহিক অবধি ॥ ৫২ ॥

বৈকুণ্ঠস্থ মহাভূতাদি মায়াতীত ঃ—

বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময় ।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥ ৫৩ ॥

কারণবারির চিন্ময়তা ঃ—

চিন্ময়-জল সেই পরম-'কারণ' ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিতপাবন ॥ ৫৪ ॥

পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণই একাংশে কারণার্ণবশায়ী ঃ—

সেই ত' কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ ।
আপনার এক অংশ করেন শয়ন ॥ ৫৫ ॥

তিনিই আদি পুরুষাবতার ও মায়ার ঈক্ষণ-কর্ত্তা ঃ—

মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎ-কারণ ।
আদ্য-অবতার করে মায়ার দরশন ॥ ৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। যাঁহার একটী অংশস্বরূপ মায়াভর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়রূপ কারণাব্ধিশায়ী, আদিদেব পুরুষাবতার, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।

৫১-৬৪। পরব্যোমধামের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় 'ব্রহ্মধাম', তাহার বাহিরে 'কারণ-সমুদ্র'। চিন্ময় জগৎটী কারণ-শূন্য ; মায়া কারণময়ী। এই দুই এর মধ্যবর্ত্তি-স্থলকে চিন্ময়জলনিধিভাবে

অনুভাষ্য

উপাসনা, উহা সাত্বতসংহিতায়ও কথিত হইয়াছে। বাসুদেব-নামক পরমব্রহ্ম, সম্পূর্ণ ষাড়্গুণ্যবপু, সূক্ষ্ম, ব্যূহ ও বিভব, এই সকল ভেদভিন্ন এবং অধিকারানুসারে ভক্তগণদ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চিত হইয়া সম্যগ্রূপে লব্ধ হন। বিভব অর্থাৎ নৃসিংহ, রঘুনাথ বা মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারের অর্চ্চন হইতে সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহ-প্রাপ্তি এবং ব্যূহার্চ্চন হইতে বাসুদেব-নামক পরমব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। যেহেতু পৌষ্কর-সংহিতায় কথিত হইয়াছে —'এই শাস্ত্র হইতে জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা বাসুদেব-নামক অব্যয় পরমব্রহ্ম পাওয়া যায়। অতএব সঙ্কর্ষণাদিরও পরব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল, কেননা, তাঁহারাও স্বেচ্ছাক্রমে বিগ্রহ-বিশিষ্ট। 'তিনি প্রাকৃতের ন্যায় জন্মগ্রহণ না করিয়া বহুরূপে অবতীর্ণ বা প্রকটিত হন', ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। আশ্রিত-বাৎসল্য-নিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন বলিয়া তদভিধায়ক এই পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ নহে। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—যথাক্রমে জীব, মন, অহঙ্কার, এই সত্ত্বসমূহের অধিষ্ঠাতৃদেব,—এইজন্য ইঁহাদিগকে যে 'জীবাদি'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ নাই। যেমন, 'আকাশ' ও 'প্রাণাদি'-শব্দে ব্রহ্মের অভিধান হইয়া থাকে, তদ্রূপ (৪৪ সূঃ)।

এই শাস্ত্রে জীবোৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যেহেতু পরম-সংহিতায় কথিত আছে,—'অচেতন, পরার্থসাধক, সর্ব্বদা বিকার-যোগ্য ত্রিগুণই কর্ম্মিদিগের ক্ষেত্র—ইহাই প্রকৃতির রূপ। ইহার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ ব্যাপ্তিরূপে, উহা যে অনাদি, ইহাও সত্য।' এইরূপ সকল সংহিতায়ই 'জীব' নিত্য, এইজন্য পঞ্চরাত্র-মতে তাহার উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী,—জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বিনাশও স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু জীব যখন নিত্য, তখন নিত্যত্বহেতু তাহার উৎপত্তি আপনা হইতেই প্রতিষিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে পরম-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—'প্রকৃতি রূপ সতত বিকারযুক্ত', অতএব উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতির এই 'সতত বিকারে'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে। অতএব সঙ্কর্ষণাদি জীবরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া শঙ্করাচার্য্য যে দোষ দিয়াছেন, তাহা নিরাকৃত হইল (৪৫ সূঃ)। (ভাঃ ৩।১।৩৪) শ্রীধরটীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই চতুর্ব্ব্যূহ-বাদ-খণ্ডনের বিস্তৃত নিরাস জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীভাষ্যের শ্রীমৎসুদর্শনাচার্য্য-কৃত "শ্রুতপ্রকাশিকা" টীকা আলোচ্য।

৫০। সাক্ষাৎ মায়াভর্ত্তা (মায়ায়াঃ ভর্ত্তা অধীশ্বরঃ) অজাণ্ড-সঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ (অজাণ্ডানাং ব্রহ্মাণ্ডানাং সঙ্ঘঃ সমূহঃ তস্য আশ্রয়ঃ অঙ্গং যস্য সঃ) কারণাম্ভোধিমধ্যে (কারণসমুদ্র-জলোপরি) শেতে, অসৌ শ্রীপুমান্ আদিদেবঃ (আদিপুরুষাবতারঃ) যস্য (শ্রীনিত্যা-নন্দস্য) একাংশঃ তং শ্রীনিত্যানন্দরামম্ [অহং] প্রপদ্যে।

৫২। জলনিধি—'বিরজা' বা 'কারণবারি' (মধ্য, ১৫ পঃ ১৭৫-১৭৬ সংখ্যা, মধ্য ২০শ পঃ, ২৬৮-২৬৯ সংখ্যা এবং মধ্য ২১শ পঃ, ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৫৩। মায়িক ভূত—ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত।

৫৪। কারণ—মায়া-সম্বন্ধগত উপাধি হইলেও বস্তুতঃ মিশ্র-রজস্তমোহীন বা সত্ত্বময়। আদি ২য় পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কারণ-সমুদ্র মায়াস্পর্শের অতীত ঃ—

মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে ।
কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ ৫৭ ॥

মায়ার দুই রূপ, 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি' ঃ—

সেই ত' মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি ।
জগতের উপাদান 'প্রধান', 'প্রকৃতি' ॥ ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'কারণ-সমুদ্র' বলা হইয়াছে ; কেন না, সেই জলশায়ি-ভগবদীক্ষণই, তাহার বাহিরে মায়াকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া করে। সৃষ্ট্যাদি-ক্রিয়াশূন্য কৃষ্ণ ও পরব্যোমনাথের স্বরূপে কোন মায়া-সম্বন্ধিনী ক্রিয়া হয় না। মহাসঙ্কর্ষণ স্বীয় সুদূর ঈক্ষণাংশে সেই অর্ণবে শায়িতভাবে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন, ইনি আদ্যাবতার। কারণাব্ধির বাহিরে মায়াশক্তির অবস্থিতি ; ভগবান্ তাহার প্রতি

অনুভাষ্য

৫৮। 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি'—মধ্য, ২০শ পঃ ২৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; শ্রীজীবপ্রভু পরমাত্মসন্দর্ভে (৪৯ সংখ্যায়)—"তস্যাঃ মায়ায়াশ্চাংশদ্বয়ম্। তত্র গুণরূপস্য মায়াখ্যস্য নিমিত্তাংশস্য, দ্রব্যরূপস্য প্রধানাখ্যস্যোপাদানাংশস্য চ পরস্পরং ভেদমাহ চতুর্ভিঃ—(ভাঃ ১১।২৪)।"** (৫৩ সংখ্যা) "অন্যত্র (ভাঃ ১০।৬৩।২৬)—তয়োরুপাদাননিমিত্তয়োরংশেন বৃত্তিভেদেন ভেদানপ্যাহ—'কালো দৈবং কর্ম্ম জীবঃ স্বভাবো দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণমাত্মা বিকারঃ। তৎসঙ্ঘাতো বীজরোহপ্রবাহস্তন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে।।" অত্র কালদৈবকর্ম্মস্বভাবা নিমিত্তাংশাঃ, অন্যে উপাদানাংশাঃ, তদ্বান্ জীবস্তূভয়াত্মকস্তথোপাদানবর্গে নিমিত্তশক্ত্যংশোঽপ্যনুবর্ত্ততে।' **(৫৫ সংখ্যায়) "নিমিত্তাংশ-রূপয়া মায়াখ্যয়ৈব প্রসিদ্ধা শক্তিস্ত্রিধা দৃশ্যতে—জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়া-রূপত্বেন। ** অথোপাদানাংশস্য প্রধানস্য লক্ষণঃ—(ভাঃ ৩।২৬।১০) 'যত্তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্। প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ।।' যৎ খলু ত্রিগুণং সত্ত্বাদি-গুণত্রয়সমাহারস্তদেবাব্যক্তং প্রধানং প্রকৃতিঞ্চ প্রাহুঃ। তত্রাব্যক্ত-সংজ্ঞত্বে হেতুঃ—'অবিশেষং গুণত্রয়সাম্যরূপত্বাদনভিব্যক্ত-বিশেষম্, অতএবাব্যাকৃতসংজ্ঞঞ্চেতি গমিতম্। প্রধানসংজ্ঞত্বে হেতুঃ—বিশেষবৎ স্বকার্য্যরূপাণাং মহদাদিবিশেষাণামাশ্রয়রূপ-তয়া তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম্। ** নিমিত্তাংশো মায়া, উপাদানাংশঃ প্রধানমিতি।"

'ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দুইটী অংশ'—সেই নিমিত্তাংশ 'গুণরূপা মায়া' ও উপাদানাংশ 'দ্রব্যরূপ প্রধান'—এই সংজ্ঞাদ্বয়ের পরস্পর ভেদ ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে চারিটী শ্লোকে বর্ণিত আছে।' 'অন্যত্র দশমস্কন্ধে ৬৩ অধ্যায়ে—উপাদান ও নিমিত্ত,—উভয় অংশের বৃত্তিভেদে

গুণময়ী মায়া কখনও মুখ্য জগৎকারণ নহে ঃ—

জগৎকারণ নহে, প্রকৃতি জড়রূপা ।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥ ৫৯ ॥

ভগবদীক্ষণ-প্রভাবে প্রকৃতি জগতের গৌণ-কারণ ঃ—

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ ৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দৃষ্টিপাত করেন। মায়া কারণসমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবদীক্ষণ মায়া-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মায়াকে ক্রিয়াবতী করে। মায়ার দুই প্রকার অবস্থিতি,—জগতের উপাদানরূপ 'প্রধান' এবং জগতের নিমিত্তরূপ 'মায়া'। প্রকৃতি বস্তুতঃ জড়রূপা। ভগবদীক্ষণশক্তি সঞ্চারিত হইলে প্রকৃতি সেই শক্তিবলে জগৎসৃষ্টির 'গৌণ-কারণ' হয়—অগ্নি প্রবেশ করিয়া লৌহকে

অনুভাষ্য

বিভাগ কথিত হইয়াছে—"হে ভগবন্! ক্ষোভক 'কাল', নিমিত্ত 'কর্ম্ম', ফলাভিমুখপ্রকাশ 'দৈব', তৎসংস্কার 'স্বভাব'—এই চারিটী নিমিত্তাংশ-বিশিষ্ট বদ্ধজীব—সূক্ষ্মভূতসমূহ 'দ্রব্য', প্রকৃতি 'ক্ষেত্র', সূত্র 'প্রাণ', অহঙ্কার 'আত্মা' এবং একাদশেন্দ্রিয় ও ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই ষোল বিকার',—ইহাদের একত্র সমষ্টি 'দেহ'। দেহ হইতে বীজরূপ কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে অঙ্কুররূপ দেহ, এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রবাহ—ইহাই মায়া'। হে প্রভো, তুমি (মায়া)-নিষেধাবধিভূত তত্ত্ব, তোমাকে ভজনা করি।" জীব-নিমিত্তশক্ত্যংশ হইলেও উভয়াত্মক অংশবিশিষ্ট জীব উপাদান-বর্গেরও অনুসরণ করেন। নিমিত্তাংশরূপা 'মায়া'-শব্দে প্রসিদ্ধা শক্তির তিনটী বিভাগ দেখা যায়—'জ্ঞান', 'ইচ্ছা' ও 'ক্রিয়া' রূপ। উপাদানাংশ 'প্রধানের' লক্ষণ—"যাহা সত্ত্বরজোস্তমোগুণ-ত্রয়ের সমাহার, তাহাই 'অব্যক্ত' 'প্রধান' এবং 'প্রকৃতি' বলিয়া কথিত। 'অব্যক্ত'-সংজ্ঞানির্দ্দেশে হেতু এই যে—ইহা বিশেষ-রহিত অর্থাৎ ত্রিগুণসাম্য হওয়ায় বিশেষধর্ম্ম অপ্রকাশিত, অতএব প্রধানের 'অব্যাকৃত'-সংজ্ঞা পাওয়া গেল। 'প্রধান'-সংজ্ঞার হেতু—বিশেষের ন্যায় মায়ার স্বকার্য্যরূপ মহত্তত্ত্বাদি বিশেষ-সমূহের আশ্রয়রূপ বলিয়া তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—নিমিত্তাংশে 'মায়া' এবং উপাদানাংশে 'প্রধান'।

৫৯-৬১। মধ্য ২০শ পঃ ২৫৯-২৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। বহি-রঙ্গা মায়াশক্তি জগতের উপাদানাংশে 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি' নামে প্রসিদ্ধা এবং জগতের নিমিত্তাংশে 'মায়া' নামে খ্যাত। জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, যেহেতু কৃষ্ণ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতিতে উপাদান বা দ্রব্যশক্তি প্রদান করিয়া 'শক্তি' সঞ্চার করেন। উদাহরণস্বরূপ—তপ্তলৌহের উপমা ; যেরূপ লৌহের দহন বা তাপপ্রদান প্রভৃতি শক্তি নাই, কিন্তু

ভগবান্‌ই জগতের মূলকারণ ঃ—

অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎকারণ ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজা-গলস্তন ॥ ৬১ ॥

শ্রীনারায়ণই নিমিত্ত-কারণ ঃ—

মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ ।
সেহ নহে, যাতে কর্ত্তা-হেতু—নারায়ণ ॥ ৬২ ॥

মূল-পরিচালক বিভুচৈতন্য ভগবান্ ঃ—

ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার ।
তৈছে জগতের কর্ত্তা—পুরুষাবতার ॥ ৬৩ ॥

মায়াদ্বারা কৃষ্ণের জগৎসৃষ্টি ঃ—

কৃষ্ণ—কর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায় ।
ঘটের কারণ—চক্র-দণ্ডাদি উপায় ॥ ৬৪ ॥

কারণাব্ধিশায়ীর মায়াতে ঈক্ষণ ও জীবের প্রাকট্য-বিধান ঃ—

দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান ।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥ ৬৫ ॥

অঙ্গাভাসে মায়াস্পর্শহেতু নারায়ণই উপাদান-কারণ ঃ—

এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন ।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যেরূপ জারণ-শক্তি দেয়, তদ্রূপ। সুতরাং কৃষ্ণই মূল জগৎ-কারণ ; অজাগলস্তনের ন্যায় প্রকৃতির দ্রব্যরূপ কারণত্ব। মায়া-অংশে অর্থাৎ গুণরূপ অংশে যে নিমিত্তকারণ বলা যায়, তাহাতেও নারায়ণই নিমিত্ত-কারণ। ঘট-নির্ম্মাণে চক্রদণ্ডাদি ও কুম্ভকার,—ইহারা নিমিত্ত-কারণ। নারায়ণ—কুম্ভকারস্থলীয় (মুখ্য) নিমিত্ত-কারণ এবং মায়া—চক্রদণ্ডাদিস্থলীয় (গৌণ) নিমিত্ত-কারণ। সুতরাং যেমন কুম্ভকার ব্যতীত ঘট হয় না, তদ্রূপ নারায়ণ ব্যতীতও জগৎ হয় না। চক্রদণ্ডস্থলীয় গুণরূপ নিমিত্ত-কারণ, মূল নিমিত্ত-কারণ নারায়ণের সহায়রূপে কার্য্য করে।

অনুভাষ্য

অগ্নির স্পর্শে তপ্তলৌহ অন্যবস্তুকে দহন ও তাপ দিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ লৌহরূপা জড়া-প্রকৃতির দ্রব্য বা উপাদান হইবার স্বতন্ত্রতা নাই। অগ্নিসদৃশ কারণোদকশায়ীর ঈক্ষণশক্তি সঞ্চারিত হইলেই লৌহসদৃশ প্রকৃতি উপাদানপ্রতিম দাহিকা বা তাপ-প্রদায়িনী শক্তিবিশিষ্টা হন। উপাদান-পরিচয়ে খ্যাতা প্রকৃতিকে উপাদান-কারণ মনে করা ভ্রান্তিমাত্র। শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন, —(ভাঃ ৩।২৮।৪০) 'যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাৎ ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ। অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ।।' যদিও ধূম, জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও বিস্ফুলিঙ্গে অগ্নির উপাদান বর্ত্তমান থাকায় অগ্নির সহিত একবস্তু বলিয়া উক্ত হয়, তাহা হইলেও উল্মুক (অঙ্গার) হইতে অগ্নি পৃথক্ বস্তু ; ধূমস্থানীয় 'ভূতসমূহ', বিস্ফুলিঙ্গস্থানীয় 'জীব' ও উল্মুকস্থানীয় 'প্রধান'—সকলেই, অগ্নিস্থানীয় সর্ব্বোপাদান ভগবান্ হইতে শক্তিসমূহ লাভ করিয়াই নিজ নিজ পৃথক্ পরিচয় দেয়, তাহা হইলেও সকলের উপাদানই সেই ভগবান্। জগতের উপাদান বলিয়া যে 'প্রধান'কে স্থির করা হয়, প্রধানে ভগবানের নিহিত উপাদান হইতেই তাদৃশ পরিচয়। 'প্রধান' ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র উপাদানত্বে পৃথক্ বিষয় হইতে পারে না। উপাদান-মূলাশ্রয় কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া সাংখ্যের প্রকৃতিতে উপাদানত্ব আরোপ করা—অজার গলদেশস্থিত স্তনা-কৃতি-মাংসপিণ্ডের দুগ্ধপ্রদানে অসমর্থতার ন্যায় নিষ্ফল মাত্র।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৫-৬৭। কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ দূর হইতে মায়ার প্রতি যে দৃষ্টি করেন, সেই দৃষ্টি চিৎফলস্বরূপ হইয়া দুইপ্রকার কার্য্য করে অর্থাৎ তৎকিরণকলারূপে অনন্তজীবকে মায়ামধ্যে নিবিষ্ট করে এবং স্বয়ং অঙ্গাভাসে মায়াতে মিলিত হইয়া অগণ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড

অনুভাষ্য

৫৯-৬৬। বৈদিক বিচারে—বস্তু হইতেই শক্তির যোগে বদ্ধজীবের নিকট প্রকাশিত জগৎ সৃষ্ট। অবৈদিক-বিচারে—দৃশ্যজগৎ প্রকৃতি হইতে জাত। বস্তুশক্তির ত্রিবিধা বৃত্তি—চিৎ, অচিৎ ও উভয়ময়ী। অশ্রৌত-পন্থায় কেহ কেহ মনে করেন, জড়া প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে ; বৈদিক-বিচারে উহা স্বীকৃত হয় নাই। ভগবদ্বস্তু চিন্ময়ী শক্তির সহিত অভিন্ন। অচিন্ময়ী শক্তিতে চিচ্ছক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাৎকালিক নশ্বর চিদ্ভাবাভাস প্রকাশিত হয়। ভগবানের চিদচিৎমিশ্র তটস্থাখ্য জীবশক্তি নিত্যকাল চিন্ময়ী শক্তির অনুগত হইলেও অনাদিকাল হইতে অচিচ্ছক্তি-পরিণত দৃশ্যজগতে ভ্রমণের উপযোগী। বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চিন্মাত্রের অপব্যবহার-ক্রমে জীবের বদ্ধানুভূতি। প্রকৃতপ্রস্তাবে জীব স্ব-স্বরূপ অবগত হইলে জানিতে পারেন যে, সেবোন্মুখতাই তাঁহার নিত্য চরম মঙ্গলের ভূমিকা। যে-কালে তিনি সেবাবিমুখ হন, তৎকালে সেই তটস্থাখ্য শক্তি আপনাকে শক্তিমৎ-জ্ঞানে ভোগে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি অচিতের প্রভু হইবার জন্য চিন্মাত্র-শক্তির বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া বসেন। কৃষ্ণের নিজশক্তিদ্বারাই তাঁহার বিজাতীয় অচিচ্ছক্তিতে শক্তি অর্পিত হয়। উদাহরণস্বরূপ—অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তি নিরগ্নিক লৌহে সঞ্চারিত হইয়া লৌহকে অগ্নি-পরিচয়ে প্রকাশিত করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে অচিচ্ছক্তি কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি হইতেই ক্রিয়া লাভ করে। তটস্থাখ্য জীব অচিচ্ছক্তির প্রভাবে চালিত হইয়া দৃশ্য জড়জগৎকে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু চিন্মাত্রে অবস্থিত মুক্তজীব বুঝিতে পারেন যে, শক্তিমানের চিচ্ছক্তিই অচিচ্ছক্তিতে আংশিক বল বিধান করিয়া উহাকে ক্রিয়াবতী করায়। অচিচ্ছক্তির মূল কারণ 'প্রকৃতি'

কারণার্ণবশায়ীর ঈক্ষণ-ফল ঃ—

অগণ্য, অনন্ত যত অণ্ড-সন্নিবেশ ।
ততরূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ ॥ ৬৭ ॥

তাঁহার নিশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রশ্বাসে লয় ঃ—

পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস ।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ ॥ ৬৮ ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে ।
শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে ॥ ৬৯ ॥

তাঁহার লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ঃ—

গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে ।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥ ৭০ ॥

ব্রহ্মসংহিতা (৫।৪৮)—

যস্যৈকনিশ্বসিত-কালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।১১)—

ক্বাহং তমো-মহদহং-খ-চরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘট-সপ্তবিতস্তিকায়ঃ ।
ক্বেদৃগ্বিধাঽবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সৃষ্টি করে। সেই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক পুরুষাকারে প্রবিষ্ট হয়। 'অঙ্গাভাস'-অর্থে অঙ্গমিলনের আভাসমাত্র, প্রকৃতপ্রস্তাবে অঙ্গমিলন নয়।

৭০। ত্রসরেণু—তিনটী পরমাণুতে এক ত্রসরেণু।

অনুভাষ্য

নানাপ্রকারে অনুপাদেয়, পরিচ্ছিন্ন ও অবরতা আবাহন করে। বদ্ধাভিমানে তর্কপন্থী জীব অজার দুগ্ধপ্রসবিনী স্তন দেখিয়া গলদেশে অবস্থিত স্তনাকৃতি স্থান হইতে যেরূপ দুগ্ধ-প্রার্থনায় অকৃতকার্য্য হয়, তদ্রূপ অচিন্মূলা প্রকৃতিকে অচিদ্জগতের কারণ বলিতে যাওয়া তাদৃশ নির্ব্বুদ্ধিতা। ভগবানের অচিচ্ছক্তি 'মায়া'—'নিমিত্ত' ও 'উপাদান'-রূপে হরিবিমুখ জীবের নিকট প্রতিভাত হইয়া সত্যবস্তু গ্রহণে পরাঙ্মুখ করায়। জীব, স্বরূপ-জ্ঞানোদয়ে অচিচ্ছক্তির 'আবরণী' ও 'বিক্ষেপাত্মিকা'—এই দ্বিবিধা চেষ্টা লক্ষ্য করেন। ঘটরূপ দ্রব্যের কারণ যে-প্রকার দ্বিবিধ, তাহাতে নিমিত্তকারণরূপে কুম্ভকার এবং উপাদানকারণ ও উপায়রূপে মৃত্তিকা ও চক্র-দণ্ডাদি যেরূপ স্থিরীকৃত হয়, তদ্রূপ দৃশ্যজগৎ এবং ভূতসমূহেরও নিয়ামকরূপে বস্তুবিচারে শক্তিমত্তত্ত্বই নির্দ্দিষ্ট। শক্তিভেদ-বিচারে ত্রিগুণময়ী মায়া গুণের দ্বারা উপাদানাংশ ভূতসমূহের পরিচালন করে। তটস্থাখ্যশক্তি জীব এই দৃশ্যজগতে হরিবিমুখ হইয়া ভোক্তৃত্ব গ্রহণ করে। দৃশ্যজগতে বস্তুর অচিৎ-প্রতীতি কৃষ্ণ-বৈমুখ্যের ফলমাত্র। অচিৎপ্রতীতিতে ভোগের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত, কিন্তু সেবোন্মুখতায় ভগবৎ-প্রতীতিতে নিজ সম্বন্ধ-দর্শন। কৃষ্ণই নিত্য চিজ্জগতের কারণ, তিনিই আবৃত-সত্য অচিজ্জগতের কারণ, এবং তিনিই তটস্থাখ্য জীবের মূল-কারণ ও বিধাতা। অচিৎপ্রতীতি—ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির ক্রিয়া এবং চিৎপ্রতীতি—অন্তরঙ্গা-শক্তির ক্রিয়া। চিন্ময়প্রতীতির বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সকল

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭১। ব্রহ্মাণ্ডনাথসকল যাঁহার লোমকূপ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার নিশ্বাস-কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

৭২। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চভূত-নির্ম্মিত সপ্ত-বিতস্তি-পরিমিত এই কায়ান্তর্গত আমি বা কোথায়, আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুরূপে তোমার লোমবিবরে পরিভ্রমণ করে, এতাদৃশ যে তুমি, তোমার মহিমাই বা কোথায়? অর্থাৎ আমার ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ তোমার মহিমার সহিত তুলনায় কিছু নয়।

অনুভাষ্য

স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম ও সর্ব্বাকরত্ব ভগবত্তায় প্রতিষ্ঠিত। সেই বস্তু বৃহৎ, তাঁহার খণ্ডাংশই 'জীব'-শব্দ-বাচ্য। সেই ভগবদ্বস্তু বিভক্ত হইয়া খণ্ডত্বধর্ম্ম প্রকাশ করে না, পরন্তু, খণ্ডপ্রতীতি কখনও অখণ্ডপ্রতীতির সহিত অভিন্ন হয় না। ব্যাপ্য-ব্যাপক-বিচারে ব্রহ্ম ও জীব সমজাতীয় হইলেও ঈশবস্তু—মায়ার প্রভু, আর বশ্যবস্তু—মায়ার অধীন। মায়াধীন মায়াধীশের অধীন হইলে তাহার মায়াধীনত্ব ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।

৬৫-৬৬। মধ্য, ২০শ পঃ ২৭১-২৭৩ সংখ্যা এবং ভাঃ ৩।৫।২৬ ও ৩।২৬।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৬৭-৭০। মধ্য, ২০শ পঃ ২৭৭-২৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭১। অথ যস্য লোমবিলজাঃ (লোমকূপাৎ জাতাঃ) জগদণ্ড-নাথাঃ (ব্রহ্মাণ্ডপতয়ঃ সমষ্টিবিষ্ণ্বাদয়ঃ) একনিশ্বসিতকালং (নিশ্বাসৈকপরিমিতকালম্) অবলম্ব্য (আশ্রিত্য) ইহ জীবন্তি (আবির্ভূতাঃ ভবন্তি) সঃ মহান্ বিষ্ণুঃ যস্য (গোবিন্দস্য) কলাবিশেষঃ, তমাদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

৭২। ব্রহ্মা গো-বৎস হরণ করিয়া পরে নিজাপরাধ-প্রশমনের জন্য যে স্তব করেন, তন্মধ্যে ইহা একটী,—

তমোমহদহং-খ-চরাগ্নি-বার্ভূ-সংবেষ্টিতাণ্ড-ঘট-সপ্তবিতস্তি-

মূলসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ ও পুরুষত্রয়ের সম্বন্ধ ঃ—

অংশের অংশ যেই, 'কলা' তার নাম ।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥ ৭৩ ॥
তাঁর এক স্বরূপ—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ ।
তাঁর অংশ 'পুরুষ' হয় কলাতে গণন ॥ ৭৪ ॥
যাঁহাকে ত' কলা কহি, তিঁহো মহাবিষ্ণু ।
মহাপুরুষাবতারী, তেঁহো সর্ব্বজিষ্ণু ॥ ৭৫ ॥
গর্ভোদ-ক্ষীরোদ-শায়ী দোঁহে 'পুরুষ' নাম ।
সেই দুই, যাঁর অংশ,—বিষ্ণু, বিশ্বধাম ॥ ৭৬ ॥

লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (৩৩) সাত্বততন্ত্র-বচন—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্ ।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৩-৭৬। কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বলরাম মূলসঙ্কর্ষণ। তাঁহার স্বরূপাংশ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ। তাঁহার অংশ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, তিনি অংশের অংশ বলিয়া তাঁহাকে 'কলা' বলা যায়। গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষদ্বয় মহাবিষ্ণুর অংশ।

৭৭। নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটী রূপ—প্রথম মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু ; দ্বিতীয়—গর্ভোদশায়ী ও সমষ্টিব্রহ্মাণ্ড-গত পুরুষ ; তৃতীয়—ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ, তিনি প্রতি জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মা। এই তিনটীর তত্ত্ব জানিতে পারিলে জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

অনুভাষ্য

কায়ঃ (তমঃ অব্যক্তং, মহত্তত্ত্বম্ অহঙ্কারঃ, খম্ আকাশম্, চরঃ বায়ুঃ, অগ্নিস্তেজঃ বার্জলং, ভূঃ পৃথিবী, এতৈঃ প্রধানাদি-ক্ষিত্যন্তৈঃ সংবেষ্টিতঃ যঃ অণ্ডঘটঃ ব্রহ্মাণ্ডরূপঃ ঘটঃ দেহঃ স এব তস্মিন্ নিজমানেন সপ্তবিতস্তিকায়ঃ যস্য সঃ) অহং ক্ব, ঈদৃগ্ বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য (ঈদৃগ্‌বিধানি যানি অগণিতানি অণ্ডানি তানি এব পরমাণবঃ তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বনঃ গবাক্ষাঃ ইব রোমবিবরাণি যস্য তস্য) তে (তব) মহিত্বং চ ক্ব?

৭৩। প্রতিমূর্ত্তি—দ্বিতীয় দেহ (আদি, ৫ম পঃ ৪-৫ ; মধ্য, ২০শ পঃ ১৭৪)।

৭৫। 'মহাবিষ্ণু', 'মহাপুরুষাবতারী' শব্দে কারণার্ণবশায়ী।

৭৬। পুরুষলক্ষণ—যথা লঘুভাগবতামৃতে অবতার-বর্ণন-প্রসঙ্গে ৪ সংখ্যায় ধৃত বিষ্ণুপুরাণের (৬।৮।৫৯) শ্লোকের অনুবাদ—'ষড়্‌বিকারহীন পুরুষোত্তম কৃষ্ণের যে অংশ গুণভুক্ অর্থাৎ প্রকৃতি ও মহদাদি প্রাকৃতের ঈক্ষণকর্ত্তা, যিনি তত্ত্বতঃ এক স্বরূপ

মৎস্যাদি সমস্ত অবতারের অংশী কারণার্ণবশায়ী ঃ—

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের 'কলা' করি ।
মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী ॥ ৭৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৭৯ ॥

পুরুষাবতারত্রয়ের কার্য্য ঃ—

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা ।
নানা অবতার করে, জগতের ভর্ত্তা ॥ ৮০ ॥

অবতারগণ অংশমাত্র ঃ—

সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্তে যেই অংশের অবধান ।
সেই ত' অংশেরে কহি 'অবতার' নাম ॥ ৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৯। আদি ২য় পঃ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮০। (জগৎপালকরূপে) সেই পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী।

অনুভাষ্য

পরিত্যাগ না করিয়াই বহুবিধ স্বাংশ বিভাগ করিয়া নিখিলপ্রাণীর বিস্তারকর্ত্তা, যিনি শুদ্ধ অর্থাৎ মায়াসঙ্গ-রহিত হইয়াও অশুদ্ধের অর্থাৎ মায়াসঙ্গীর ন্যায় প্রতিভাত এবং যিনি নিত্য-চিন্ময়, সেই অদ্বয় পুরুষে সর্ব্বদা প্রণত হই।' এই শ্লোকের শ্রীরূপকৃত কারিকা—"পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব। তদীক্ষাদিকৃতির্নানা-বতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।।" অর্থাৎ পরমেশ্বরের যে অংশ প্রধানগুণ-সংস্পৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বাদির ঈক্ষণকর্ত্তা, যিনি নানবিধ অবতারের আবিষ্কর্ত্তা, শাস্ত্রে তাঁহাকেই 'পুরুষ' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

৭৭। বিষ্ণোস্তু পুরুষাখ্যানি ত্রীণি রূপাণি বিদুঃ। অথ তেষু একম্ (আদ্যং) তু মহতঃ (মহত্তত্ত্বস্য) স্রষ্টৃ (প্রকৃত্যন্তর্যামি), দ্বিতীয়ং তু অণ্ডসংস্থিতং (ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী), তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং (জীবান্তর্যামী)। তানি রূপাণি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে (মায়াবন্ধনাৎ বিজ্ঞো মুক্তো ভবতি)।

৮০। (ভাঃ ৩।১।৫)—"এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজ-মব্যয়ম্। যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেব-তির্য্যঙ্-নরাদয়ঃ।।" কারণা-ব্ধিশায়িরূপে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণ, গর্ভোদশায়িরূপে নানা-বতারের সূতিকাধাম এবং ক্ষীরোদশায়িরূপে ক্ষৌণীভর্ত্তা।

৮১। লঘুভাগবতামৃতে অবতার-লক্ষণবর্ণন-প্রসঙ্গে ১ম সংখ্যায়—"পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থমপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্। দ্বার-ন্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ।। তচ্চ দ্বারং তদেকাত্মরূপ-স্তদ্ভক্ত এব চ। শেষশায্যাদিকো যদ্বদ্ বসুদেবাদিকোঽপি চ।।"

আদ্যাবতার, মহাপুরুষ, ভগবান্ ।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ, সর্ব্বাশ্রয়-ধাম ॥ ৮২ ॥

কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (২।৬।৪২)—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥৮৩

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৩। কারণাব্ধিশায়ী পুরুষই ভগবানের আদ্যাবতার। কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপ প্রকৃতি, মনাদি মহত্তত্ত্ব, মহাভূতাদি অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট্, স্বরাট্, স্থাবর ও জঙ্গম, সকলই তাঁহার বিভূতিরূপ।

পাঠান্তরে এই শ্লোকগুলি দেখা যায়,—

অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজেশা দক্ষাদয়ো যে ভবদাদয়শ্চ।
স্বর্লোকপালাঃ খগলোকপালা নৃলোকপালাস্তললোকপালাঃ।।
গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-চারণেশা যে যক্ষরক্ষোরগ-নাগনাথাঃ।
যে বা ঋষীণামৃষভাঃ পিতৄণাং দৈত্যেন্দ্রসিদ্ধেশ্বরদানবেন্দ্রাঃ।
অন্যে চ যে প্রেতপিশাচভূত-কুষ্মাণ্ড-যাদো-মৃগপক্ষ্যধীশাঃ।।
যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্বদোজঃ সহস্বদ্বলবৎ ক্ষমাবৎ।
শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্।।

অনুভাষ্য

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকার্য্যের জন্য স্বয়ং অথবা দ্বারান্তরদ্বারা আবির্ভূত হইলে, তাঁহাকে 'অবতার' বলে। সেই 'দ্বার' দ্বিবিধ—তদেকাত্মরূপ ও ভক্ত ; শেষশায়ী—তদেকাত্মরূপ এবং বসুদেবাদি—ভক্ত। শ্রীবলদেবকৃত-টীকা—"স্বয়ম্ অদ্বারকতয়া, দ্বারান্তরেণ বা জগতি আবিঃ স্যুঃ, তদা অবতারাঃ স্মৃতাঃ। অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্ববতারঃ। সদ্বারকস্তু—যথা শেষশায়িনঃ কারণার্ণবশয়াৎ গর্ভোদকশয়ঃ, যথা বসুদেবাৎ কৃষ্ণঃ, দশরথাৎ রামঃ। কার্য্যং—প্রকৃতিক্ষোভ-মহদাদ্যুৎপাদনং, দুষ্টবিমর্দ্দেন দেবাদীনাং সুখবর্দ্ধনং, সমুৎকণ্ঠিতানাং সাধকানাং স্বসাক্ষাৎকারেণ প্রেমানন্দবিতরণং, বিশুদ্ধভক্তিপ্রচারণঞ্চ, তদর্থমিত্যর্থঃ।"*

দেশকালপাত্রভেদে খণ্ডিত মায়ারাজ্যে খণ্ডক্রিয়ার নিমিত্ত বা উপাদানাংশে ভগবৎস্বরূপের যে কারকতা দেখা যায়, তৎকার্য্যের কারণস্বরূপ মহাবিষ্ণুরূপ ভগবত্তাই কৃষ্ণাংশ। এই

মহৎস্রষ্টা আদিপুরুষাবতার ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ৮৪ ॥

সকলের আশ্রয় ও অন্তর্যামী ঃ—

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহো, তাঁহাতে সংসার ।
অন্তরাত্মা-রূপে তিঁহো জগৎ-আধার ॥ ৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪। ভগবান্ লোকসৃষ্টি-মানসে মহদাদিদ্বারা সম্ভূত ও ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষাখ্য-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

৮৫-৮৬। যদিও তিনি সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া তাঁহাতে সংসার অবস্থিত, তথাপি তিনি অন্তরাত্ম-রূপে জগতের আধার। প্রকৃতির

অনুভাষ্য

অংশকেই 'অবতার' বলা হয়। সাধারণতঃ স্থূলদৃষ্টিতে 'পঙ্গ্বন্ধ'-ন্যায়াবলম্বনে জড়া-প্রকৃতিকে 'উপাদান' এবং ভোক্তা, ত্রিগুণময় পুরুষ-জীবকে 'নিমিত্ত' বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতি জগতের 'উপাদান' বা 'নিমিত্ত' নহে,—ইহাই সূক্ষ্মভাবে ভাগবতগণ উপলব্ধি করিয়াছেন। যাঁহার ঈক্ষণশক্তিপ্রভাবে প্রকৃতি জগতের 'উপাদান' বলিয়া পরিচিত, মায়া জগতের 'নিমিত্ত-কর্ত্রী' বলিয়া খ্যাত, এই উভয় শক্তিই সেই ভগবৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত। ভগবানের যে প্রকাশ-স্বরূপসমূহ, মায়াতে বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশে বা বিশ্বের হিতের জন্য মায়াকে শক্তিপ্রদান-লীলা প্রদর্শন করেন, ঐ প্রকাশমূর্ত্তিসমূহই 'অংশ' অথবা 'অবতার' বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। বস্তুতত্ত্বে দীপের উপমেয় অবতারগণ বিষ্ণু হইলেও মায়ার উপর কর্ত্তৃত্ব থাকায় তাঁহাদিগকে মায়িক ভাষার আশ্রয়ে 'অংশ' বা 'অবতার' বলা হয় মাত্র। মধ্য, ২০শ পঃ ২৬৩-২৬৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮২। সর্ব্বাবতার-বীজরূপী গর্ভোদশায়ীর কথা—ভাঃ (৩।১।৫) দ্রষ্টব্য।

৮৩। শ্রীব্রহ্মা নারদের নিকট ভগবান্ কারণার্ণবশায়ীর বিভূতি বর্ণন করিতেছেন,—

পরস্য ভূম্নঃ (ভগবতঃ) পুরুষঃ (কারণার্ণবশায়ী) আদ্যঃ অবতারঃ। কালঃ (গুণ-ক্ষোভকঃ), স্বভাবঃ (তৎসংস্কারঃ), সদসৎ (কার্য্যকারণাত্মিকা প্রকৃতিঃ) মনঃ (মহত্তত্ত্বং), দ্রব্যং (ভূতসূক্ষ্মাণি পঞ্চমহাভূতানি), বিকারঃ (অহঙ্কারঃ), গুণঃ (সত্ত্বাদিঃ), ইন্দ্রিয়াণি (একাদশ), বিরাট্ (সমষ্টিশরীরং), স্বরাট্ (বৈরাজং), স্থাস্নু (স্থাবরং), চরিষ্ণু (জঙ্গমং ব্যষ্টিশরীরং) চ [সর্ব্বং তদ্বিভূতিরূপম্]।

** ভগবৎস্বরূপ যখন স্বয়ং অর্থাৎ অদ্বারক-রূপে (অর্থাৎ কোন আশ্রয় স্বীকার না করিয়া স্বয়ংই) অথবা কোন দ্বারে জগতে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহাকে অবতার বলা হয়। অপ্রপঞ্চ (বৈকুণ্ঠধাম) হইতে প্রপঞ্চে অবতরণই অবতার। শ্রীমৎস, শ্রীহংস প্রভৃতি অদ্বারক-রূপে আবির্ভূত। সদ্বারক-অবতার ; যথা—শেষশায়ী শ্রীকারণার্ণবশায়ী হইতে শ্রীগর্ভোদকশায়ী, আবার যথা,—শ্রীবসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীদশরথ হইতে শ্রীরামচন্দ্র ইত্যাদি। অবতারগণ যে বিভিন্ন কার্য্যোদ্দেশে অবতীর্ণ হন, তাহা যথা,—প্রকৃতিকে ক্ষুভিত করিয়া মহৎতত্ত্বাদি উৎপাদন, দুষ্টদমনদ্বারা দেবগণের সুখবর্দ্ধন, সমুৎকণ্ঠিত সাধকগণকে নিজদর্শনদ্বারা প্রেমানন্দ-বিতরণ ও বিশুদ্ধভক্তিপ্রচার।*

ঈক্ষণাদি-ব্যাপারে মায়ার সম্বন্ধসত্ত্বেও বস্তুতঃ বিষ্ণু মায়াতীত ঃ—

প্রকৃতি সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ ।
তথাপি প্রকৃতি-সহ নাহি স্পর্শগন্ধ ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সহিত এই দুইপ্রকার সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি প্রকৃতিস্পর্শদোষ স্বীকার করেন না।

অনুভাষ্য

৮৪। শৌনকাদি ঋষিগণের পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে সূত গোস্বামী ভগবানের অবতার-কথা বর্ণন করিতেছেন,—

আদৌ (সর্গারম্ভে) ভগবান্ (মহাসঙ্কর্ষণঃ) লোকসিসৃক্ষয়া (লোকানাং ভুবনানাং স্রষ্টুমিচ্ছয়া) মহদাদিভিঃ (মহদহঙ্কার-পঞ্চমহাভূতৈকাদশেন্দ্রিয়পঞ্চতন্মাত্রৈঃ) সম্ভূতং (মিলিতং) ষোড়শকলং (তৎসৃষ্ট্যুপযোগিপূর্ণশক্তিমৎ) পৌরুষং রূপং জগৃহে (প্রকটয়ামাস)।

ষোড়শকলং—লঘুভাগবতামৃতে পুরুষবর্ণন-প্রসঙ্গে (৬৮ সংখ্যায়)—"শ্রীর্ভূঃকীর্ত্তিরিলা লীলা কান্তির্বিদ্যেতি সপ্তকম্। বিমলাদ্যা নবেত্যেতা মুখ্যাঃ ষোড়শ শক্তয়ঃ।।" ইহার শ্রীবলদেব-কৃত টীকায়—"বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা তথৈব চ। প্রহ্বী সত্যা তথোশনানুগ্রহেতি নব স্মৃতাঃ।।" ভগবৎসন্দর্ভে (১১৭ সংখ্যায়)—"শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া। বিদ্যয়াবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্।। সন্ধিনীসম্বিৎ-হ্লাদিনীভক্ত্যাধারশক্তিমূর্ত্তিবিমলাজয়া যোগা প্রহ্বীশানানুগ্রহা-দয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ। ততঃ শ্রিয়েত্যাদৌ শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তি-রূপয়া চেতি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্। তত্র পূর্ব্বস্যাঃ ভেদঃ শ্রীর্ভাগবতী-সম্পৎ। উত্তরস্যাঃ ভেদঃ শ্রীর্জাগতী-সম্পৎ। ** তত্র ইলা ভূস্তদুপলক্ষণত্বেন লীলা অপি। অত্র সন্ধিন্যেব সত্যা, জয়ৈবোৎ-কর্ষিণী, যোগৈব যোগমায়া, সম্বিদেব জ্ঞানাজ্ঞানশক্তিঃ শুদ্ধ-সত্ত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্; প্রহ্বী বিচিত্রানন্তসামর্থ্যহেতুঃ, ঈশানা সর্ব্বাধি-কারিতা-শক্তিহেতুরিতি ভেদঃ। *

১। শ্রী, ২। ভূ, ৩। লীলা, ৪। কান্তি, ৫। কীর্ত্তি, ৬। তুষ্টি, ৭। গীঃ, ৮। পুষ্টি, ৯। সত্যা, ১০। জ্ঞানাজ্ঞানা, ১১। জয়া উৎকর্ষিণী, ১২। বিমলা, ১৩। যোগমায়া, ১৪। প্রহ্বী, ১৫। ঈশানা ও ১৬। অনুগ্রহা—বৈকুণ্ঠে এই ষোড়শ শক্তি বিদ্যমানা।

শ্রীমদ্ভাগবত (১।১১।৩৯)—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৭। আদি, ২য় পঃ ৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যের অন্তর্গত শ্রীমধ্বকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য ও তথ্য দ্রষ্টব্য।

৮৫। মধ্য, ২০শ পঃ ২৮২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৬। লঘুভাগবতে বিষ্ণুর নির্গুণতা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ-কারিকা—"যোগো নিয়ামকতয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে। অতঃ স তৈর্ন যুজ্যেত তত্র স্বাংশ পরস্য যঃ।।" অর্থাৎ নিয়ামকরূপে গুণের সহিত বিষ্ণুর যে সম্বন্ধ, তাহাকে 'যোগ' বলে। অতএব সেই পুরুষ গুণের সহিত কখনই বদ্ধ হন না; বিশেষতঃ তন্মধ্যে পরম-পুরুষের সহিত তত্ত্বতঃ অভিন্ন স্বাংশ-বিষ্ণুগণ কেহই কখনই কোন প্রকারেই গুণের সহিত যুক্ত হন না। শ্রীবলদেব-টীকা—'ননু পরস্য পুংসঃ কথং গুণসম্বন্ধঃ, 'মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা' (ভাঃ ২।৭।৪৭) ইত্যাদি বাক্য-বিরোধাদিতি চেৎ? তত্রাহ—যোগ ইতি। গুণা নিয়মাঃ, ত্রিধাবির্ভূতঃ পুরুষস্তু নিয়ামক ইতি সম্বন্ধঃ, স ইহ যোগ উচ্যতে, ন তু তৈর্বন্ধ ইত্যর্থঃ। স তু বিষ্ণুর্নৈব যুজ্যতে, দ্রুমিলযোগীশবাক্যে (ভাঃ ১১।৪।৫) তত্র গুণসম্বন্ধানুল্লেখাৎ।" যদি বল, মহাবিষ্ণুর ত' গুণের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না? কেননা, তাহা হইলে যে "মায়া সলজ্জভাবে ভগবৎপরাঙ্মুখী হইয়া অবস্থান করে" এই বাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—'গুণ'-শব্দে নিয়ম; বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই ত্রিবিধরূপে আবির্ভূত 'পুরুষ' এই প্রকৃতির নিয়ামকসূত্রে সম্বন্ধ। জগতে উহাই 'যোগ'-নামে কথিত, উহা কখনই ঐ গুণত্রয়দ্বারা 'বন্ধন'-শব্দবাচ্য নহে। সেই বিষ্ণু কখনই গুণের সহিত যুক্ত হন না, যেহেতু নবযোগেন্দ্রের অন্যতম দ্রুমিলের বাক্যে বিষ্ণুর সহিত গুণত্রয়ের সম্বন্ধের উল্লেখাভাবই দেখা যায়।"

উপাদান ও নিমিত্ত—উভয় প্রকার কারণের ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব-সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি মায়াদ্বারা কোনপ্রকারে অভিভাব্য হন

** শ্রী, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, উর্জ্জা, বিদ্যা, অবিদ্যা, শক্তি ও মায়াদ্বারা ভগবান্ সেবিত হন। ('চ'-কারদ্বারা) সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনী, ভক্ত্যাধারশক্তি, মূর্ত্তি, বিমলা, জয়া, যোগা, প্রহ্বী, ঈশানা, অনুগ্রহ প্রভৃতিকে জানিতে হইবে। উক্ত 'শ্রী' প্রভৃতিতে (অন্তরঙ্গা) শক্তিবৃত্তিরূপা ও (বহিরঙ্গা) মায়াবৃত্তিরূপা বলিয়া দ্বিবিধা বৃত্তি সর্ব্বত্র জানিতে হইবে। তন্মধ্যে পূর্ব্বটী অর্থাৎ শক্তিবৃত্তির ভেদ হইতেছে, শ্রী—ভাগবতী সম্পদ্। আর পরবর্ত্তীটি বা মায়াবৃত্তির ভেদ হইতেছে, শ্রী—জাগতী সম্পদ্। তন্মধ্যে ইলা—ভূশক্তি, উপলক্ষণে লীলাশক্তিও। এস্থলে সন্ধিনীই সত্যা, জয়াই উৎকর্ষিণী, যোগই যোগমায়া, সম্বিৎই জ্ঞানাজ্ঞানশক্তি ও শুদ্ধসত্ত্ব। প্রহ্বী বিচিত্র ও অনন্ত সামর্থ্যের হেতু। ঈশানা সর্ব্বাধিকারিতা শক্তির হেতু।*

অচিন্ত্যশক্তিমান্ ঈশ্বরের সহিত জগতের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ ঃ—

এই মত গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয় ॥ ৮৮ ॥
আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমা' জগতে ॥ ৮৯ ॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥ ৯০ ॥
সেই ত' পুরুষ যাঁর 'অংশ' ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ-রাম ॥ ৯১ ॥
এই ত' নবম শ্লোকের অর্থ বিবরণ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৯২ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ১০ম শ্লোকের অর্থ ঃ—

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যজং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৯৩॥

গর্ভোদশায়ীর বর্ণন ঃ—

সেই ত' পুরুষ অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু-মূর্ত্তি হঞা ॥ ৯৪ ॥
ভিতরে প্রবেশি' দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার ॥ ৯৫ ॥
নিজাঙ্গ-স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ-ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥ ৯৬ ॥
ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ পঞ্চাশৎকোটি-যোজন।
আয়াম, বিস্তার, দুই হয় এক সম ॥ ৯৭ ॥

চৌদ্দভুবনের উৎপত্তি ঃ—

জলে ভরি' অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজ-বাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দভুবন-প্রকাশ ॥ ৯৮ ॥

গর্ভসাগরে নিজ বৈকুণ্ঠধাম-প্রকাশ ঃ—

তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ-ধাম।
শেষ-শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥ ৯৯ ॥

ঋক্‌সূক্তের স্তবনীয় বস্তু ঃ—

অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন ॥ ১০০ ॥
সহস্র-চরণ-হস্ত, সহস্র নয়ন।
সর্ব্ব অবতার-বীজ, জগৎ-কারণ ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৯। আমি জগতে অবস্থিত এবং জগৎও আমাতে অবস্থিত, আবার, আমি জগতে নাই এবং জগৎও আমাতে নয়—ইহাকে 'অচিন্ত্য অর্থ (ঐশ্বর্য্য)' বলে।

অনুভাষ্য

না। ভগবানের ইচ্ছাশক্তির পরিণামে বিকারবিশিষ্ট জগৎ ; কিন্তু তাঁহাতে কোনপ্রকার জড়বিকার-সম্ভাবনা নাই। আদি, ২য় পঃ ৫২, ৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৯। ভগবানের অস্তিত্ব ব্যতীত দৃশ্য জগতে কোন অধিষ্ঠানের সম্ভাবনা হয় না। ভগবানে জগৎ অবস্থিত, তাই বলিয়া অচিদ্‌ভোগময় দর্শনের বাহ্যপ্রতীতিকে ভগবান্ বলিয়া মনে করিতে হইবে না, ভোগময় জগৎকে ভগবত্তা জানিতে হইবে না। ভগবদ্বিমুখতারূপ ভোগ বা মায়া ভগবানে অবস্থিত নহে, ভগবদ্বিমুখতা কিছু ভগবদ্বস্তুতে থাকিতে পারে না। অধোক্ষজ ভগবান্ জগতে বা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও জাগতিক বা প্রাপঞ্চিক খণ্ড ও নশ্বর বস্তু হন না বা হইতে পারেন না। প্রকট অপ্রকট, উভয় লীলাতেই তাঁহার মায়াতীতত্ব বা মায়াধীশত্ব অর্থাৎ নির্গুণ-বৈকুণ্ঠতা নিত্য বর্ত্তমান। বিভিন্ন লীলাভেদে তিনি জগতে অবতীর্ণ এবং জগতের যাবতীয় বস্তু-সত্তার মূল অধিষ্ঠাতৃদেব।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৩। যাঁহার নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা বিধাতার সূতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।

অনুভাষ্য

জগৎও তাঁহা হইতে পৃথক্ অস্তিত্বযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় বস্তু-রূপে অবস্থান করিতে পারে না। বিষ্ণু স্বয়ং কখনও প্রাকৃত জগতে বা মায়ার সহিত সংস্পর্শযুক্ত হন না এবং তাঁহার নিজস্বরূপ এবং তদ্রূপবৈভবও কিছু ভোগময়, পরিমেয় জগৎ বা তদ্‌বিমুখী প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নহেন—ইহাই স্বেচ্ছাময়, অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যময় ভগবানের স্বতঃকর্তৃত্ব ও ভগবত্তা।

শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে চতুঃশ্লোকীর অন্তর্গত "যথা মহান্তি" (৩৪) শ্লোকের বিভিন্ন টীকা-সম্বলিত 'গৌড়ীয় ভাষ্য' এবং (ভাঃ ১১।১৫।৩৬) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৯০। গীতায় (৯।৪-৫)—"'ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত-মূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ।। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।

৯৩। যন্নাভ্যজং (যস্য নাভিকমলং) লোকসঙ্ঘাতনালং (লোকসমূহঃ চতুর্দ্দশলোকং, নালং আধারো, যস্য তৎ) ধাতুঃ লোকস্রষ্টুঃ (ব্রহ্মণঃ) সূতিকাধাম (জন্মগৃহস্বরূপং) শ্রীল-গর্ভোদ-

তাঁহা হইতে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রের উদ্ভব ঃ—

তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম ।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম ॥ ১০২ ॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন ।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ১০৩ ॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে ।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া-গুণে ॥ ১০৪ ॥
রুদ্ররূপ ধরি' করে জগৎ সংহার ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ১০৫ ॥
হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী, জগৎ-কারণ ।
যাঁর অংশ করি' করে বিরাট-কল্পন ॥ ১০৬ ॥
হেন নারায়ণ,—যাঁর অংশের অংশ ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস ॥ ১০৭ ॥

অনুভাষ্য

শায়ী (দ্বিতীয়পুরুষাবতারঃ) যস্য নিত্যানন্দরামস্য অংশাংশঃ (কলা), তং (শ্রীনিত্যানন্দরামম্) [অহং] প্রপদ্যে।

৯৪-১০৭। ব্রহ্মসংহিতা (৫।১৪)—'প্রত্যেকমেবমেকাংশাদ্ বিশতি স্বয়ম্।' মধ্য, ২০শ পঃ ২৮৩-২৯৩।

৯৬। ভাঃ ২।১০।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৯৮। চৌদ্দভুবন—ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সাতটী উর্দ্ধলোক এবং তল,অতল, বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল ও সুতল—এই সাতটী পাতাল। ভাঃ ২।৫।৩৮-৪২ এবং ভাঃ ১১।৪।৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৯৯-১০১। ভাঃ ১।৩।২, ৪, ৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১০০-১০১। (ভাঃ ১।৩।৪)—"পশ্যন্তদো রূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্। সহস্রমূর্দ্ধ-শ্রবণাক্ষি-নাসিকং-সহস্র-মৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ।।" (ঋক্ সং ৮।৪।১৭, সাম ৬।৪।৪৩, শুক্ল যজুঃ ৩১।১, অথর্ব্ব ১৯।৬।১—) "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।" ভাঃ ১১।৪।৪-৫ এবং ব্রহ্মসংহিতা ৫।১০-১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১০২-১০৩। মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণোপাখ্যানে (শান্তিপর্ব্বে ৩৩৯ অঃ ৭০-৭২ এবং ৩৪০ অঃ ২৭-২৮ শ্লোকে) কথিত আছে—'যিনি প্রদ্যুম্ন, তিনিই অনিরুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্মার জনক।" এই স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যিনি গর্ভোদশায়ী, তিনিই ক্ষীরোদশায়ী ; উভয়েই অভিন্ন বলিয়া বস্তুতঃ প্রদ্যুম্নই হিরণ্যগর্ভ পদ্মযোনির নিয়ামক অর্থাৎ অন্তর্যামী ও জনক। (ভাঃ ৩।১।২) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১০৩-১০৫। ভাঃ ১।২।২৩ শ্লোকের পুরুষই এই গর্ভোদশায়ী।

১০৪। ভাঃ ৩।৮।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। লঘুভাগবতামৃতে পুরুষত্রয়-বর্ণন-প্রসঙ্গে (৭০ সংখ্যায়)—"সোঽস্য গর্ভোদশয্যস্য বিলাসো যশ্চতুর্ভুজঃ। শেতে প্রবিশ্য লোকাব্জং বিষ্ণ্বাখ্যঃ ক্ষীর-বারিধৌ।। অয়ঞ্চ স্থাবরান্তানাং সুরাদীনাং শরীরিণাম্। হৃদ্যন্ত-র্যামিতাং প্রাপ্তো নানারূপ ইব স্থিতঃ। 'তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থম্' ইতি বিষ্ণোর্যদুচ্যতে। রূপং সাত্বততন্ত্রে তদ্‌বিলাসোঽস্যৈব সম্মতঃ।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৬। গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুই হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী ও জগৎ-কারণ। তাঁহারই অংশকে 'বিরাট্' কল্পনা করা গিয়াছে।

অনুভাষ্য

গর্ভোদশায়ীর বিলাস যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, তিনি লোকপদ্মে প্রবেশপূর্ব্বক, 'বিষ্ণু' এই নামে অভিহিত হইয়া ক্ষীরাব্ধিতে শয়ন করিতেছেন। এই বিষ্ণুই দেবাদি-স্থাবর-পর্য্যন্ত প্রাণিবর্গের হৃদয়ে অন্তর্যামী হইয়া নানারূপের ন্যায় অবস্থিত আছেন। সাত্বত-তন্ত্রে 'তৃতীয়-পুরুষ সর্ব্বভূতস্থ' বলিয়া বিষ্ণুর যে রূপের উল্লেখ আছে, তাহা এই গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর বিলাসমূর্ত্তি।

লঘুভাগবতামৃতে পুরুষ-বর্ণন-প্রসঙ্গে (১২শ সংখ্যায়) শ্রীবলদেব-টীকা—"বিষ্ণুস্তু সত্ত্বেনাপি ন যুক্তঃ, কিন্তু সঙ্কল্পেনৈব তন্নিয়মনমাত্রকৃৎ, অতঃ 'শ্রেয়াংসি তস্মাৎ' ইত্যুক্তম্। অতএব বামনপুরাণে—"ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশরূপাণি ত্রীণি বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ। ব্রহ্মাণি ব্রহ্মরূপঃ স শিবরূপঃ শিবে স্থিতঃ। পৃথগেব স্থিতো দেবো বিষ্ণু-রূপী জনার্দ্দনঃ।।' বিষ্ণু সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতৃদেব হইলেও কখনই সত্ত্বগুণদ্বারা যুক্ত হন না, কিন্তু সঙ্কল্পমাত্রেই সেই সত্ত্বগুণের নিয়ামক মাত্র, এ জন্যই 'তাঁহা হইতেই জীবের মঙ্গল সাধিত হয়', কথিত হইয়াছে। অতএব বামনপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, এক বিষ্ণুরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপ—ব্রহ্মায় তাঁহার ব্রহ্মরূপ, শিবে শিবরূপ এবং বিষ্ণুরূপী জনার্দ্দন এতদুভয় হইতে পৃথগ্-ভাবে অবস্থান করেন।

বিষ্ণুবর্ণনেও (২৯-৩০ সংখ্যায়)—"বিষ্ণুং সত্ত্বং তনোতীতি শাস্ত্রে সত্ত্বতনুঃ স্মৃতঃ। অবতারগণশ্চাস্য ভবেৎ সত্ত্বতনুস্তথা। বহিরঙ্গমধিষ্ঠানমিতি বা তস্য তত্তনুঃ।। অতো নির্গুণতা সম্যক্ সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ্যতি। তথাহি—(ভাঃ ১০।৮৮।৫)—'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।'

সত্ত্বগুণকে বিস্তার করেন বলিয়া শাস্ত্রে বিষ্ণুর নাম 'সত্ত্বতনু' হইয়াছে। সেইরূপ ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুর অবতারগণকেও 'সত্ত্বতনু' বলিয়াছেন ; অথবা, সেই সত্ত্বরূপ তনু তাঁহার বহিরঙ্গ অধিষ্ঠান বলিয়া তাঁহাকে 'সত্ত্বতনু' বলা হইয়াছে। এই হেতু সর্ব্বশাস্ত্রেই বিষ্ণুকে নির্গুণ বলিয়াছেন। তথাহি শ্রীদশমে—"হরি নির্গুণ,

দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ১০৮ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ১১শ শ্লোকের ব্যাখ্যা ঃ—
শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী ।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১০৯ ॥

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর ধাম-বর্ণন ঃ—

নারায়ণের নাভিনাল-মধ্যেতে ধরণী ।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥ ১১০ ॥

'শ্বেতদ্বীপ ঃ—

তাঁহা ক্ষীরোদধি-মধ্যে 'শ্বেতদ্বীপ' নাম ।
পালয়িতা বিষ্ণু,—তাঁর সেই নিজ ধাম ॥ ১১১ ॥

ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী ঃ—

সকল জীবের তিঁহো হয়ে অন্তর্যামী ।
জগৎ-পালক তিঁহো জগতের স্বামী ॥ ১১২ ॥

ক্ষীরোদশায়ীরই যুগ-মন্বন্তরাবতার ঃ—

যুগ-মন্বন্তরে ধরি' নানা অবতার ।
ধর্ম্ম স্থাপন করে, অধর্ম্ম সংহার ॥ ১১৩ ॥
দেবগণে না পায় যাঁহার দরশন ।
ক্ষীরোদকতীরে যাই' করেন স্তবন ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। দশমশ্লোকের অর্থ—দশমশ্লোকে এবং তাহার নিম্নলিখিত পদ্যসমূহে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর বিবরণ।

১০৯। যাঁহার অংশের অংশ, তাঁহার অংশ—ক্ষীরোদশায়ী, অখিলপরমাত্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ; যাঁহার কলা পৃথ্বীধারী 'অনন্ত', সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।

অনুভাষ্য

সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, প্রকৃতির অতীত, ব্রহ্মাদিদেবতার জ্ঞানপ্রদ ও সর্ব্বসাক্ষী, তাঁহাকে ভজনা করিলে নির্গুণতা প্রাপ্তি হয়।" এই হেতু 'এই সত্ত্বতনু হইতে সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে'—ইহাই ভাগবত-পদ্যে বলিয়াছেন।

১০৯। অখিলানাং (জীবানাং) পরাত্মা (পরমাত্মা), পোষ্টা (পোষণকর্ত্তা), দুগ্ধাব্ধিশায়ী (তৃতীয়-পুরুষাবতারঃ ক্ষীরোদশায়ী) বিষ্ণুঃ ভাতি, সোঽপি যস্যাংশাংশাংশঃ (যস্য নিত্যানন্দরামস্য অংশস্য অংশঃ কলা তদংশঃ বিকলা) ; যৎ (যস্য ক্ষীরোদ-শায়িনঃ) কলা (অংশস্য অংশঃ), ক্ষৌণীভর্ত্তা (জগৎপালক বাঃ) সঃ অপি অনন্তঃ ; তং শ্রীনিত্যানন্দরামম্ [অহং] প্রপদ্যে।

১১০-১১১। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে—"ভূমেরুর্দ্ধং ক্ষারসিন্ধো-রদক্স্থং জম্বুদ্বীপং প্রাহুরাচার্য্যবর্য্যাঃ। অর্দ্ধেঽন্যস্মিন্দ্বীপষট্‌কস্য যাম্যে ক্ষারক্ষীরাদ্যম্বুধীনাং নিবেশঃ।। লবণজলধিরাদৌ দুগ্ধ-সিন্ধুশ্চ তস্মাদমৃতমমৃতরশ্মিঃ শ্রীশ্চ যস্মাদ্বভূব। মহিতচরণপদ্মঃ পদ্মজন্মাদিদেবৈর্বসতি সকলবাসো বাসুদেবশ্চ যত্র।। দধ্নো ঘৃতস্যেক্ষুরসস্য তস্মান্মদ্যস্য চ স্বাদুজলস্য চান্ত্যঃ। স্বাদূদকান্ত-র্বড়বানলোঽসৌ পাতাললোকাঃ পৃথিবীপুটানি।।" অর্থাৎ ১। লবণ-সমুদ্র, ২। ক্ষীরসমুদ্র, ৩। দধিসমুদ্র, ৪। ঘৃতসমুদ্র, ৫। ইক্ষুরসসমুদ্র, ৬। মদ্যসমুদ্র, ৭। স্বাদুজলসমুদ্র। লবণসমুদ্রের দক্ষিণে ক্ষীরোদক, তথায় সর্ব্বাশ্রয় বাসুদেব ব্রহ্মাদি-দেবদ্বারা চরণার্চ্চিত হইয়া বাস করেন।

১১২। লঘুভাগবতামৃতে শ্রীবিষ্ণুবর্ণন-প্রসঙ্গে ২৬-২৮

অনুভাষ্য

শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতে বিষ্ণুপ্রকাশের ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে যে-সকল পুরীর উল্লেখ আছে, আমি সংক্ষেপে সেই সকল পুরীর নির্দ্দেশ করিব। যথা—"রুদ্রলোকের উপরিভাগে পঞ্চাযুত-যোজনপরিমিত অপর 'বিষ্ণুলোক' নামে সর্ব্বলোকের অগম্য লোক আছে, তাহার উপরিভাগে সুমেরুর পূর্ব্বদিকে লবণ-সমুদ্রের মধ্যভাগে জলমধ্যে অবস্থিত বলিয়া বৃহদাকার স্বর্ণময় 'মহাবিষ্ণুলোক' কথিত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মা যাইয়া থাকেন,—ঐ লোকে জনার্দ্দন বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত শেষপর্য্যঙ্কে বর্ষার চারিমাস নিদ্রা যাইয়া থাকেন। মেরুর পূর্ব্বদিকে ক্ষীরোদধির মধ্যে ক্ষীরাম্বুর মধ্যবর্ত্তিনী 'শুভ্রবর্ণা' অন্য একটী পুরী আছে, তাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত শেষাসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন। সেখানেও প্রভু বর্ষার চারিমাস নিদ্রাসুখ অনুভব করেন। তাহারই দক্ষিণদিকে ক্ষীরার্ণবের মধ্যে পঞ্চবিংশতি-সহস্র যোজন-পরিমিত 'শ্বেতদ্বীপ'-নামে বিখ্যাত পরমসুন্দর একটী দ্বীপ আছে।"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও বলিয়াছেন,—"যাহা ক্ষীরাব্ধিদ্বারা পরি-বেষ্টিত, যাহার বিস্তার লক্ষযোজন, ** তাদৃশ অতি বৃহৎ সুদৃশ্য কাঞ্চনময় দ্বীপের নাম 'শ্বেতদ্বীপ'।" আরও বিষ্ণুপুরাণাদিতে এবং মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মেও—'ক্ষীরাব্ধির উত্তরতীরে শ্বেতদ্বীপ আছে', ইত্যাদি বর্ণিত আছে। উদকসমুদ্রের উত্তরতীরে যে শ্বেত-দ্বীপ শোভিত, তাহা পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন। ভাঃ ১১।১৫।১৮ শ্লোকে শ্বেতদ্বীপ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পুরুষ-বর্ণনপ্রসঙ্গে ১০ সংখ্যায়—"অথ যত্তু তৃতীয়ং স্যাদ্রূপং তচ্চাপ্যদৃশ্যত। (ভাঃ ২।২।৮) 'কেচিৎ স্বদেহান্তঃ' ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধ-পদ্যতঃ।।" শ্রীবলদেব-টীকা—'তথা চ ক্ষীরাব্ধিপতিরনিরুদ্ধস্তৃতীয়ঃ পুরুষঃ প্রাদেশমাত্রতাদৃগ্‌বিগ্রহ-তয়া সর্ব্বজীবহৃদ্গতো ধ্যেয় ইতি' অর্থাৎ ক্ষীরশায়ী তৃতীয় পুরুষ প্রাদেশমাত্র-বিগ্রহযুক্ত হইয়া সর্ব্বজীবের অন্তর্যামিরূপে

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই জগৎপালক ঃ—

তবে অবতরি' করে জগৎ পালন ।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন ॥ ১১৫ ॥
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস ॥ ১১৬ ॥

তাঁহার 'শেষ'-নামক মহাসর্পরূপ ঃ—

সেই বিষ্ণু 'শেষ'-রূপে ধরেন ধরণী ।
কাঁহা আছে মহী, শিরে, হেন নাহি জানি ॥ ১১৭ ॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল ।
সূর্য্য জিনি' মণিগণ করে ঝলমল ॥ ১১৮ ॥
পঞ্চাশৎ কোটি-যোজন পৃথিবী-বিস্তার ।
যাঁর একফণে রহে সর্ষপ-আকার ॥ ১১৯ ॥

কৃষ্ণভক্ত শেষরূপী বিষ্ণু ঃ—

সেই ত' 'অনন্ত' শেষ'—ভক্ত-অবতার ।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ ১২০ ॥

সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন-রত এবং চতুঃসনের উপদেষ্টা ঃ—

সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান ।
নিরবধি গুণ গান, অন্ত নাহি পান ॥ ১২১ ॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে ।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১২২ ॥

অনুভাষ্য

ধ্যেয়। বিষ্ণুবর্ণনে—(২৫ সংখ্যায়) "যো বিষ্ণুঃ পঠ্যতে সোঽসৌ ক্ষীরাম্বুধিশয়ো মতঃ। গর্ভোদশায়িনস্তস্য বিলাসত্বান্মুনীশ্বরৈঃ। নারায়ণো বিরাড়ন্তর্যামী চায়ং নিগদ্যতে।।" অর্থাৎ যাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া পাঠ করা হয়, তিনি ক্ষীরোদশায়ী ; গর্ভোদশায়ীর বিলাস বলিয়া মুনিগণ বিষ্ণুকে 'নারায়ণ' এবং বিরাটের অন্তর্যামীও বলিয়া থাকেন।

১১৯। ভাঃ ৫।১৭।২১ ও ভাঃ ৫।২৫।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১২০। শ্রীজীবপ্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (৮৬ সংখ্যায়)—"বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।। শ্রীবসুদেবনন্দনস্য বাসুদেবস্য কলা প্রথমোঽংশঃ শ্রীসঙ্কর্ষণঃ। স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে ইতি। অতএব অনন্তঃ কালদেশপরিচ্ছেদরহিতঃ ; য এব শেষাখ্যঃ সহস্রবদনোঽপি ভবতি। একাংশেন শেষাখ্যেন। স্কান্দে অযোধ্যা-মাহাত্ম্যে—'ততঃ শেষাত্মতাং যাতং লক্ষ্মণং সত্যসঙ্গরম্। উবাচ মধুরং শক্রঃ সর্ব্বস্য চ স পশ্যতঃ।। বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপ্নুহি স্বং সনাতনম্। ভবন্মূর্ত্তিঃ সমায়াতা শেষোঽপি বিলসৎফণঃ।।' ইত্যুক্ত্বা সুররাজেন্দ্রো লক্ষ্মণং সুরসঙ্গতঃ। শেষং প্রস্থাপ্য পাতালে ভূভার-ধরণক্ষমম্।। অতঃ (ভাঃ ১০।২।৮) 'শেষাখ্যং ধাম মামকম্' ইত্যত্রাপি (ভাঃ ১০।৩।২৫) 'শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ' ইতিবৎ অব্যভিচার্য্যংশ এবোচ্যতে। শেষস্যাখ্যা খ্যাতির্যস্মাদিতি বা।

ভগবানের কলা (অংশের অংশ) শ্রীঅনন্তদেব সহস্রবদন ও স্বরাট্। তিনি শ্রীহরির প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় সর্ব্বদা সম্মুখে থাকেন। বসুদেবনন্দন বাসুদেবের প্রথম অংশ—সঙ্কর্ষণ। তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন বলিয়া স্বরাট্, অতএব তিনি অনন্ত অর্থাৎ কালদেশসীমারহিত ; যিনি সহস্রবদন 'শেষ'রূপেও বর্ত্তমান। একাংশে অর্থাৎ শেষ-নামক অবতাররূপে। স্কন্দপুরাণে অযোধ্যা-মাহাত্ম্যে—"সকলের সমক্ষেও দেবরাজ ইন্দ্র শেষ-রূপধারী সত্যপ্রতিজ্ঞ লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—'আপনি নিজ সনাতন বিষ্ণুধামে গমন করুন—আপনার ফণা-শোভিত শেষ-মূর্ত্তিও আসিয়াছেন।' এই বলিয়া দেবরাজ ভূভার-ধারণে সমর্থ 'শেষ'-রূপী লক্ষ্মণমূর্ত্তিকে পাতালে প্রেরণ করিয়া সুরসদনে গমন করিলেন।" (অর্থাৎ সঙ্কর্ষণব্যূহ লক্ষ্মণ শ্রীরামের সহিত অবতীর্ণ হইলে, পাতালস্থিত ভূধারী "শেষ" তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হন, পরে অপ্রকটকাল উপস্থিত হইলে 'শেষ' লক্ষ্মণ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বীয় ধাম পাতালে এবং লক্ষ্মণ বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন) এই কারণে 'শেষ-নামক আমার ধাম' এই বাক্যেও—যাহাদ্বারা শেষ (সীমা) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহা সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট থাকে, তাহা 'শেষ'-নামে অভিহিত—মূলবস্তুর সহিত তদবশেষ যেমন অভিন্ন, তদ্রূপ বাসুদেবের সহিতও শেষের অভেদাংশত্ব কথিত হইতেছে অথবা যাঁহা হইতে তাঁহার শেষ নামক খ্যাতি, তিনি 'শেষ'।

লঘুভাগবতামৃতে রুদ্রতত্ত্ববর্ণনপ্রসঙ্গে (১৯ সংখ্যায়) শ্রীবলদেব-টীকা—"শেষবদিতি—শার্ঙ্গিণঃ শয্যারূপস্তদাধার-শক্তিঃ শেষ ঈশ্বরকোটিঃ, ভূধারী তু তদাবিষ্টো জীবঃ" অর্থাৎ শার্ঙ্গ-ধনুর্দ্ধারী বিষ্ণুর শয্যারূপ আধার-শক্তি 'শেষ'—ঈশ্বরকোটি এবং ভূধারী 'শেষ'—শক্ত্যাবিষ্ট জীবকোটীর অন্তর্গত। পুনরায় শ্রীরাম-তত্ত্ববর্ণন-প্রসঙ্গে (২৮ সংখ্যায়)—"সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যূহো রামঃ স এব হি। পৃথ্বীধরেণ শেষেণ সংভূয় ব্যক্তিমীয়িবান্।। শেষো দ্বিধা—মহীধারী শয্যারূপশ্চ শার্ঙ্গিণঃ। তত্র সঙ্কর্ষণাবেশাদ্ ভূভৃৎ সঙ্কর্ষণো মতঃ। শয্যারূপস্তথা তস্য সখ্যদাস্যাভিমানবান্।।" অর্থাৎ যিনি চতুর্ব্ব্যূহের দ্বিতীয়—সঙ্কর্ষণ, তিনি ভূধারী 'শেষে'র সহিত মিলিত হইয়া বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভূধারী ও ভগবানের শয্যারূপভেদে 'শেষ' দ্বিবিধ। ভূধারী 'শেষ' সঙ্কর্ষণের আবেশাবতার, এজন্য তাঁহাকেও 'সঙ্কর্ষণ' বলিয়া থাকে। যিনি শয্যারূপ তিনি আপনাকে দাস এবং সখা বলিয়া অভিমান করেন।

দশদেহে কৃষ্ণসেবা ঃ—

ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন ।
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ॥ ১২৩ ॥

শেষ-সংজ্ঞার কারণ ঃ—

এত মূর্ত্তিভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে ।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে ॥ ১২৪ ॥
সেই ত' অনন্ত, যাঁর কহি এক কলা ।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা ॥ ১২৫ ॥

নিত্যানন্দকে 'অনন্ত' বা কৃষ্ণকে 'বিষ্ণু' অভিধান দোষাবহ নহে ঃ—

এসব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-সীমা ।
তাঁহাকে 'অনন্ত' কহি, কি তাঁর মহিমা ॥ ১২৬ ॥
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি' ।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥ ১২৭ ॥
অবতার-অবতারী—অভেদ, যে জানে ।
পূর্ব্ব যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি' মানে ॥ ১২৮ ॥

বিভিন্ন অবতাররূপে অবতারীর অভিধান ঃ—

কেহো বলে, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ ১২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৪। 'শেষতা'—অর্থে চরম দাস্য।

১২৮। অবতার ও অবতারীর ভেদ যে না জানে, সে যেরূপ পূর্ব্বে কৃষ্ণকে 'বামন' ইত্যাদির তুল্য করিয়া মানিয়াছে, সেইরূপ অভেদকারী ব্যক্তি নিত্যানন্দকেও 'অনন্ত' ইত্যাদি বলিয়া থাকেন ; বস্তুতঃ ভক্তেরা যখন এরূপ বলিয়াছেন, তখন তাহা মিথ্যা নয়,—সর্ব্বোচ্চ-তত্ত্বে সকলই সম্ভব।

অনুভাষ্য

১২৪। (ভাঃ ১০।৩।২৫)—"ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষ-সংজ্ঞঃ।"

১২৬-১৩২। লঘুভাগবতামৃতে শ্রীরূপপ্রভু প্রথমে—'কৃষ্ণ ক্ষীরশায়ীর অবতার', ' কৃষ্ণ পরব্যোমপতি নারায়ণের প্রথমব্যূহ বাসুদেবের অবতার', 'কৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস' ইত্যাদি পূর্ব্ব-পক্ষ খণ্ডনপূর্ব্বক (১৩৬, ১৩৭ ও ১৩৯ সংখ্যায়) ভাগবতের ৩।২।১৫ শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—"স্বীয় শান্তরূপ অর্থাৎ বসুদেবাদি ভক্তগণ বিকৃতরূপ অর্থাৎ ভীষণ-দর্শন কংসাদি-দৈত্যকর্ত্তৃক পীড্যমান হইলে অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠ অরণি হইতে যেমন অগ্নি প্রকটিত হয়, তদ্রূপ চিদচিদীশ্বর পরমদয়ালু শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও বৈকুণ্ঠনাথাদি-বিলাসের সহিত যুক্ত বা মিলিত হইয়া কৃষ্ণলোক হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন।" শ্রীকৃষ্ণ-ব্যূহ স্বীয় বিলাস—পরব্যোমনাথ-ব্যূহের সহিত একতা প্রাপ্ত

কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী-অবতার ।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥ ১৩০ ॥
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয় ।
সর্ব্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥ ১৩১ ॥
যেই যেই রূপে জানে, সেই তাহা কহে ।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে ॥ ১৩২ ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ।
সর্ব্ব অবতার-লীলা করি' সবারে দেখাই ॥ ১৩৩ ॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত-প্রকাশ ।
সেইভাবে কহে—'মুঞি চৈতন্যের দাস' ॥ ১৩৪ ॥

বিভিন্নরূপে, বিভিন্নভাবে, নিত্যানন্দরামের গৌরকৃষ্ণসেবা ঃ—

কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্য-লীলা ।
পূর্ব্বে যেন তিনভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥ ১৩৫ ॥
বৃষ হঞা কৃষ্ণসনে মাখামাখি রণ ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ-সম্বাহন ॥ ১৩৬ ॥
আপনাকে ভৃত্য করি' 'কৃষ্ণে প্রভু জানে ।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে ॥ ১৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩। অতএব সর্ব্বোচ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বরাহ-নৃসিংহাদি-অবতার-লীলা করিয়া দেখাইয়াছেন।

অনুভাষ্য

হইয়া প্রপঞ্চে আগমনপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ অবতার 'পুরুষাদি', শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব এবং অজিতাদির সহিত সর্ব্বদা যোগপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। শ্রীবৃন্দাবনেও শ্রীকৃষ্ণে সেই সেই অবতারাদির লীলা দেখা যায়। অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলিয়াছেন,—"যিনি বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহু, যিনি শ্বেতদ্বীপ-পতি, যিনি নরের সখা নারায়ণ, তিনিই পুরুষোত্তম নন্দনন্দন। যেমন মহাগ্নি হইতে শত-সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাতেই বিলীন হয়, তদ্রূপ এই কৃষ্ণের অন্যান্য অসংখ্য মনোহর অবতার পুনরায় তাঁহাতেই ঐক্য প্রাপ্ত হন।" অতএব পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে কেহ নরসখা নারায়ণ, কেহ উপেন্দ্র অর্থাৎ বামন, কেহ কেহ ক্ষীরোদশায়ী, কেহ সহস্রশীর্ষা গর্ভোদশায়ী, কেহ বৈকুণ্ঠনাথরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে অবস্থিত মূলসঙ্কর্ষণ হইতে আবিষ্কৃত (অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে প্রকটিত) বদরীনাথাদিরূপ তত্তৎ-লীলামাত্র-দর্শনে সেই সেই মুনিগণ সেই সেই লীলাভেদযুক্ত বিষ্ণুচরিতের অনুগামী হইয়া সেই সেই বিষ্ণুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব মূল-অবতারীকে 'অবতার' নামে

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১১।১৪)—

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্ ।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৫।১৪)—

ক্বচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্ ।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥ ১৩৯ ॥

কৃষ্ণের যোগমায়া-দর্শনে বলদেবের বিস্ময় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৩।৩৭)—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী ।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥ ১৪০ ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মে ষড়ৈশ্বর্য্য নিত্য বিদ্যমান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৬৮।৩৭)—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোক-পালৈ-
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিত-তীর্থতীর্থম্ ।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব? ॥ ১৪১ ॥

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর ঃ—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥ ১৪২ ॥

গৌরসুন্দরই পরমেশ্বর, তৎসম্বন্ধিগণ তাঁহার দাস ঃ—

এই মত চৈতন্যগোসাঞি একলা ঈশ্বর ।
আর সব পারিষদ, কেহ বা কিঙ্কর ॥ ১৪৩ ॥
গুরুবর্গ,—নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য্য ।
শ্রীবাসাদি, আর যত—লঘু, সম, আর্য্য ॥ ১৪৪ ॥
সবে পারিষদ, সবে লীলার সহায় ।
সবা লঞা নিজ-কার্য্য সাধে গৌর-রায় ॥ ১৪৫ ॥

গৌরের দুই অঙ্গ—নিতাই ও অদ্বৈত ঃ—

অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ,—দুই অঙ্গ ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥ ১৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৮। কখনও প্রাকৃতব্যক্তির ন্যায় বৃষরূপ হইয়া শব্দ করিতে করিতে দুই ভাই যুদ্ধ করেন ; কখনও হংস-ময়ূরাদির অনুকরণ করত তাহাদের শব্দ করেন।

১৩৯। কখনও বা ক্রীড়া-পরিশ্রমে রাখালদিগের ক্রোড়ে মাথা দিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং শয়ন করেন এবং বলদেবকে শয়ন করাইয়া তাঁহার পদ সম্বাহন করেন।

অনুভাষ্য

অভিহিত করিলেও তত্ত্বতঃ কোন দোষ হয় না। আদি ২য় পঃ ১১০-১১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৮। কৃষ্ণ-রামের বাল্যক্রীড়া-বর্ণনে এই শ্লোকদ্বয় কথিত,—

বৃষায়মাণৌ (বৃষবদাচরন্তৌ) নর্দ্দন্তৌ (তদ্বচ্ছব্দায়মানৌ) কৃষ্ণ-বলদেবৌ পরস্পরং যুযুধাতে। রুতৈঃ (আনুকরণিকশব্দৈঃ) জন্তূন্ অনুকৃত্য প্রাকৃতৌ বালকৌ যথা তথা চেরতুঃ।

১৩৯। ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং (ক্রীড়য়া পরিশ্রান্তং) গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং (গোপোৎসঙ্গঃ উপবর্হণম্ উপাদানং যস্য তম্) আর্য্যম্ (অগ্রজং বলদেবং) পাদসম্বাহনাদিভিঃ (পাদসেবনাদিভিঃ) স্বয়ং (কৃষ্ণঃ) বিশ্রাময়তি (বিগতশ্রমং করোতি)।

১৪০। ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় গোবৎসাদি সৃষ্টি করিয়া যথারীতি লীলা করিতেছিলেন। শ্রীবলদেব একদিন গাভীগণের চেষ্টা দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন,—

ইয়ং (মায়া) কা? কুতঃ বা আয়াতা? কিং দৈবী (দেব-সম্বন্ধিনী), নারী (নরসম্বন্ধিনী)? বা (উত) আসুরী (অসুর-সম্বন্ধিনী)? প্রায়ঃ মায়া মে (মম) ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ ভগবতঃ এব) অস্তু, অন্যা (মায়া) ন, (যতঃ) ইয়ং মে (মম) অপি বিমোহিনী।

১৪১। কৌরবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিয়া বলদেবকে তাঁহাদের পক্ষভুক্ত করিবার প্রয়াস করিলে বলদেব রুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—

যস্য (কৃষ্ণস্য) অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃ (পাদপদ্মরেণুঃ) অখিল-লোকপালৈঃ (নিখিলাধীশ্বরৈঃ) মৌল্যুত্তমৈঃ (শিরোভূষণযুক্তৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ) ধৃতং (ধারণয়া মনসি কৃতম্), উপাসিততীর্থতীর্থং (উপাসিতানি তীর্থানি যৈঃ যোগিভিঃ তেষাম্ অপি তীর্থং) যস্য কলায়াঃ কলাঃ (বিকলাঃ) ব্রহ্মা, ভবঃ (শিবঃ) অহং (বলদেবঃ), শ্রী (লক্ষ্মী চ) অপি চিরং (চিরকালং) ব্যাপ্য উদ্বহেম (শিরসি উদ্বোঢ়ুং প্রার্থয়াম) অস্য (ভগবতঃ কৃষ্ণস্য) নৃপাসনং ক্ব (কুত্র)?

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪০। এই মায়া কে? দৈবী, মানুষী, কি আসুরী? আমাকে বিমোহিত করিতে আমার প্রভু কৃষ্ণের মায়া ব্যতীত আর কোনপ্রকার মায়াই সমর্থ হয় না।

১৪১। লোকপালসকল সমস্ত তীর্থগণের তীর্থস্বরূপ যাঁহার পদরজ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, আমি বলদেব ও লক্ষ্মী,—আমরা কেহ অংশ, কেহ অংশাংশরূপে যাঁহার পদরজ চিরকাল ধারণ করি, তাঁহার নিকট সামান্য রাজসিংহাসনের কি মাহাত্ম্য?

মহাবিষ্ণুর অবতার হইয়াও অদ্বৈতপ্রভুর আপনাকে গৌরদাস-জ্ঞান ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু—গুরু করি' মানে, তিঁহো ত' কিঙ্কর ॥ ১৪৭ ॥
আচার্য্য-গোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারিয়া যেঁহো তারিল ভুবন ॥ ১৪৮ ॥

কনিষ্ঠ লক্ষ্মণরূপে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের সেবা-ফলে কৃষ্ণাবতারে বলরামের জ্যেষ্ঠত্ব ও কৃষ্ণের কনিষ্ঠত্ব ঃ—

নিত্যানন্দ-স্বরূপ পূর্ব্বে হইয়া লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥ ১৪৯ ॥
রামের চরিত্র সব,—দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥ ১৫০ ॥
নিষেধ করিতে নারে, যাতে ছোট ভাই।
মৌন ধরি' রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই' ॥ ১৫১ ॥
কৃষ্ণ-অবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন ॥ ১৫২ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-রাম অংশী, শ্রীশ্রীরাম-লক্ষ্মণ অংশ ; অংশীর অবতারকালে অংশের তন্মধ্যে প্রবেশ ঃ—

রাম-লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ।
অবতারকালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ ॥ ১৫৩ ॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশি-রূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, অন্য সব অবতার তাঁহার অংশ বা কলা ঃ—

ব্রহ্মসংহিতা (৫।৩৯)—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলা নিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৫৫ ॥

নিত্যানন্দদ্বারাই নামপ্রেম-প্রচাররূপ গৌরবাঞ্ছা-পূরণ ঃ—

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ ১৫৬ ॥
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত, অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র,—সে কৃপা তাঁহার ॥ ১৫৭ ॥

স্ব-বৃত্তান্তদ্বারা নিত্যানন্দ-কৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে যৈছে চড়াইল ঊর্দ্ধসীমা ॥ ১৫৮ ॥
বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে ॥ ১৫৯ ॥
উল্লাস-উপরি লেখোঁ তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু, মোর ক্ষম অপরাধ ॥ ১৬০ ॥

সেবক-মাহাত্ম্য-বর্ণন ; মীনকেতন রামদাস ঃ—

অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তাঁর নাম ॥ ১৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫। কলাবিভাগে রামাদিমূর্ত্তিতে ভগবান্ জগতে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু যে পরমপুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণ-রূপে প্রকট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

১৬০। উল্লাস-উপরি—অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া গোপন রাখিতে অশক্ত বিধায় আমি তোমার প্রসন্নতার আখ্যান লিখিতেছি।

১৬১। অবধূত গোসাঞি—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। প্রেমধাম—প্রেমের আধার।

অনুভাষ্য

১৪৬। আদি, ৩য়ঃ পঃ ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৭। মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে গুরুবর্গের অন্যতম ভাবিয়া সম্মান করিলেও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আপনাকে শ্রীচৈতন্যের দাস মনে করিতেন। তিনি শ্রীমহাপ্রভুর পিতার সমসাময়িক ও বন্ধু। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য—শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। শ্রীঈশ্বরপুরীকে দীক্ষাগুরু-রূপে গ্রহণ করায়, অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর গুরুর সতীর্থ ও গৌরবের পাত্র।

১৪৯। দশনামী দণ্ডিদলে ব্রহ্মচারীর উপাধি—'স্বরূপ', 'আনন্দ', 'প্রকাশ' ও 'চৈতন্য'—এই চারিপ্রকার। নিত্যানন্দপ্রভু তীর্থভ্রমণকালে যে সন্ন্যাসীর নিকট ছিলেন, তাঁহার 'তীর্থ' বা 'আশ্রম' উপাধি থাকায় তাঁহার ব্রহ্মচারি-নাম 'নিত্যানন্দস্বরূপ' হইয়াছিল।

১৫৩। লঘুভাগবতামৃতে শ্রীরাঘবেন্দ্র-তত্ত্ববর্ণনপ্রসঙ্গে ২০ সংখ্যার মর্ম্মানুবাদ—'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার এবং পদ্মপুরাণে রামচন্দ্রকে নারায়ণ এবং লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে 'শেষ', 'চক্র' ও 'শঙ্খ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

১৫৪। লঘুভাগবতামৃতে লীলাবতার-নিরূপণ-প্রসঙ্গে ৭৯ সংখ্যার অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে রামগীতায় বলিয়াছেন যে, শ্রীরামের লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন—এই ব্যূহত্রয়।

১৫৫। যঃ পরমঃ পুমান্ কৃষ্ণঃ কলানিয়মেন (অংশাংশ-ভাবাদিনা) রামাদিমূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্ (তত্তন্নৈমিত্তিকাবতারমূর্ত্তীঃ প্রকটয়ন্) নানাবতারম্ অকরোৎ, কিন্তু স্বয়ং সমভবৎ, তং গোবিন্দম্ আদিপুরুষম্ অহং ভজামি।

আমার আলয়ে অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইলা তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ ॥ ১৬২ ॥
মহাপ্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে ॥ ১৬৩ ॥
নমস্কার করিতে, কা'র উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কা'রে বংশী মারে, কাহাকে চাপড়ে ॥ ১৬৪ ॥
যে নয়ন দেখিতে অশ্রু হয় মনে যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥ ১৬৫ ॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তাঁর, আর অঙ্গে কম্প ॥ ১৬৬ ॥
নিত্যানন্দ বলি' যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি' লোকের হয় মহাচমৎকার ॥ ১৬৭ ॥

অশ্রদ্ধাহেতু বৈষ্ণবচরণে প্রাকৃত কনিষ্ঠ ভক্তের অপরাধ ঃ—

গুণার্ণব মিশ্র-নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি-নিকটে তেঁহো করে সেবাকার্য্য ॥ ১৬৮ ॥
অঙ্গনে বসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি' ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস ॥ ১৬৯ ॥
'এই ত' দ্বিতীয় সূত রোমহরষণ।
বলদেব দেখি' যে না কৈল প্রত্যুদগম ॥' ১৭০ ॥

অপমানিত হইয়াও বৈষ্ণব অদোষদর্শী ঃ—

এত বলি' নাচে গায়, করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র—না করিল রোষ ॥ ১৭১ ॥
উৎসবান্তে গেলা তিঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা-সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ ॥ ১৭২ ॥

ভ্রাতার গৌরনিষ্ঠা কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দে অশ্রদ্ধা-দর্শনে শ্রীল কবিরাজের তৎপ্রতি ভর্ৎসনা ঃ—

চৈতন্যপ্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস ॥ ১৭৩ ॥
ইহা জানি' রামদাসের দুঃখ হইল মনে।
তবে ত' ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে ॥ ১৭৪ ॥

অখণ্ডতত্ত্বকে খণ্ডবস্তুজ্ঞানে অশ্রদ্ধা—পাষণ্ডতা মাত্র ঃ—

"দুই ভাই একতনু—সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ ॥ ১৭৫ ॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
"অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়" তোমার প্রমাণ ॥ ১৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৫। যাঁহার নয়ন দেখিলে জীবের মন হইতে নিজ নয়নে অশ্রু আইসে, সেই মীনকেতন রামদাসের নেত্রে অবিশ্রান্ত অশ্রুধার বহিতে থাকিত। পাঠান্তরে,—'যে নয়নে দেখিতে'—যাহার মনে যে নয়নে অশ্রু দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহার সেইনয়ন অশ্রু বহন করে।

১৬৬। কদম্ব—সমূহ। জাড্য—স্তম্ভ।

অনুভাষ্য

১৬১। অবধূত-শব্দে ভাঃ ৩।১।১৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর-স্বামিপাদ 'অসংস্কৃত-দেহ' লিখিয়াছেন। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্যও মহাভাগবত পরমহংস এবং বর্ণাশ্রমাতীত নিত্যসিদ্ধ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার দেহে বর্ণাশ্রমের কোন লিঙ্গ ছিল না বলিয়া তিনি অসংস্কৃত-দেহে ব্রজভাবে মত্ত থাকিতেন।

মীনকেতন রামদাস—আদি, ১১শ পঃ ৫৩ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৬২। অহোরাত্র—অষ্টপ্রহর। তৎকালে কীর্ত্তনোৎসবে শুদ্ধ-ভক্তগণের মধ্যে পরস্পরকে নিমন্ত্রণপত্রী দিবার রীতি ছিল।

১৭০। ভাঃ ১০।৭৮।২২-২৮ শ্লোকে নৈমিষারণ্যে বলদেব-কর্ত্তৃক ব্যাস-শিষ্য রোমহর্ষণের বধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

১৭৩। বিশ্বাস-আভাস—অতি সামান্য বিশ্বাস।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭১। শ্রীমূর্ত্তিসেবক গুণার্ণবমিশ্র অঙ্গনে বসিয়া শ্রীনিত্যানন্দের দাসকে সম্ভাষণ না করায় মীনকেতন রামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে,—'এই গুণার্ণবমিশ্র—দ্বিতীয় রোমহর্ষণ সূত।' তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে বলদেবকে দেখিয়া রোমহর্ষণ সূত ব্যাসগাদি পরিত্যাগ করিয়া সম্ভাষণ করেন নাই, গুণার্ণবমিশ্রও সেইরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। গুণার্ণব মিশ্রের মনে শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না ; তাহা জানিতে পারিয়া তাহার প্রতি শ্রীমীনকেতনের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এই কার্য্যে শ্রীমীনকেতনকে অভিমানী বলিয়া ভক্তগণ দোষারোপ করেন না।

১৭২-১৭৩। উক্ত ব্যবহার দেখিয়া আমার ভ্রাতা মীনকেতনের সহিত কিছু বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। আমার ভ্রাতার শ্রীচৈতন্যপ্রভুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি সেরূপ বিশ্বাস ছিল না।

১৭৬। "অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়"—"অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়" অর্থাৎ কুক্কুটের অর্দ্ধাংশ বৃদ্ধ, অর্দ্ধাংশ যুবা, একথা প্রমাণে নিতান্ত অগ্রাহ্য। সেইরূপ অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক এক অখণ্ড-ঈশ্বর চৈতন্য-নিত্যানন্দের মধ্যে একজনকে মানিতেছ ও অন্য-জনকে মানিতেছ না,—ইহাই তোমার পাষণ্ডতা ও ভণ্ডতা।

গৌর ব্যতীত নিতাইয়ে, নিতাই ব্যতীত গৌরে বিশ্বাস ভক্তিবিরোধ মাত্র ঃ—

কিংবা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড ।
একে মানি' আরে না মানি,—এইমত ভণ্ড ॥" ১৭৭ ॥

ভক্তের অপমানহেতু গৌরনিষ্ঠ ভ্রাতার সর্ব্বনাশ ও অধঃপতন—

ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি' চলে রামদাস ।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ ॥ ১৭৮ ॥
এই ত' কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব ।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥ ১৭৯ ॥

নিত্যানন্দের দয়ার পরিচয় ঃ—

ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি, লঞা এই গুণ ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন ॥ ১৮০ ॥

স্বপ্নে নিত্যানন্দ-দর্শন ঃ—

নৈহাটী-নিকটে 'ঝামটপুর' নামে গ্রাম ।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ-রাম ॥ ১৮১ ॥

নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ পাদপদ্ম-লাভ ঃ—

দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে ।
নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥ ১৮২ ॥
'উঠ', 'উঠ' বলি' মোরে বলে বার বার ।
উঠি' তাঁর রূপ দেখি' হৈনু চমৎকার ॥ ১৮৩ ॥

নিত্যানন্দের রূপ বর্ণন ঃ—

শ্যাম-চিক্কণ কান্তি, প্রকাণ্ড-শরীর ।
সাক্ষাৎ কন্দর্প, যৈছে মহামল্ল-বীর ॥ ১৮৪ ॥
সুবলিত হস্ত, পদ, কমল-লোচন ।
পট্টবস্ত্র শিরে, পট্টবস্ত্র পরিধান ॥ ১৮৫ ॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ-বালা ।
পায়েতে নূপুর বাজে, কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥ ১৮৬ ॥
চন্দনলেপিত-অঙ্গ, তিলক সুঠাম ।
মত্তগজ জিনি' মদ-মন্থর পয়ান ॥ ১৮৭ ॥
কোটিচন্দ্র জিনি' মুখ উজ্জ্বল-বরণ ।
দাড়িম্ব বীজ-সম দন্তে তাম্বুল-চর্ব্বণ ॥ ১৮৮ ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে-বামে দোলে ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বলে ॥ ১৮৯ ॥
রাঙ্গা যষ্ঠি হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ ।
চারিপাশে বেড়ি' আছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥ ১৯০ ॥
পারিষদগণে দেখি' সব গোপ-বেশে ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে সবে সপ্রেম-আবেশে ॥ ১৯১ ॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায় ।
সেবক যোগায় তাম্বুল, চামর ঢুলায় ॥ ১৯২ ॥

নিত্যানন্দ-দর্শনে গ্রন্থকারের আনন্দময়তা ঃ—

নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখিয়া বৈভব ।
কিবা রূপ, গুণ, লীলা—অলৌকিক সব ॥ ১৯৩ ॥
আনন্দে বিহ্বল আমি, কিছু নাহি জানি ।
তবে হাসি' প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ॥ ১৯৪ ॥

বৃন্দাবন-গমনে নিত্যানন্দের আদেশ ঃ—

"আরে আরে কৃষ্ণদাস, না করহ ভয় ।
বৃন্দাবনে যাহ,—তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় ॥" ১৯৫ ॥

নিতাইর অন্তর্দ্ধান ঃ—

এত বলি' প্রেরিলা মোরে হাতসান দিয়া ।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ১৯৬ ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে ।
স্বপ্নভঙ্গ হৈল, দেখি হঞাছে প্রভাতে ॥ ১৯৭ ॥

স্বপ্নাদেশে শ্রীল কবিরাজের বৃন্দাবন-গমন ঃ—

কি দেখিনু, কি শুনিনু, করিয়ে বিচার ।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ ১৯৮ ॥
সেই ক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন ।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥ ১৯৯ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-স্তব ঃ—

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম ।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম ॥ ২০০ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময় ।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥ ২০১ ॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয় ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয় ॥ ২০২ ॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত ।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত ॥ ২০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮১। কাটোয়ার দুইক্রোশ উত্তরে নৈহাটী-গ্রামের নিকটে ঝামটপুর' গ্রামে কবিরাজ-গোস্বামীর বাস ছিল। সেইস্থানে এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ আছেন।

১৯৬। হাতসান—হস্তস্পর্শ।

২০৩। ভক্তিরসপ্রান্ত—ভক্তিরসের নৈকট্য মাত্র।

অনুভাষ্য

১৮১। 'ঝামটপুর' যাইতে হইলে কাটোয়া-লাইনে ছোট রেলে 'সালার' ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়।

জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ ২০৪ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি ঃ—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥ ২০৫ ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয় ।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয় ॥ ২০৬ ॥
এমন নির্ঘৃণ-মোরে কেবা কৃপা করে ।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে ॥ ২০৭ ॥

নিজের প্রতি নিত্যানন্দের কৃপা-বর্ণন ঃ—

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার ।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার ॥ ২০৮ ॥
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার ।
অতএব নিস্তারিলা মো-হেন দুরাচার ॥ ২০৯ ॥
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন ।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপ-চরণ ॥ ২১০ ॥

নিত্যানন্দ-কৃপায় শ্রীমদনমোহন-সেবাপ্রাপ্তি ঃ—

শ্রীমদনগোপাল-শ্রীগোবিন্দ-দরশন ।
কহিবার যোগ্য নহে এসব কথন ॥ ২১১ ॥
বৃন্দাবন-পুরন্দর শ্রীমদনগোপাল ।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ২১২ ॥
শ্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাস-বিলাস ।
মন্মথ-মন্মথরূপে যাঁহার প্রকাশ ॥ ২১৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩২।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্মরমানমুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২১৪ ॥

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ ।
দুই পাশে রাধা ললিতা করেন সেবন ॥ ২১৫ ॥
নিত্যানন্দ-দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল ।
শ্রীরাধা-মদনমোহনে প্রভু করি' দিল ॥ ২১৬ ॥

নিত্যানন্দ-কৃপায় শ্রীগোবিন্দ-সেবা-লাভ ঃ—

মো-অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ-দরশন ।
কহিবার কথা নহে অকথ্য-কথন ॥ ২১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৪। শ্রীরাসলীলায় গোপীদিগের বিচ্ছেদ-বিলাপের পর সহসা পীতাম্বর, বনমালী, হাস্যবদন, সাক্ষাৎ মদনমোহন তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন।

অনুভাষ্য

২০১-২০২। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাভিলাষীর নিকট শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-গোস্বামি-প্রভুগণের আশ্রয় ও প্রসাদ-লাভই জীবনের একমাত্র কাম্য ও বাঞ্ছনীয় ; উহা যে নিত্যানন্দ-কৃপাবলেই লভ্য হয়, তাহা এই দুইটী পয়ারে দেখাইয়াছেন। শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে আদি, ৪র্থ পঃ ১৬০-১৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২০৩। শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু—ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য। এই গ্রন্থের অন্ত্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদের শেষে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে। ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে।। সিদ্ধান্ত-সার গ্রন্থ কৈল দশম-টিপ্পনী। কৃষ্ণলীলা, রসপ্রেম, যাহা হৈতে জানি।। হরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব-আচার। বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার।।" শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ "বিলাপকুসুমাঞ্জলি"-স্তবে শ্রীসনাতনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্। কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তং প্রভুমাশ্রয়ামি।।" শ্রীকবিরাজ গোস্বামী (অন্ত্য, ৪র্থ পঃ ২৩৬ সংখ্যায়) প্রথমে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবের নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, —"এই তিন গুরু আর রঘুনাথদাস। ইঁহা সবার চরণ বন্দোঁ যাঁর মুঞি দাস।।" শ্রীরঘুনাথদাসও শ্রীসনাতন প্রভুকে ভক্তি-সিদ্ধান্তাচার্য্য বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু—ভক্তিরসাচার্য্য। (অন্ত্যলীলায়, ৪র্থ পঃ ২২৪ সংখ্যা)—"রূপগোসাঞি কৈল রসামৃতসিন্ধুসার। কৃষ্ণ-ভক্তিরসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার।। উজ্জ্বলনীলমণি-নাম গ্রন্থ আর। রাধাকৃষ্ণ-লীলারস তাঁহা পাইয়ে পার।।"

২০৪। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তৎকৃত 'প্রার্থনা'য়—"আর কবে নিতাই-চাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।। রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব শ্রীযুগল-পিরীতি।।" "হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।"

২১৪। রাসক্রীড়াকালে কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-হেতু শ্রীকৃষ্ণদর্শনা-ভিলাষিণী গোপীগণ অধীরা হইয়া রোদন করিতে থাকিলে গোপবধূগণের সমক্ষে গোবিন্দদেব আবির্ভূত হইলেন,—

তাসাং (দুঃখপরিখিন্নানাং গোপীনাং মধ্যে) স্ময়মানমুখাম্বুজঃ (স্ময়মানং মুখাম্বুজং যস্য সঃ) পীতাম্বরধরঃ (পীতবসনধারী) স্রগ্বী (মাল্যবান্) সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ (কামদেব-মোহনমূর্ত্তিঃ) শৌরিঃ (কৃষ্ণ) আবিরভূৎ।

কল্পবৃক্ষতলে সখীসেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দ ঃ—

বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে।
রত্নমণ্ডপ, তাহে রত্নসিংহাসনে ॥ ২১৮ ॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি' করেন জগৎ মোহন ॥ ২১৯ ॥
বাম-পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে।
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥ ২২০ ॥

ব্রহ্মার উপাস্য ও অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের অভিধেয়-দেবতা ঃ—

যাঁর ধ্যান নিজ-লোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥ ২২১ ॥
চৌদ্দভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি-পুরে যাঁর লীলাগুণ-গান ॥ ২২২ ॥

অনুভাষ্য

২২১। পদ্মাসন ব্রহ্মা নিজলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মালোকের অধিবাসিগণসহ যে অভিধেয়বিগ্রহ গোবিন্দমূর্ত্তির ধ্যান করেন, চতুর্দ্দশভুবনবাসীর ধ্যেয় সেই গোবিন্দ অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রদ্বারা অর্চ্চিত হন।

২২৩। আদি ৪র্থ পঃ ১৪৭ সংখ্যায় "কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল।।"

শ্রীরূপপ্রভুর লঘুভাগবতামৃতে কৃষ্ণের মাধুর্য্যের উৎকর্ষ-বিষয়ে (৩৫১-৩৫২ সংখ্যায়) পদ্মপুরাণের উপাখ্যান-বর্ণন—"লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া তাঁহাতে লোভ-যুক্তা হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কেন তপস্যা করিতেছ?' লক্ষ্মী কহিলেন,—'আমি গোপীরূপে বৃন্দাবনে তোমার সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করি।' শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—'তাহা বড়ই দুর্ল্লভ।' লক্ষ্মী পুনরায় কহিলেন,—'প্রভো! আমি স্বর্ণরেখার ন্যায় তোমার বক্ষঃস্থলে থাকিতে ইচ্ছা করি।' তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—'তাহাই হউক।' লক্ষ্মীও হেমরেখারূপে কৃষ্ণ-বক্ষে রহিলেন। শ্রীভাগবতে (১০।১৬।৩৬) নাগপত্নীগণ কহিতেছেন,—'লক্ষ্মী পরমা সুন্দরী হইয়াও তোমার পদধূলির অভিলাষ করিয়া সকল কামনা পরি-ত্যাগ করিয়া ও ব্রত ধারণপূর্ব্বক বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন।'

২২৪। হে সখে, যদি তব বন্ধুসঙ্গে (পুত্রকলত্রাদি-বিষয়িণাং সঙ্গে) রঙ্গঃ (কৌতূহলম্) অস্তি (বিদ্যতে), তদা ইতঃ (অস্মিন্) কেশীতীর্থোপকণ্ঠে (যামুনতটস্থ-কেশীতীর্থে) স্মেরাং (স্মিতা-ন্বিতাং) ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং (গ্রীবাকটিজানুভঙ্গিত্রয়েণ যুক্তাং) সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং (তির্য্যক্প্রশস্তাবলোকনাং) বংশীন্যস্তাধর-কিশলয়াং (বংশ্যাং বেণৌ ন্যস্তঃ দত্তঃ অধর এব কিশলয়ঃ নব-পল্লবঃ যয়া তাং) চন্দ্রকেণ (ময়ূরপিচ্ছেন) উজ্জ্বলাং (পরমশোভা-

যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ।
রূপগোসাঞি করিয়াছে সে-রূপ বর্ণন ॥ ২২৩ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৩৯)—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়-পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥ ২২৪ ॥

অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে প্রাকৃত শিলাকাষ্ঠধাতু-বুদ্ধি মহাপরাধ ঃ—

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত, ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমা-হেন জ্ঞান ॥ ২২৫ ॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ॥ ২২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৪। হে সখে! যদি বান্ধবের সঙ্গ করিতে তোমার লোভ থাকে, তবে কেশীঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈষৎ-হাস্যযুক্ত, ত্রিবক্রতা-শালী, বামঅঞ্চলে নেত্রকটাক্ষবিশিষ্ট, অধরপঙ্কজে বিরাজিত-বংশী, কিশলয় ও ময়ূরপুচ্ছদ্বারা উৎকৃষ্ট শোভান্বিত গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে অন্যত্র বিরাগ উপস্থিত হইবে।

অনুভাষ্য

ময়ীং) গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুং (নন্দসূনুমূর্ত্তিং) মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ (অবলোকয়, ইতি নিষেধব্যাজেন পরমসৌন্দর্য্যাধারবিগ্রহম্ অবশ্যমেব দ্রষ্টব্যমভিপ্রেতম্। তন্মাধুর্য্যে অনুভূয়মানে সর্ব্বমেব তুচ্ছং মংস্যসে, তস্মাদেনামেব পশ্যেত্যভিপ্রায়ঃ)।

২২৫-২২৬। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৮৬ সংখ্যায়)—"পরমো-পাসকশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি। ভেদস্ফূর্ত্তের্ভক্তি-বিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যচিতম্।"

পরমোপাসকগণ শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়াই দর্শন করেন। ভগবানের সহিত ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির ভেদজ্ঞান হইলে ভক্তির বিচ্ছেদ হয় বলিয়া শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধি করাই কর্ত্তব্য। ভক্তিবিচ্যুত হইলে জীব অভক্ত হইয়া অপরাধবিশিষ্ট হন।

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ ** যস্য বা নারকী সঃ"—এই পাদ্মোক্ত শ্লোকের অভিপ্রায়মতে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ জড়-দ্রব্যগঠিত বা 'প্রতীক'—এই বুদ্ধিযুক্ত জীবের 'নারকী' সংজ্ঞা লাভ হয়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ শ্রীমূর্ত্তিকে প্রেমচক্ষে দর্শনে বঞ্চিত হইয়া প্রাকৃতদৃষ্টিবিশিষ্ট হওয়ায় বৈষ্ণব-বিচারে তাঁহারা 'অপরাধী মায়াবাদী' বলিয়া কথিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে "যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ" শ্লোকে "ভৌমে ইজ্যধীঃ" প্রভৃতি ভাববিশিষ্ট ব্যক্তির অনভিজ্ঞতাবশতঃ সেবাধিকার লাভ ঘটে না।

হেন যে গোবিন্দ প্রভু, পাইনু যাঁহা হৈতে ।
তাঁহার চরণ-কৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥ ২২৭ ॥

নিত্যানন্দ-গৌরের আশ্রয়ে রাধাগোবিন্দ-ভজনই বৈষ্ণবতা ঃ—

বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল ।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ, পরম মঙ্গল ॥ ২২৮ ॥
যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য ।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥ ২২৯ ॥

নিত্যানন্দ-কৃপাতেই বৈষ্ণবপাদপদ্ম-লাভ ঃ—

সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তার পদছায়া ।
অধমেরে দিল প্রভু-নিত্যানন্দ-দয়া ॥ ২৩০ ॥
'তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়'—প্রভুর বচন ।
সেই সূত্র—এই তার কৈল বিবরণ ॥ ২৩১ ॥

নিত্যানন্দ-কৃপায় সর্ব্বাভীষ্ট-পূরণ ঃ—

সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয় ।
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায় ॥ ২৩২ ॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া ।
নিত্যানন্দ-গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥ ২৩৩ ॥
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার ।
'সহস্রবদনে' শেষ নাহি পায় যাঁর ॥ ২৩৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চম-পরিচ্ছেদঃ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩২। আয়—আসিয়া।

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২২৮-২২৯। শ্রীবৃন্দাবনবাসী সকল বৈষ্ণবই পরমমঙ্গলময়, কৃষ্ণনাম-পরায়ণ ও কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তির আশ্রিত। তাঁহাদের প্রাণধন—শ্রীগৌরনিত্যানন্দ। রাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবা ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন কাল্পনিক ভক্তির কথা জানেন না। অধুনা প্রাচীন শুদ্ধভক্তগণের ভজন-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ নবীন পন্থাসমূহ উদ্ভাবন করিতেছেন। কেহ বলেন,—'শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ হউন্ বা না হউন্, তাঁহার গৌর-নামই আমাদের ভাল লাগে, রাধাকৃষ্ণ-নাম তাদৃশ রুচিপ্রদ নহে। আমাদের 'নদীয়া-নাগরী' ভাবে মধুর (সম্ভোগ)-রসে গৌরের উপাসনাই গৌর-ভক্তি! নাগরীভাবে গৌরের উপাসনা না করিলে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বতন্ত্র অবতারের সার্থকতা কি?' এরূপ কুমত পূর্ব্বে উদ্ভাবিত না হইলেও কলিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে এরূপ উৎকট ভাবাবলী প্রসারিত হইতেছে দেখিয়া শুদ্ধভক্ত-মণ্ডলী দুঃখিত হইতেছেন। দুষ্পারা মায়ার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা আরও একটু বড় বুদ্ধি করেন ; অর্থাৎ 'রাধা ও কৃষ্ণ' উভয়ের মিলিত তনু বলিয়া গৌরাঙ্গ একক-কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! কেহ কেহ আবার প্রাকৃত স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসক-সমাজের পদানত হইয়া গৌর, গৌরধাম, গৌরশক্তি ও গৌরভক্তির বিরোধী হইয়া প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানবলে রাধাকৃষ্ণ-ভজনের কল্পনা করেন। এই উভয় সম্প্রদায়ই ষড়্গোস্বামীর বিশুদ্ধমত-বিরোধী, সুতরাং ভগবদ্ভক্তিবিহীন, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নাস্তিক ও কলির দাস। ভবিষ্যৎকালে কল্পনাবলে হরিবিমুখ দাম্ভিকগণ আপনাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীগৌরবস্তুকে বিস্মৃত হইয়া রাধাকৃষ্ণে ভক্তি ছাড়িয়া দিবে এবং তাহাদের কুবাসনাগর্ভজাত নিজ-কল্পিত গৌরকে দুর্ভাগ্য-জীবের বঞ্চনের জন্য বহুমানন করিবে—একথা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী অনুধাবন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিতজনের একমাত্র আরাধ্যই শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের শ্রীচরণ-যুগল।

২৩১। বৃন্দাবনে বৈষ্ণবাদেশে শ্রীচরিতামৃত-লেখার মূল সূত্র—নিতাইর কৃপাদেশ। আদি, ৫ম পঃ ১৯৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩৪। মধ্য, ২১শ পঃ ১০ ও ১২ সংখ্যা এবং ভাঃ ২।৭।৪১ এবং ১০।১৪।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমদদ্বৈত-আচার্য্যপ্রভুর স্বরূপ ও মহিমা দুই শ্লোকের বিচারদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। মায়ার দুইটী বৃত্তি—নিমিত্ত ও উপাদান। প্রকৃতিতে লক্ষিত নিমিত্ত-কারণরূপ পুরুষাবতারের নাম 'মহাবিষ্ণু'। উপাদানরূপ প্রধানতত্ত্বে মহাবিষ্ণুর দ্বিতীয়স্বরূপই 'অদ্বৈত'। সেই অদ্বৈত জগৎ-সৃষ্ট্যাদির কার্য্যে কর্ত্তাবিশেষ এবং ভক্তভাব স্বীকার করত জগতে ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি যে চৈতন্যের দাস, একথা বলিতে তাঁহার মাহাত্ম্যই বৃদ্ধি পায় ; যেহেতু অন্তর্ভূত দাস্য-ভাব ব্যতীত কোনরসেই কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করা যায় না। (অঃ প্রঃ ভাঃ)